যাত্রা
নাটক
B/R
2166

……স্বর্গীয় সুভাষ চক্রবর্ত্তির অমর স্মৃতির উদ্দেশে……

সুভাষ,

মনে পড়েছে সেদিনের কথাগুলো যেদিন আমরা প্রথম 'রাহুমুক্ত' ক'রলাম কাঁসারীপাড়ার মাঠে। মনে আছে? তুই দাড়ি গোঁফে মুখ ঢেকে অস্থির হ'য়ে উঠেছিলি বার বার, আর সেই অস্থিরতা ঢাকবার জন্য কেবলি গল্প ব'লছিলি, রাজ্যের আজগুবি গল্প? মনে আছে,—সেই সবাইকে ডেকে তুই জিজ্ঞাসা ক'রলি, 'একটা ব্লেড দিয়ে ঐ মোটা বাঁশটা কে কাটতে পারবে?'

ছোট্ট ব্লেড দিয়ে মোটা বাঁশ কাটার সাধনায় আজও আমরা এগিয়ে চ'লেছি সুভাষ; তুই ভরসা দিস।

……তুই অ-নেক দূরে…না?……

তোর বীরু

॥ কৈফিয়ৎ ॥

যে সময় মঞ্চনাট্য তার কলাকুশলতা এবং আঙ্গিকের উৎকর্ষতায় রসপিপাসু জনমানসকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে, সেই সময় একটি লুপ্তপ্রায় লোক-আঙ্গিককে জনসাধারণের সম্মুখে নোতুন ক'রে তুলে ধরা হচ্ছে কেন,—এ প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছে আমায় বারবার। অবশ্য প্রশ্নটা আসতো রাহুমুক্ত প্রযোজিত হবার আগে, পরে আর কোন প্রশ্ন উঠে নি, কারণ উত্তরটা বোধহয় প্রশ্নকর্তারা পেয়ে গেছেন।

তবু উত্তরটা আমার দিক হ'তে দেওয়ার প্রয়োজন আছে, অন্ততঃ কৈফিয়ৎ হিসাবেও। প্রথমতঃ, যাত্রা একটি লুপ্তপ্রায় লোক আঙ্গিক এ কথা ভুল। কারণ এখনও বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে, শহরে, গঞ্জে, বাজারে লক্ষ লক্ষ দর্শক সাগ্রহে যাত্রা শোনেন, উপভোগ করেন, আনন্দ পান। এখনও বৃহত্তর বাঙালী জনসাধারণের কাছে যাত্রাগানই একমাত্র লোকপ্রিয় নাট্যকলা। চলচ্চিত্রকে তাঁরা দূর হ'তে অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেন, মঞ্চনাটককে তাঁরা সসম্ভ্রমে সমাদর করেন, কিন্তু যাত্রাগানকে তাঁরা ঘরের মানুষের মতো কোলে টেনে নেন, পিঁড়ি পেতে ভাত বেড়ে দেন। ওরা থাকুক, ওরা ভাল, কিন্তু এ আমার—এইটাই বৃহত্তর বাঙালী জনসাধারণের সঙ্গে যাত্রাগানের সম্পর্ক আজও।

দ্বিতীয়তঃ, এরূপ একটি সর্বজনপ্রিয় লোক আঙ্গিকের মাধ্যমে যদি আধুনিক একটি বলিষ্ঠতম ভাববাদকে শৈল্পিক উৎকর্ষতার সাহায্যে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা যায়, তাহ'লে নবনাট্য আন্দোলনের একটি বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত হবে, এই বিশ্বাসই আমার রাহুমুক্ত রচনার প্রেরণা। ফল কি হ'য়েছে তার বিচারক জনসাধারণ।

আপাত রাজনৈতিক বক্তব্যের পিছনে একটি রূপকের স্থান রাহুমুক্তে আছে। সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক রাজা, দেশের শ্রী সম্পদের প্রতীক অরুন্ধতীকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু লুন্ঠিত সম্পদের অধিকারী হ'য়েও পায়না সাড়া মনের, সে মন তার জনসাধারণের প্রতিভূর কাছে উৎসর্গীকৃত। পদ্ম শোষিতা ধরিত্রী, সর্বরিক্তা, শোষকের সামনে এসে দাঁড়ায় তার হিসাব নিকাশের দিনে। রাজার করুণ পরিণামে যে ফেটে পড়ে অট্টহাস্যে। রাহুমুক্ত রচনায় বহু বন্ধু, শুভানুধ্যায়ীর অযাচিত পরামর্শ পেয়েছি, তাঁদের প্রত্যেকের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। কবি ও সুরকার শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র রাহুমুক্তের গানগুলিতে সুর সংযোজিত ক'রে আমাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধে রেখেছেন। বন্ধুবর শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে রাহুমুক্ত জনসমক্ষে প্রতিভাত হ'য়েছে। তাঁকে আমার আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। রাহুমুক্ত প্রকাশে শ্রীসুনীল দত্ত যে পরিমাণ সহযোগিতা ক'রেছেন, তার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। স্নেহভাজন শ্রীবলাই সেন রাহুমুক্ত প্রকাশ এবং রূপায়ণের প্রতিটি ক্ষেত্রে অকৃত্রিম সাহায্য ক'রেছেন, তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাই। পরিশেষে, যে সকল শিল্পী তাঁদের অকৃত্রিম নিষ্ঠা এবং প্রতিভার সাহায্যে পুতুল রাহুমুক্তে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, তাঁদের প্রত্যেককে আমার অন্তরের শুভেচ্ছা জানাই।

মে, ১৯৫৫

শ্রীবীরু মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

রাহুমুক্তের দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রয়োজন বহু পূর্বেই অনুভূত হয়েছিল, কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতায় সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি। বর্তমানে বন্ধু শ্রীসুনীল দত্তের তাগিদেই কিছুটা সংস্কারান্তে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। রাহুমুক্ত জনসকাশে সমাদৃত হ'ক—এই কামনা।

ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

শ্রীবীরু মুখোপাধ্যায়

গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় রাহুমুক্তের প্রথম অভিনয়

২০শে আগষ্ট, ১৯৫৪

[প্রথমে দক্ষিণ কলিকাতা ও পরে প্রান্তিক শাখা 'রাহুমুক্ত' নিয়মিত অভিনয় করেন]

চরিত্রলিপি	পরিচিতি	শিল্পী
সংগ্রামসিংহ	জাম্বুদ্বীপের রাজা	শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়
প্রধান অমাত্য		শ্রীহীরেন সেনগুপ্ত, পরে শ্রীঅমর মুখোপাধ্যায়
অধীপ সিংহ	সৈন্যাধ্যক্ষ	শ্রীব্রজসুন্দর দাস, পরে শ্রীঅজিত নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সেনাপতি		শ্রীশশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়
উদ্ধব শেঠ	বণিকদ্বয়	শ্রীসুধীর চৌধুরী পরে রাধা চক্রবর্তী
সৈন্ধব শেঠ	বণিকদ্বয়	শ্রীশিশির সেন, পরে বলাই সেন
প্রথম প্রহরী		শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
দ্বিতীয় প্রহরী		শ্রীসুকান্ত ঘোষ পরে বীরেন দাশগুপ্ত
গুপ্তচর ঘোষক		শ্রীমনিমোহন পরে ধীরেশ আচার্য
পুণ্ডরীক	জননায়ক	শ্রীঅতুল ভট্টাচার্য পরে শ্রীনির্মল চট্টোপাধ্যায় শ্রীঅজিত নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভীম	গ্রাম্য চাষী	শ্রীবীরেশ মুখোপাধ্যায়, পরে শ্রীবীরু মুখোপাধ্যায়
মালেক		শ্রীপরিতোষ সান্ন্যাল, পরে শ্রীহীরেন সেনগুপ্ত
ম্যাথর		শ্রীপৃথ্বীশ রায়চৌধুরী
ভোলা	ভীমের ছেলে	শ্রীউজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় পরে স্নিগ্ধা মজুমদার
চৌধুরী	গ্রাম্য ব্যবসায়ী	শ্রীবীরু মুখোপাধ্যায় পরে শ্রীজয়ন্ত ভট্টাচার্য শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
ঠাকুর মশায়	চারণ গায়ক	৺সুভাষ চক্রবর্তী পরে পার্থ বসু সবিতাব্রত দত্ত, মণ্টু ঘোষ
অরুন্ধতী	জম্বুদ্বীপের রাণী	সাধনা রায়চৌধুরী পরে কল্পনা রায় শেফালী ব্যানার্জি
ইন্দিরা	ঐ সহচরী	তিলোত্তমা ভট্টাচার্য পরে সুমিত্রা ঘোষ
পদ্ম	ভীমের স্ত্রী	নিবেদিতা দাস পরে সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়, রেবা রায়চৌধুরী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[জম্বুদ্বীপের রাজসভা]

[কয়েকটি দেশীয় বাদ্যযন্ত্র একসুরে বাজাইতে বাজাইতে একদল বাদকের প্রবেশ। তাহারা আসরের চতুর্দিকে সারিবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ বাজায়, পরে বাদ্যরত অবস্থায় নিষ্ক্রান্ত হয়। নেপথ্যে নকীবের উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা শোনা যায়—

"মহামহিম শ্রীরাজ চক্রবর্তী, নৃপকুল মুকুটমণি,
প্রজানুরঞ্জক, জনগণ-স্নেহধন্য
শ্রীল-শ্রীযুক্ত সংগ্রাম সিংহ বাহাদুর—"

কাড়ানাকাড়ার শব্দ শোনা যায়—কিঞ্চিৎ পরে মহারাজ সংগ্রাম সিংহ প্রবেশ করেন। পশ্চাতে প্রধান অমাত্য, রাজগুরু, প্রহরী ও বণিকদ্বয়। রাজা সিংহাসনে উপবেশন করেন। রাজগুরু অগ্রসর হইয়া স্বস্তি বচন পাঠ করেন। বণিক দুইজন সম্মুখে অগ্রসর হইয়া মহারাজকে সম্ভাষণ করেন।]

উদ্ধব ॥ নিবেদন আছে কিছু শ্রীচরণে মহারাজ।

সংগ্রাম ॥ ভূমিকায় নাহি প্রয়োজন
আমি জানি কিবা সমাচার,
বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হো'ক এই অনুরোধ।

সৈন্ধব ॥ আমি কহি সংক্ষেপেতে মহারাজ।
শতাধিক পণ্যবাহী অর্ণবপোত

গিয়েছিল পণ্য লয়ে সুদূর পীতদ্বীপে,
উপকণ্ঠ হ'তে আজি এসেছে ফিরিয়া ;
নব পীতদ্বীপরাজ, পীত সাগরের মাঝে
দেয় নাই তাহাদের ফেলিতে নোঙর।

উদ্ধব ॥ অসহ্য এ স্পর্দ্ধা মহারাজ।

সৈন্ধব ॥ ততোধিক অসহ্য ঐ পণ্যপূর্ণ পোত।
কোথায় বিক্রীত হবে, ঐ পণ্যেরসম্ভার ?

প্রধান অমাত্য ॥ দেশ মধ্যে পণ্যের অভাব প্রচুর,
সত্বর বিকাইবে উহা দেশ পণ্যশালে,
অনুমান মোর।

সৈন্ধব ॥ সব কার্য সবারে সাজেনা, অমাত্যদেব।
বণিকের কার্য বণিকেই বুঝে ভাল—
অহেতুক আমাত্যিক উপদেশ তাহে
শুধু নিষ্প্রয়োজন নয়—নিরর্থক একেবারে।
দেশমধ্যে যে মূল্যে বিকাইবে পণ্য
তার শতগুণ মূল্যে বিকাইত তাহা
পীতদ্বীপ, উত্তরদ্বীপ বা যে কোনও
উপনিবেশে। কে লইবে দায়িত্ব
এই ক্ষতি পূরণের ?

উদ্ধব ॥ তাহাছাড়া, এই সুপ্রচুর দ্রব্যসম্ভার
একযোগে ছাড়িলে বাজারে, দেশের
দ্রব্যমূল্যের মান বিদ্যুৎগতিতে যাইবে
নামিয়া। দেশের অর্থনীতির মূলে
সুকঠোর কুঠারাঘাত ইহা। সমস্ত
বণিককুল বিপর্যয় মুখে হ'বে উপনীত।

সংগ্রাম ॥ বক্তব্য কি সমাপ্ত আপনাদের ?

সৈন্ধব ॥ বক্তব্য সমাপ্ত বটে, অসমাপ্ত কর্তব্য এখনও।

সংগ্রাম ॥ কর্তব্য দায়িত্বের ভাগ,—রাজশক্তি
যথাসাধ্য লইবে বণ্টন করি—
আশাকরি এ বিশ্বাসে অবিশ্বাসী
ন'ন আপনারা।

সৈন্ধব ॥ "বিশ্বাস", "কর্তব্য" "পবিত্র দায়িত্ব",
অভিধানে সুপরিচিত শব্দ এ সকল,
মহারাজ। অগ্নিদগ্ধ গৃহীর সম্মুখে
সুকোমল নীতিবাক্য পরিহাসপ্রায়।
সমস্ত বণিককুল বিপর্যয় মুখে,—
জাতীয় অর্থের ভিত ভূ-কম্প-বিধ্বস্ত
অট্টালিকাপ্রায় যাইছে ধ্বসিয়া প্রতিক্ষণে—
আর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত মহারাজ—
পরম নিশ্চিন্তস্বরে কহিছেন
"রাজশক্তি দায়িত্ব লইবে বণ্টন করি।"

সংগ্রাম ॥ বহুক্ষণ নির্বিকার শুনিয়াছি আপনাদের
স্বকল্পিত অভিযোগ। জ্ঞানী আপনারা,—
অন্ততঃ এ বিশ্বাস মানসে পোষণ ক'রেছি
এতদিন—আজ দেখি সবই ভুল।
না হইলে রাজশক্তি সাথে বণিককুলের স্বার্থ
এ দুইয়ে পৃথক করিয়া দেখিতেন না কভু।
খ্যাতিমান বণিকযুগল—ঐ শতাধিক
পোতমধ্যে অর্দ্ধশত পোত আছে
নিজস্ব আমার। সুতরাং আজ স্বার্থের ঝঞ্ঝায়

যদি বণিকের পণ্যতরী ভরাডুবি হয়,
—রাজতরী কি মন্ত্রবলে রহিবে ভাসিয়া
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের মাঝে ? বন্ধুগণ !
ধীর স্থিরভাবে দেখুন চিন্তিয়া,
বণিকের স্বার্থ আর রাজস্বার্থ
এই দুইয়ে ভেদ নাহি কিছু।
বণিকের স্বার্থরক্ষা হেতু
রাজরশ্মি ধরিয়াছি আমি।

উদ্ধব ॥ ঐ সর্ত ছিল—অন্ততঃ যবে সিংহাসনে—
অভিষিক্ত হন মহারাজ।

সৈন্ধব ॥ অত্যন্ত দুঃখিত—তবু সম্মুখেই বলি
সে সর্ত পরিপূর্ণ হয়নি পালিত।

সংগ্রাম ॥ স্মরণ করানো অতি লজ্জাকর প্রথা
সৈন্ধব শেঠ—তবু কহি এটা রাজসভা।

সৈন্ধব ॥ জানি মহারাজ। রাজ্যের শুভাশুভের ভার
প্রতিটি হিতাকাঙ্ক্ষী প্রজার কামনা,
একক নিজস্ব দায় ইহা নহেকো কাহারও।
রাজ অর্থ-ভাণ্ডার নিঃশেষিত দেশরক্ষা ব্যয়ে
তবু কোথা আজ নিরাপত্তা ? প্রতিরক্ষা কোথা ?

প্রঃ অঃ ॥ অন্ততঃ আমাদের দেশ এই জম্বুদ্বীপ—
বহিরাক্রমণের আশংকাবিহীন আজ।

উদ্ধব ॥ দেশরক্ষা অর্থ বুঝি নিজের দেশের পরে
আক্রমণের আশংকাটুকু !—এই যে
উপনিবেশের পর উপনিবেশ—সব
হইতেছে শত্রুহস্ত কবলিত।

প্রঃ অঃ ॥ শত্রুহস্ত কবলিত কোথা ? শতাব্দীব্যাপী
পরাধীন উপনিবেশগুলি—স্বাধীন হ'তেছে।

সৈন্ধব ॥ দুর্ভাগ্য এ জম্বুদ্বীপের—এহেন অর্বাচীন
প্রধান অমাত্য তা'র। স্বাধীন হ'তেছে,—
প্রতিটি উপনিবেশ আজ সাম্যবাদী,
ঘৃণ্য ঐ শ্বেতদ্বীপ প্ররোচনায়
জাতীয় চেতনার নামে জ্বালায়ে বিদ্রোহাগ্নি
অরাজক সন্ত্রাসের রাজ্য করেছে সৃজন।
যে দেশে একচ্ছত্র প্রভুত্ব ছিল এ জম্বুদ্বীপের—
জম্বুদ্বীপের পণ্যসম্ভারে যার পণ্যালয়
পরিপূর্ণ ছিল একদিন—আমাদের
পণ্য আজ অস্পৃশ্য সেখানে। পণ্য বেচিবার
তরে উপনিবেশ যদি নাহি থাকে হাতে,
আর স্বল্পমূল্যে আমদানী যদি নাহি
হয় সেথা হ'তে—অমাত্যগিরি জেনো
তব সমাপ্তি সীমায়। জম্বুদ্বীপ ত্যাজি
চলে যেতে হবে সুদূর অরণ্যধামে—
যদি অবশিষ্ট থাকে ততদিনে।

প্রঃ অঃ ॥ হ্যাঁ, একসাথে দলভারি করে গেলে
ভয়ের কারণ নাই বেশী।

সংগ্রাম ॥ এক কথা কি পুনরায় স্মরণ করানো
প্রয়োজন উত্তেজিত বণিকযুগল ?

উদ্ধব ॥ এক কথা স্মরণ যে নিষ্প্রয়োজন মানি,
কিন্তু দ্বিতীয় কথা জিজ্ঞাস্য মোদের
উত্তরের প্রয়োজন তার। ক্ষুদ্র উত্তরদ্বীপ,

গত পঞ্চবর্ষধরি মোর দেশ যুদ্ধরত সেথা ;
লক্ষ লক্ষ মুদ্রা আর লক্ষ সৈনিকের রক্তে
সিক্ত আজ উত্তরদ্বীপের কংকর মৃত্তিকা।
কিবা পরিণতি সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের—
শুনিবারে বাসনা মোদের। পরাক্রান্ত
জম্বুদ্বীপরাজ প্রতিহত আজ ক্ষুদ্র
উত্তরদ্বীপের মুষ্টিমেয় সেনানীর হাতে,—
এ কথা কি বিশ্বাসের যোগ্য মহারাজ?

সৈন্ধব ॥ গত পঞ্চবর্ষধরি নবাবিষ্কৃত আণবিক বাণ
কেন নিক্ষেপিত হয় নাই উত্তরদ্বীপ পরে?

প্রঃ অঃ ॥ আণবিক বাণ নিক্ষেপিত হ'লে
জম্বুদ্বীপ পণ্য কিনিবার তরে
কেহ কি রহিবে তথা অবশিষ্ট আর?

সংগ্রাম ॥ থামুন অমাত্যদেব! বণিকযুগল,
পূর্বেই কহিয়াছি, এটা রাজসভা।
কূটনীতি, রাজনীতিক বাদানুবাদের
নহে ইহা উপযুক্ত স্থান। যদি একান্তই
আলোচনার ঔৎসুক্য করেন প্রকাশ,
রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করি
আমারে উপস্থিত হ'তে দিবেন নির্দেশ।
স্বপক্ষ রক্ষার লাগি যুক্তিতর্কসহ
উপস্থিত হব' সেথা। অনর্থক হেথা—
রাজকার্যে বাধা দেওয়া বুদ্ধিমানজনোচিত
কার্য নহে—এইটুকু নিবেদন মোর।

উদ্ধব ॥ কিন্তু আমাদের পণ্যভরা তরী
কি হইবে তার ?

সৈন্ধব ॥ আমার বিবেচনায় মহারাজ—ঐ পণ্যের সম্ভার
যুদ্ধের প্রয়োজনে আপনার সমর বিভাগ
লউক কিনিয়া ; অবশ্য মূল্য পূর্ব নির্দ্ধারিত।

সংগ্রাম ॥ অকস্মাৎ কোন কিছু বলা অসম্ভব—
তবে আমিও চিন্তিত ; সুতরাং কর্তব্য
স্থির করা প্রয়োজন—আশু ও সুনিশ্চিত—
এইটুকু জেনে যদি রাজকার্য সুষ্ঠুভাবে
চালাইতে সহায়ক হন—বাধিত হইবে মহারাজ

উঃ ও সৈঃ ॥ মহারাজের জয় হোক।

[অভিবাদনান্তে উভয়ের প্রস্থান]

প্রঃ অঃ ॥ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সমস্যানিচয়—
এখন কি নিবেদিব মহারাজ পাশে ?

সংগ্রাম ॥ নাহিক সময়, নাহিক সময়—পুনরুক্তি
শুনিবারে প্রতিদিন। উত্তরের দুর্ভিক্ষ
আর পশ্চিমের বন্যামহামারী—শুনে শুনে
কর্ণদেশ হইয়াছে জর্জরিত ;—ততোধিক
গুরুত্বপূর্ণ কার্য আছে রাজ্য মাঝে
সৈন্যাধক্ষে প্রয়োজন মোর।

[অধীপ সিংহের প্রবেশ]

অধীপ ॥ উপস্থিত আছি হেথা।

সংগ্রাম ॥ সমরক্ষেত্রের সংবাদ শুনিবারে
আমি উৎকণ্ঠিত, উদগ্রীব সতত।

অনীপ ॥ নূতন সংবাদ নাই কোনো। আমাদের সৈন্যদল
সীমান্তের পারে আসিয়াছে পশ্চাৎ অপসারি।

সংগ্রাম ॥ এই কথা নিবেদিতে ঘৃণিত রসনা
তব হয়নাকো সংকুচিত? সলজ্জ সংক্ষোভে
শিহরিয়া ওঠে নাকো বক্ষ তব—অপদার্থ
ক্লীব! আসিয়াছে পশ্চাৎ অপসারি! ক্ষুদ্র
মুষ্টি পরিমাণ ধূলি দিয়ে গড়া সে
উত্তরদ্বীপ। মূর্খ,—অজ্ঞ, পশ্চাৎপদ
কৃষকের দেশ—সেই দেশে যুদ্ধরত
জম্বুদ্বীপসেনা—সজ্জিত তীক্ষ্ণতম ক্ষুরধার
অস্ত্রশস্ত্রসাথে—কিবা ফল তার! পঞ্চবর্ষধরি
এক ইতিহাস, "আসিয়াছে পশ্চাত অপসারি।"
কেন অগ্নিবানে বিধ্বস্ত হয় নাই
সে দ্বীপের প্রতিটি মৃত্তিকা কণা?
কোথা হতে শক্তি তারা পায়—নাশিবারে
জম্বুদ্বীপ সেনা। অপদার্থ, অকর্মণ্য, অর্বাচীন
সব। আমি নিজে যাব রণাঙ্গনে।

অধীপ ॥ সেই ভাল। চক্ষু আর কর্ণের বিবাদ
হইবে ভঞ্জন। চক্ষুর ঔজ্জ্বল্য যদি থাকে
বর্তমান, দেখিবেন আঁখি বিস্ফারিয়া
আপনার আদেশের প্রতিবর্ণ কেমনে
পালিত হয়েছে সেথা। দেখিবেন স্থির
নয়নযুগলে—উত্তরদ্বীপের প্রতিটি মৃত্তিকাকণা
সাক্ষ্য দেবে জম্বু-সভ্যতার। দেখিবেন
প্রতিগৃহ হ'তে কালোধোঁয়া উৎসারিয়া

সেথাকার নীলাকাশ ফেলেছে ঢাকিয়া ;—
দেখিবেন—শ্মশানের শবগন্ধে আমাদের
আকাশযানের সাথে একসাথে উড়িতেছে
শকুনের দল—খাদ্যলোভে উল্লসিয়া। আর
দেখিবেন—চক্ষু যদি থাকে দেখিবার—মার
কোল হ'তে শিশুরে কাড়িয়া—নিক্ষেপিয়া
অগ্নিকুণ্ডমাঝে—সংজ্ঞাহীনা মা'র দেহ
সোল্লাসে করেছে উপভোগ—জম্বুদ্বীপ,
পৃথিবীর সভ্যতমদেশ-জম্বুদ্বীপ সেনা—
আর খুঁজিবেন আপনার প্রশ্নের উত্তর
এত শক্তি কোথা পায় তারা ? খুঁজিয়া
পেয়েছি আমি উৎসস্রোত তার।
নারী, বৃদ্ধ আর যুবক বালক—পড়েছি
সবার দু'টি চোখে দুটি ভাষা লেখা ;
একচোখে জ্বলন্ত ঘৃণার বাণ শত্রুর উপর—
আর চোখে শুধু ভালবাসা তার। উত্তরদ্বীপের
প্রতিটি মৃত্তিকাপরে হৃদয়ের রুদ্ধপ্রেম
পড়েছে ক্ষরিয়া। কেউ নেই, কিছু নেই
তবু লড়ে দিনরাত—অবিরাম, অবিশ্রান্ত—
মুখে মুখে এক ভাষা শুধু—"আমার মাটির
'পরে দুষমনের স্থান নাই আর—"

সংগ্রাম ॥ রুদ্ধ করো উচ্ছ্বাসের বান,
ভাবালুতা প্রকাশের স্থান ইহা নহে।

অধীপ ॥ ভাবালুতা নহে মহারাজ। অন্তরের
অবরুদ্ধভাষা কঠিন পাষাণে চাপা

ছিল এতদিন—আজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত
এসেছে বাহির হয়ে। যদি অসংযম
প্রকাশ পাইয়া থাকে—ক্ষমাপ্রার্থী আমি।
আর সেই সাথে নিবেদন মোর
অবসরপ্রার্থী আমি।

সংগ্রাম ॥ অর্থাৎ ?

অধীপ ॥ এই তরবারী উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিনু আমি।
এর মর্য্যাদারে বাঁচাবার তরে—চেষ্টার
কোন ক্রটী করিনিকো কোনদিন। আজ
বড় ক্ষোভে—বড় লজ্জায়—বড় দুঃখে এরে
ত্যাগ করিবারে বাধ্য হতেছি মহারাজ।

সংগ্রাম ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ—অত সহজে পরিত্রাণ
দেয়না সংগ্রামসিংহ। বুঝিয়াছি
শ্বেতদ্বীপ প্ররোচিত তুমি, এখানের
সৈন্যাপত্য ত্যাজি শক্রদলে
প্রেরণ করিবে সব গুপ্ত সমাচার।
অতীব দুঃখিত অধীপ সিংহ—
কৌশল তোমার পূর্ব্বাহ্নেই
জানিয়াছি আমি। তাই
রাষ্ট্রদ্রোহিতার ঘৃণ্য আপরাধে
বন্দী তুমি এই দণ্ডে—
এই কে আছিস্—

[রক্ষী প্রবেশ করে]

বন্দী কর—(রক্ষী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে)

হ্যাঁ-হ্যাঁ-সৈন্যাধ্যক্ষে।
এ জম্বুদ্বীপ—অপরাধী ছোট বড়
নাহিক বিচার। শাস্তি সবার সমান প্রাপ্য।

[রক্ষী অধীপ সিংহকে বন্দী করে]

প্রঃ অঃ ॥ আমি তবে আসি মহারাজ।
(স্বগতঃ) এ জম্বুদ্বীপ—অপরাধী ছোট বড়
নাহিক' বিচার ! হায়রে জম্বুদ্বীপ, হায় অপরাধ !

[প্রস্থান]

অধীপ ॥ আমি রাষ্ট্রদ্রোহী ! আমি অপরাধী !
হ্যাঁ-নিখুঁত বিচার। বিবেকের সুতীক্ষ্ণ
দংশন ত্যাজি—নিরীহ নিরপরাধ
শত শত হতভাগ্য বুকে আমি যে
বিঁধেছি শেল—নিষ্ঠুর নির্ম্মম হস্তে।
স্বপ্নের কামনা আর প্রেম দিয়ে গড়া
অযুত শান্তির নীড়—আমি যে
ভেঙেছি নিজে—শুধু এই ঘৃণ্য
গোলামীর মুদ্রা বিনিময়ে। আমি
অপরাধী ! সহস্র কণ্ঠের স্বরে চিৎকারিয়া
কহি—"আমি অপরাধী"—তবে রাজা
তুমি তার শাস্তিদাতা নও। শাস্তি দেবে যারা
তোমার অলক্ষ্যে দেশে দেশে
প্রস্তুত হ'তেছে তারা। রচিতেছে কাঠগড়া
আসামীর, তোমার—আমার।
আমি দেখেছি তাদের,—শুনেছি—

আগমনী-ধ্বনি তাদের লক্ষ লক্ষ
নিগৃহীত কুটীরে কুটীরে। চিনেছি তাদের—

সংগ্রাম ॥ স্তব্ধ কর উন্মাদ ভাষণ। নচেৎ রসনা তব
উৎপাটিয়া—এই দণ্ডে কথা কওয়া চিরতরে
দিব ঘুচাইয়া।

[নেপথ্যে ঠাকুরমশাইয়ের কণ্ঠে গান শোনা যায়]

"ওরে কার গলা তুই ধরবি টিপে
সে গান ছড়িয়ে গেছে লক্ষ গলায়।"

সংগ্রাম ॥ (প্রহরীকে) নিয়ে যাও।

[রক্ষী অধীপ সিংহকে টেনে নিয়ে যায়]

[নেপথ্যে গান]

"কার প্রাণপাখীরে মারবি পিষে
প্রাণ উড়েছে সপ্ত-তলায়।"

সংগ্রাম ॥ কে গায় এই গান ?

[সম্পূর্ণ উন্মাদপ্রায় একটি বৃদ্ধ ছুটিয়া গীতকণ্ঠে প্রবেশ করে]

(গান) "ওরে পাষাণ চেপে ঝর্ণাধারা
যায় কিরে ভাই রুদ্ধ করা।"

সংগ্রাম ॥ রক্ষী, সান্ত্রী এটা কি রাজসভা না উন্মাদাগার ?

(গান) "ঐ শক্তিমদে মত্ত ওরা
জানেনা দিন বদলায়।"

[রক্ষীগণ উন্মাদকে টানিতে টানিতে প্রস্থান করে, দ্রুতপদে রাণী অরুন্ধতীর প্রবেশ]

অরু ॥ কার কণ্ঠস্বর ! কার কণ্ঠস্বর !
কার কণ্ঠে শুনিলাম ও সঙ্গীতের স্বর !

সংগ্রাম ॥ এক উন্মাদ। এ প্রকাশ্য রাজসভামাঝে
একাকিনী তব উপস্থিতি, নহেক' শোভন—
মহারাণী—

অরু ॥ জানি মহারাজ, কিন্তু ঐ সঙ্গীতের স্বর—
ঐ কণ্ঠস্বর যেন জন্মান্তর পরিচিত মোর।
এ কী রহস্যের ইন্দ্রজাল ! মহারাজ
কোথা গেল, কোথায় মিলালো গায়ক ?

সংগ্রাম ॥ বাতুল কণ্ঠ সম্ভূত সঙ্গীত মহারাণী,
বহিষ্কৃত সে উন্মাদ রাজসভা হ'তে।

অরু ॥ উন্মাদ ! না না—সে উন্মাদ নয়
নহে সে উন্মাদ।

সংগ্রাম ॥ রাজকার্য্য বন্ধ আজিকার মতো।
এসো মহারাণী।

[অরুন্ধতীকে সঙ্গে লইয়া মহারাজের প্রস্থান।
বাদ্যযন্ত্রের দ্বারা সভাবসান ঘোষিত হয়।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[জম্বুদ্বীপের গ্রাম সংলগ্ন ধানক্ষেতের ধারের রাস্তা। গীতকণ্ঠে গলায় ঝোলান একটি ঢোল বাজাইতে বাজাইতে, নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করে ভোলা ও পরে তার বাবা ভীমও প্রবেশ করে এবং নাচে গানে যোগ দেয়]

বোল—"উর্-র্-র্ চু কিটি কিটি পুকুটি পাকাটি
গুগ্‌লি ঝিনুক ঝা
গুগ্‌লি ঝিনুক ঝা
গুগ্‌লি ঝিনুক ঝা

[—গান—]

ক্ষেতের পাকা ধানে পরাণ জুড়াক না
ঐ কচি ধানের সবুজ শীষে
মাঠের শোভারে
আর পাকা সোনা-ধানের শোভা
আমার থামারে।
আজ নিরাশভরা সবার ঘরের
আকুল আঁধারে
আশার দেওয়ালি জ্বালাক্ না।
তাই ডেকে চলি মাঠে মাঠে যতেক চাষারে
পৌষালী বাতাস আনে নতুন আশারে
লক্ষ্মী মায়ের দয়ার দানে সবার কুটীরে
আবার আনন্দে ভরাক্ না।

[পদ্মর প্রবেশ]

পদ্ম ॥ ইস্! ব্যাটার সাথে নাচতে নেগেছে। নজ্জাও নাগেনা গা?

ভীম ॥ নজ্জা কিসের—এঁ্যা নজ্জা কিসের? আমি কি মেয়েমানুষ?

পদ্ম ॥ আড্ডায় আজ খুব অস্ টেনে এয়েছো বুঝি।

ভীম ॥ হ্যাঁ টানন্নু। আজ একটু বেশীই টানন্নু। পাকা ধানের গন্ধে ক্ষেত ভরপুর—মা-নক্ষীকে ঘরে তুলবো আজ টানবুনি ত টানব কবে রে—?

ভোলা ॥ (তখনও ঢোল বাজাচ্ছিল)—আঃ, এই মা এসে প'ড়েই তালটা কেটে দিলে! বেশ জমেছ্যালো—নাচ্ বাপ নাচ্ "ক্ষেতের পাকা ধানে পরাণ জুড়াক্ না"—মা নাচ্ না।

পদ্ম ॥ হুঁ মাকে নাচাবিনি—যুগ্যি ব্যাটা হয়েছিস্।

ভীম ॥ আরে দূর বাবু নাচ্না। আজ ফুর্ত্তির দিন—(ওকে টানে)

পদ্ম ॥ এ্যাই দেখ—দেখ—আস্তার ধারে নরনোকের মাঝখানে আমি নাচবো! বলি—সরম নাগেনা গা।—

ভীম ॥ সরমটা কিসের—বলি সরমটা কিসের—আমার ক্ষেতের ধারে আমি নাচব। নে ভোলা ধর—(সুরে)

"ক্ষেতের পাকা ধানে পরাণ জুড়াক না—"

[পদ্ম সলজ্জ সংকোচে নাচ সুরু করে]

পদ্ম ॥ ঐ মালেক চাচা আসতেচে। (নাচ বন্ধ করে)

[মালেকের প্রবেশ]

মালেক ॥ ভীমে কি আজই কাটতে নেগে যাবি নাকিরে?

ভীম ॥ এসোগো চাচা। বাপ ব্যাটাতে আজই নেগে যাব। কাস্তে টো পাজ্যে নেইছি। ম্যাথরা কামারের কি গরম গো—বলে—নোয়ার দাম সব বেড়ে যাচ্ছে। বড় রকমের নড়াই নাগবে এবার—

মালেক॥ আরে দূর বাবু—সে নড়াই ত শুনছি নেগেই আছে। সেই ওত্তরদ্বীপ না কোথা যেন মোদের জেতের সাথে নড়াই ত হতেইছে হতেইছে।

ভীম॥ না চাচা—ম্যাথরা যে বললে—এবার রাজা নিজে নাকি বড় রকমের নড়াই নাগাবার তোড়জোড় করতেছে।

মালেক॥ তবেই হয়েছে। গেল নড়াইয়ে ত জোয়ান জোয়ান ছেলেগুলো গেল আর ফিরলুনি। আমরা মরন্থ আকালে—আর এমন সোনার ক্ষেতগুলোরে বাণ মেরে মেরে গোরস্তান বাইনে দিলে।—আবার নড়াই!

ভীম॥ আমাদের দাদাঠাকুর ক'দিন থেকে আসছেনে—এলে তবু খবরটা আসটা পাই।

ভোলা॥ দাদাঠাকুর কে মা?

পদ্ম॥ দাদাঠাকুরকে দেখিস্ নি? সেই যে আকালের বছরটায় এয়েছ্যালো। খুব স্থন্দরপানা চেহারা।

ভোলা॥ ও—সেই যে আমায় বলেছ্যালো ভীমের ব্যাটা ঘটোৎকচ!

[তিনজনে হেসে উঠে]

মালেক॥ তোর ব্যাটা ঠিক মনে রেখেছে। তা বাপ ঘটোৎকচ তুই লাচ বন্ধ করলি ক্যানরে? একটু লাচ দেখি।

ভোলা॥ (সাগ্রহে)—তুই নাচবি? (মালেক হেসে ওঠে)

পদ্ম॥ দূর মুখপোড়া। মান্যি নোক, অমন করে বলতে আছে?

মালেক॥ (ভোলাকে বুকে তুলে নেয়)—ওরে আমার লাতিরে।—লাচতুম—বুঝলি—যেখন তোদের মতন ছোটটি ছিলুম নি, তখন লাচতুম, দিনভোর লাচতুম, এখন তোরা লাচবি আর আমরা সব দেঁইড়ে দেঁইড়ে দেখবো।

[ওকে নামিয়ে দেয়]

তাহ'লে পরে তুই আর দেরী করিস্নি ভীমে, কাজে নেগে যা—সাঁঝের বেলায় আবার দেখা হবে।

[প্রস্থান]

পদ্ম ॥ কাজে নাগবে, না আবার নাচবে খানিকক্ষণ ?

ভীম ॥ আঃ দাঁড়ানা একটু—তোর আর সবুর সইছেনে। ক্ষেতের ধান যেন কেউ কেটে নে পাইলে গেল এখুনি।

পদ্ম ॥ তুমি তার বুঝবে কি ? নিকোনো গোলায় আলপনা কেটে ঢালব নতুন ধান—মা নক্ষীর পুজো হবে—শাঁখ বাজাব, উলু দেব,—সম্বচ্ছরের সাধ—তুমি তার বুঝবে কি ?

ভীম ॥ ওরে আমার গোঁসাই ঠাকরুণরে—আমি বুঝবনি—বুঝবে ও। উপুসারি জলে ভিজে কাঁপতে কাঁপতে নাঙল ঠেললে কে ? নদীতে য্যাখন বান ডেকেছ্যালো—আলের উপর শুয়ে পড়ে আল বাঁধলে কে ? ক্ষেত ভর্ত্তি জলে রুইলে কে ?

ভোলা ॥ এ্যাই বাপ,—আমি বীজ ছইড়েছিনু।

পদ্ম ॥ আর নিড়ুলে কে—ধানের পোকা বাছলে কে ?

ভোলা ॥ (ঢোলটা জোরে বাজিয়ে)—এই বাপ হেরে গেল—

[তিনজনে হেসে ওঠে। এমন সময় দেখা যায় গ্রামের ধনী মহাজন চৌধুরী মশাই অত্যন্ত দ্রুতপদে এগিয়ে আসছেন]

ভীম ॥ (পদ্মকে)—এই-এই—চৌধুরী মশাই—

পদ্ম ॥ থাম বাপু—অত রংগরসের সময় আমার নেই।

[পদ্ম চলে যায়—যাবার পথে চৌধুরীর সঙ্গে ধাক্কা লাগে—চৌধুরী পড়ে যান। ভীম গিয়ে তাঁকে ধরে তোলে]

ভীম ॥ অত হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলেছ গো চৌধুরী মশাই ?

চৌধুরী ॥ এ্যাঁ? হন্তদন্ত? হন্তদন্ত তুই দেখলি কোথায়?—একটু জোরে হেঁটেচি—তা এতে হন্তদন্ত তুই দেখলি কোথায়? খুব ব্যস্ত বুঝলি, খুব ব্যস্ত—সময় নেই। কাউকে বলিস্ নি বুঝলি—লোক জানাজানি না হয়—উজুলপুরের হাটে গেছনু—

ভীম ॥ কেন?

চৌধুরী ॥ তা তোমার অত খোঁজে দরকারটা কি বাপু? সময় নেই—তা যখন জিগ্যেস করলি—বলেই ফেলি—হাজার মণ গস্ত করে ফেলেছি।

ভীম ॥ হাজার মণ কি গো?

চৌধুরী ॥ কি সে কথা জেনে কি তোমার চারটে হাত বেরুবে? খুব সাবধান, বেশী জানাজানি না হয়। গুড়—

ভোলা ॥ গুড়? খাবো—

চৌধুরী ॥ হুঁ—খাবো? বাপের জমিদারী পেয়েছ? খাবে? তা থাক্‌গে যখন মুখফুটে বললি—ত যাস্ বাড়ীতে যাস্—বুঝলি হারামজাদা যেও বাড়ীতে—পেট ভর্ত্তি করে খেয়ে এসো—

ভীম ॥ তা খামোকা এত গুড় কিনলে কেন গো চৌধুরী মশাই?

চৌধুরী ॥ তোমার অত জেরার দরকারটা কি বাপু?—খুব সাবধান, একটা লোকও না জানতে পারে—লড়াই লাগলো বলে। গেল লড়াইয়ে বড্ড ঠকেছি। কিছু একটা যদি কিনে রাখতে পারতুম—এবারে আর ঠকছি না—একেবারে হাজার মণ—খুব সাবধান, এই তোকে বলেই বললুম—দ্বিতীয় প্রাণী যেন কেউ টের না পায়—(একজনকে লক্ষ্য করে)—ম্যাথ্‌রা না? এই ম্যাথ্‌রা শোন-শোন— [ম্যাথর আসে]
ম্যাথ্‌রা একটা বেশ বড় দেখে তালা তৈরী করে দে দেখি। চোর ডাকাতে ভাঙতে না পারে এমন তালা।

ম্যাথর ॥ অত বড় তালা কি করবে গো বাবু ?

চৌধুরী ॥ তোমার সে খোঁজে দরকারটা কি ? খুব সাবধান—কেউ জানতে না পারে—কিছু গুড় গস্ত করেছি—একেবারে হাজার মণ। লড়াই বাধবে—শীগ্‌গীর।

ম্যাথর ॥ নড়াই তা'লে নাগবে বাবু ?

চৌধুরী ॥ নির্ঘাৎ, খুব সাবধান, তোকে বলেই বললুম—দ্বিতীয় প্রাণী না জানতে না পারে—কাল যাবো তোর কামারশালে—বুঝলি—কালই চাই তালা—একেবারে সময় নেই— [প্রস্থান]

ম্যাথর ॥ মানক্ষীর আশীর্ব্বাদে তাহলে নড়াইটা নাগলো ভীমে বুঝলি ?

ভীম ॥ তোর যে খুব আহ্লাদ দেখছি রে ?

ম্যাথর ॥ হবে নে ! কাজ নেই, কম্ম নেই—বছর ভর বসে আছি, উপরে ত আর আগুন দিতে হয় নে। ধান কাটার সময় কখানা কাস্তে বাজানো—এতে কি আর পেট চলে রে বাপু ? তেবু নড়াইটা নাগলে কাজটা কাসটা বাড়ে—

ভীম ॥ কিন্তুন্ আমাদের যে জান নিয়ে টানাটানি ধন। গেল নড়াই থেঙে ত জিনিষপত্রের দর এখন পয্যন্ত কমলুনি—আবার নড়াই নাগলে কি আর বাঁচবো রে ?

[পুণ্ডরীকের প্রবেশ]

পুণ্ডরীক ॥ কি খবর রে ভীমে ? এই যে ভীমের ব্যাটা ঘটোৎকচ। তা ভীমের বউ হিড়িম্বা কোথায় ?

[ছুটিয়া পদ্মর প্রবেশ]

পদ্ম ॥ দাদাঠাকুর ! তুমি কতদিন আসনি দাদাঠাকুর !

পুণ্ডরীক ॥ আমার যে অনেক ভাই-বোন রে। সবার বাড়ীতেই যেতে হবে।

ভীম ॥ দাদাঠাকুর—!

ভোলা ॥ তুমি নাচতে পার দাদাঠাকুর—'ক্ষেতের পাকা ধানে পরাণ জুড়াকনা'—

পুণ্ডরীক ॥ হুঁ তোকে কোলে নিয়ে নাচতে পারি—দেখবি—(ওকে কোলে তুলে নেয়) তারপর তোদের খবর কি রে ভীম ?

ভীম ॥ আর খবর দাদাঠাকুর—ধান কটাতো আজ কাটবো মনে কত্তিছি। নড়াই নাকি আবার নাগবে দাদাঠাকুর ?

পুণ্ডরীক ॥ খুব ভয় পেয়ে গেছিস বুঝি ?

ভীম ॥ এ্যাই দেখ। তা ভয় পাবোনি ? গেল নড়াইয়ের ঘা ত' এখনও শুকোয় নি গো।

পদ্ম ॥ সেই আকালের দিনগুলোর কথা মনে হ'লে পরাণটা এখনও শিউরে ওঠে—গেরামকে গেরাম খালি হয়ে গেল। কত নোক চলে গেল আর ফিরলুনি।—মাঠের কাটা ধান তোলবার নোক নি।

ভোলা ॥ হিঁ আমারও মনে আছে—স্যায় উজুলপুরের হাটে যেতুন খিচুড়ী খেতে—রাজা খাওয়াত। আবার সে রকম হবে—হ্যাঁ মা ?

পদ্ম ॥ দূর হতভাগা—ও নাম মুখে আনতে নেই।

পুণ্ডরীক ॥ তুমি চুপচাপ কেন ম্যাথর ?

ভীম ॥ ম্যাথরার এখন ফুত্তির সময় বুঝলে দাদাঠাকুর ! নড়াই নাগবে শুনে ওর ফুত্তি হয়েছে।

ম্যাথর ॥ ফুত্তি নয়গো দাদাঠাকুর—সে তোমরা বুঝবেনে। সারাবছর বেকার বসে আছি—কাজ নেই—হাঁপর ত টানতেই হয় নে। তেবু নড়াইটা নাগলে কিছু কাজকম্ম পাই।

৩

পুণ্ডরীক॥ যাক্‌গে ম্যাথর, তোমার সঙ্গে একটা কাজের কথা রয়েনি। একখানা বেশ ধারালো ছুরী বানিয়ে দিও ত—দাম একটু বেশীই দোব। ফলাটা বেশ ধারালো হওয়া চাই। পাঁজরায় বসালে যেন আর নড়তে না পারে।

ম্যাথর॥ কেন গো দাদাঠাকুর ?

পুণ্ডরীক॥ ঐ মালেকের ছোট ছেলেটাকে মারব। একটু তাড়াতাড়ি দিও বুঝলে—দাম আমি বেশীই দোব।

ম্যাথর॥ না বাবু ও হারামের কাজ আমার দ্বারা হবে নে—মানুষ খুনের ব্যবসা আমি করিনে।

পুণ্ডরীক॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ—এই একটা খুনেই ভয় পেয়ে গেলে ম্যাথর। আর যে লড়াইয়ের কাজ করে তুমি পয়সা রোজগার করবে, সেখানে মালেকের ছেলের মত লক্ষ লক্ষ ছেলেকে খুন করা হয়।

ভীম॥ তাইতো বলছিনু—দাদাঠাকুর নইলে এমন করে কে বুঝো দেবে ?

পুণ্ডরীক॥ এতো সোজা কথা ভীম—এতে বুঝিয়ে দেবার কিছু নেই। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। এইত চিরকাল হয়ে এসেছে। আজকে আমাদের চোখ খুলেছে—বারে বারে আমরা এই উলুখাগড়ারাই বা মরব কেন ? যুদ্ধ হ'তে আমরা দেব না।

পদ্ম॥ তা আমরা বল্লে আর কি হবে দাদাঠাকুর—রাজার ট্যাকা আছে —নোকনস্কর আছে, সেপাইশান্ত্রী আছে, আমাদের কথা শুনবে কেন ?

পুণ্ডরীক॥ রাজার টাকাত' আর গাছ থেকে পড়বেনা। আমাদের খাজনাতেই ত' রাজার খাজাঞ্চীখানা ভরাই। আমরা সাফ্ কথা একসঙ্গে চীৎকার করে জানিয়ে দোব—যদি যুদ্ধ করে টাকা ওড়াতে চাও ত' খাজনা বন্ধ। রাজা ত' আর একা ঢাল তরোয়াল নিয়ে লড়তে যাবে না—সৈন্য চাই।

আমাদের মত গরীবরাই যায় সৈন্য হ'তে। তারা চীৎকার করে জানিয়ে দেবে—
"মানুষ মারার ব্যবসায় আমরা নেই"—।

ম্যাথর ॥ তারপর তারা খাবে কি ?

পুণ্ডরীক ॥ এতক্ষণে একটা কাজের কথা বলেছ ম্যাথর। খাবারের কি অভাব আছে আমাদের এই জম্বুদ্বীপে। এর ক্ষেতে ক্ষেতে সোনা ফলে, নদীতে নদীতে ক্ষীরের ঢেউ, মাটীর নীচে গহ্বরে গহ্বরে মণিমাণিক্যের পাহাড়; এত সম্পদ আমাদের দেশে তবুও আমরা শুকিয়ে মরি—তবুও তোমাকে দু'মুঠো পেটের ভাতের জন্য মানুষ খুনের ছুরি শানাতে হয় কেন ?

ম্যাথর ॥ যার যে রকম কর্ম্মফল দাদাঠাকুর।

পুণ্ডরীক ॥ হ্যাঁ, লক্ষ লক্ষ লোক সবাই পাপ করে এলো, আর ছালা ভর্ত্তি পুণ্য মাথায় নিয়ে এসেছে ঐ রাজা আর তার মোসাহেব ক'জন পানোন্মত্ত রাজার বসন্তোৎসবের লীলাকুঞ্জের পাশে লাখে লাখে লোক তাদের কর্ম্মফলের শেষ প্রায়শ্চিত্ত করল—উন্মুক্ত রাজপথে শিয়াল কুকুরের খাদ্য হয়ে—আর পুণ্যবান রাজা—মদিরামত্ত চোখে অংকবিলাসিনীদের কণ্ঠলগ্না হয়ে ঈশ্বরের কাছে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করলেন। কার কর্ম্মফল ? কে পাপী ?

[গীতকণ্ঠে ঠাকুরমশাইয়ের প্রবেশ]

—গান—

যে পাপী তার পাপের ঝাঁপির
ভারে কাঁপে বসুন্ধরা—
ঐ নাগবাসুকী ওঠরে ফুঁসে
ফেল ভেঙে ফেল পাপের ভরা।

(তোর) মাথার মণি হরণ করে
রাজমুকুটের শোভা বাড়ে—
মণিহারা ফণী রে তুই
ব্যথার ভারে পাগল পারা।

পুণ্ডরীক ॥ ঠাকুর মশাই! ঠাকুর মশাই!

ঠাকুর ॥ কে?

পুণ্ডরীক ॥ চিনতে পারছেন না? আমি পুণ্ডরীক, আপনার ছাত্র।

ঠাকুর ॥ ও তুমি পুণ্ডরীক—হ্যাঁ তুমি পুণ্ডরীক—তুমি তাকে ভালবাসতে। তুমি প্রেমিক—কিন্তু সে? আমার অরু—আমার অরুন্ধতী—সে কোথায়?

পুণ্ডরীক ॥ আপনি শান্ত হোন ঠাকুর মশাই, সে রাজদরবারে সুখে আছে।

ঠাকুর ॥ মূর্খ, চন্দ্রকান্ত বাচস্পতির মেয়ে সে। রাজদরবারের বিলাসপংকে সে সুখে থাকতে পারে না। সে নেই, সে নেই, সে আত্মহত্যা করেছে।

পুণ্ডরীক ॥ ওসব কথা আপনি ভাববেন না। চলুন, আপনাকে আশ্রমের রাস্তা দেখিয়ে দি।

ঠাকুর ॥ আশ্রম—হাঃ-হাঃ-হাঃ—কোথায় আশ্রম? পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কি—রকম লক্ লক্ করে আগুনের শিখাগুলো উঠছিল। আগুন! আমি ঠিক দেখেছিলুম, ঐ আগুন জ্বলছিল রাজার চোখ দুটোতেও। আশ্রম পুড়লো আর পুড়ে গেলো আমার সোনার প্রতিমা অরু—অরুন্ধতী—মা— [চীৎকার করে ছুটে যায়]

পুণ্ডরীক ॥ ঠাকুর মশাই—ঠাকুর মশাই—শুনুন— [পেছনে ছোটে]

ভোলা ॥ (অবাক হয়ে)—ও কে মা? ক্ষ্যাপা?

ভীম ॥ হ্যাঁ, ক্ষ্যাপা, আজ ও ক্ষ্যাপাই বটে রে, কতবড় পণ্ডিত ছ্যালো—কত ছাত্তর।

পদ্ম ॥ আর কি সোনার প্রিতিমা মেয়ে ছ্যালো—যেন সাক্ষাৎ রাণী।

ভীম ॥ কি কাল রাজার কোপে পড়লো—রাজা বললে—ঐ মেয়ে আমার চাই। পণ্ডিত শুনবে নে—রাজাও ছাড়বেনে—

ম্যাথর ॥ আরে ঐ দাদাঠাকুরের সঙ্গেই ত সব ঠিকঠাক হয়েছ্যালো বিয়ের—

পদ্ম ॥ তার তরেই ত গো। মেয়ে বললে—দাদাঠাকুর ছাড়া আর কাউকে বে করবুনি।

ভীম ॥ ব্যস্ আর যাবে কোথা, ঘর পুড়লো, বাড়ী পুড়লো আর মেয়েটাকে রাতারাতি নে চলে গেল রাজবাড়ীতে।

ভোলা ॥ ও পাইলে আসতে পারলোনি?

ভীম ॥ হ্যাঁ—এ তোর আমার বাড়ী কিনা! কত সেপাই, নোক-নস্কর—পাইলে আসা অমনি সোজা কথা—আর কি?

ভোলা ॥ তা ঐ বুড়ো এখন কোথায় থাকে?

ভীম ॥ ঐ গান গায় আর ঘুরে বেড়ায় সারা দেশময়। মাথাটা ত খারাপ হয়ে গেছে সেই থেঙে। তা যাই বল—বড় নাগ্‌দাই গান গায় বাপু।

ভোলা ॥ একটু দাঁড়ালুনি যে। নইলে একটু ঢোল বাজাতুম। ওর সঙ্গে নাচ যা জমেনা।

[মালেকের পুনঃ প্রবেশ]

মালেক ॥ কী হ'ল রে ভীমে। এখনও কাজে নাগিস্‌নি? বেলা যে বাড়ছে কেরমোশো।

ভীম ॥ হ্যাঁ চাচা—এই নাগি—এ্যাই ভোলা—ঢোল নামা, ঢোল নামা—কাস্তে ধর—

ভোলা ॥ (কাঁধ থেকে ঢোলটা নামিয়ে)—মা ঢোলটা রাখ—

[পদ্মার কাঁধে ঝোলাতে যায়]

পদ্ম ॥ দূর মোখপোড়া—মাটীতে রাখ—

[ঢোল নামায়—বাহিরে ঢোলের আওয়াজ শোনা যায়—সবাই উৎসুক হয়ে শোনে। নেপথ্য হইতে ঘোষণা শোনা যায়—]

ঘোষক ॥ তের হাজার সাতষট্টি ধারার উনআশী উপধারা বিধায় মহামান্য রাজাবাহাদুর চাষীগণকে এই মর্মে নির্দেশ দিতেছেন, যে মাঠের ধানকাটা বন্ধ। যুদ্ধের প্রয়োজনে মাঠের সমস্ত ধান রাজভাণ্ডারে যাইবে—চাষীগণ রাজ-নির্দ্ধারিত মূল্য পাইবে।

[আবার ঢোল বাজায়]

[চাষীগণ সম্মিলিত স্বরে—কি, কি হো'ল? কি হো'ল? বলতে বলতে প্রবেশ করে]

[ঘোষক পুনরায় ঘোষণা করে—আরও চাষী জড়ো হয়]

ভীম ॥ এ্যাঁ? ধান কাটা বন্ধ? আমার ধান আমি কাটতে পারবুনি?

মালেক ॥ একি মগের মুল্লুক নাকি?

[পুণ্ডরীকের প্রবেশ]

ভীম ॥ এই যে দাদাঠাকুর। কি হ'বে দাদাঠাকুর?

পুণ্ডরীক ॥ কি হ'বে দাদাঠাকুর? আমি বলে দেব কি হবে? তোর মাঠে তোর ধান, তোর সারাবছরের পরিশ্রম—তোর রোদে পোড়া, জলে

ভেজা, শীতে কাঁপা হাতের তৈরী ধানের ফুলে ভরে আছে মাঠ, হাতে তোর কাস্তে—আর আমি বলে দেব—কি হ'বে ?।।

ভীম ॥ কিন্তু ঢোল সহরৎ শোননি ?

পুণ্ডরীক ॥ শুনেছি। ঐ ঢোল সহরতের উত্তর তোদের কাস্তের ঐ ধারালো ফলার প্যাঁচে প্যাঁচে এখনই গর্জে উঠুক—এক ফোঁটা ধান, এক আঁটি খড় যেন মাঠে পড়ে না থাকে।

পদ্ম ॥ হোই বাপ, ধূলোয় আঁধার হয়ে আসতেছে আকাশটা! কত ঘোড়সোয়ার গো—এই দিকেই আসতেছে!

পুণ্ডরীক ॥ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি সব ? যে রাজা খেতে না দিয়ে পেটের ভাত কেড়ে নেয়—সে রাজা নয়—সে শয়তান—শয়তানের হুকুমের সত্যিকারের জবাব—(পিছন হইতে ছুটিয়া দুইজন সৈনিক প্রবেশ করিয়াই পুণ্ডরীকের হাত ধরে)

সৈনিক ॥ এই খবর্দার—

[পুণ্ডরীকের হাতে হাতকড়া পরায়]

পুণ্ডরীক ॥ আমার দু'টো হাতে ওরা হাতকড়া পরিয়েছে। তোদের হাজার হাজার হাতে পরাবার মত হাতকড়া ওদের নেই—তোরা ভুলিসনি—মাঠে পড়ে আছে ধান—(সৈনিক ওকে ধাক্কা দেয়) তোদের হাতের কাস্তের ফলার প্যাঁচে প্যাঁচে—জবাব দিস—তোরা জবাব দিস—

[ওকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। সবাই নীরব—কিছুক্ষণ পরে]

পদ্ম ॥ (চীৎকার করে)—চোখের সামনে দে' নোকটাকে টেনে নে' গেল—মরদ তোরা মরদ—

[চাষীগণ চঞ্চল হয়ে ওঠে—সৈনিক আবার ঢোকে]

সৈনিক ॥ এই খবর্দার, ভীড় হটাও, ভীড় হটাও—

[সৈনিক ওকে ধাক্কা দেয়]

পদ্ম ॥ না, সরবুনি, কি করবি—মারবি ? মার, এই বুক পেতে দিচ্ছি —মার—যত পারিস্ মার—

সৈনিক ॥ চোপরাও হারমজাদী—

[লাথি মারে—পদ্ম মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। রক্ত বেরোয়—সৈনিক সমবেত সকলকে মেরে যাবার সময় ঢোলটা ভেঙে দিয়ে যায়। ভীম, ভোলা দৌড়ে আসে]

ভীম ॥ বৌ—

ভোলা ॥ মা—

[ভীম বৌকে তুলে ধরে এগোয়]

পদ্ম ॥ (যেতে যেতে)—তোমরা পাইলে যেওনি, তোমরা পাইলে যেওনি। দাদাঠাকুরের কথা মনে রেখ—মাঠের ধান যেন একদানাও পড়ে না থাকে—

[ভোলা ভীড়ের ফাঁকে ঢোলটা তুলে নেয়]

ভোলা ॥ আমার ঢোলটা ভেঙে দিলে—আমার ঢোলটা ভেঙে দিলে—(কেঁদে ফেলে। মালেক ওকে ধ'রে ধ'রে নিয়ে যায়)

তৃতীয় দৃশ্য

[জম্বুদ্বীপের রাজ অন্তঃপুর। রাণী অরুন্ধতী ও সহচরী ইন্দিরা]

অরু ॥ ইন্দিরা, মরামানুষের গলা শুনেছিস্ কোনদিন ?-

ইন্দিরা ॥ ও বাবা, সে-ত' ভূত গো দিদিমণি।

অরু ॥ না—ভবিষ্যৎ।

ইন্দিরা ॥ এ্যাঁ ?

অরু ॥ মরা অতীত ভবিষ্যৎ হয়ে ফিরে আসে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—বুঝতে পারলিনি তো ? ও তুই বুঝবিনে।

ইন্দিরা ॥ কোথা থেকে বুঝবো দিদিমণি—তোমার মত পণ্ডিতের মেয়ে ত আমি নই !

অরু ॥ আঃ চুপ। খবর্দার ও নাম আমার সামনে মুখে আনবিনা। পণ্ডিতের মেয়ে আমি নই—আমার কেউ কোনদিন ছিলনা—সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পেছনের সমস্ত দিনগুলো জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। তবু মাঝে মাঝে কবরের ভেতর থেকে কারা যেন নড়ে ওঠে—মড়া কথা কয়।

ইন্দিরা ॥ দিদিমণি, ওসব কথা তুমি ভেবোনি।

অরু ॥ না···ভাবিনি, ভাববার মতন মন কোথায় ? তবু সেই মুখখানা কি রকম ফ্যাল ফ্যাল করে যেন চেয়ে থাকে। আর সেই গান, কার যেন গান ! আচ্ছা ইন্দিরা, তুই সমস্ত রাজধানী খুঁজে দেখেছিলি, সেই বুড়ো লোকটাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি ?

ইন্দিরা ॥ না গো দিদিমণি, আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করলুম···কেউ বলতে পারলে না। সবাই বললে···ঐ বুড়ো পাগল, মাঝে মাঝে আসে, গান গেয়ে ছুটে পালায়। কেউ তার ঠিকানা জানেনা।

অরু ॥ আর সে ?

ইন্দিরা ॥ পুণ্ডরীকের কথা বলছ ? সবাই বললে, সে নাকি ভয়ানক লোক···চাষীদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায়···

অরু ॥ কি করে বেড়ায়···সে কথা জিজ্ঞেস করিনি···তার ঠিকানা চাই।

[কথা বলিতে বলিতে সংগ্রাম সিংহ প্রবেশ করেন। সঙ্কুচিতা ইন্দিরার অভিবাদনান্তে প্রস্থান]

সংগ্রাম ॥ কেবা সেই ভাগ্যবান, যাঁর ঠিকানার লাগি
অধীরা সহধর্মিণী সংগ্রামসিংহের।

অরু ॥ যম!

সংগ্রাম ॥ দীর্ঘজীবি হ'ক যমরাজ।

অরু ॥ দীর্ঘস্থায়ী যমদণ্ড তাঁর।

সংগ্রাম ॥ অস্থায়ী নহেক দণ্ড এ মহারাজের।

অরু ॥ সে ধারণা বদ্ধমূল, অনেকর মনে।

সংগ্রাম ॥ বিমুক্তা কি মহারাণী সে ধারণা হ'তে?

অরু ॥ দ্বিধামুক্ত ধারণা আজ বিশ্বাসের পথে।

সংগ্রাম ॥ বিশ্বাস!

অরু ॥ হ্যাঁ, বিশ্বাস। লক্ষ লক্ষ উৎপীড়িতের
ক্রোধের আগুনে···ভস্মস্যাৎ হবে একদিন—
দণ্ডগর্বী শয়তানের দণ্ডের মহিমা।

সংগ্রাম ॥ আর সেই ভস্মীভূত শ্মশানের সীমান্তের পরে
মহারাণী বসিবেন নবপরিচয়ে, নবসিংহাসনে
আলোকিয়া বামপার্শ্ব···প্রতিভূ সেই উৎপীড়িতের
নাম যার-সর্বজনধন্য পুণ্ডরীক।

অরু ॥ স্তব্ধ হন্।
নিজ অধিকার সীমারেখা ত্যজি
অগ্রসর হ'য়েছেন বহুদূর, মহারাজ!

সংগ্রাম ॥ রাজাধিকারের সীমারেখা···
কি চিহ্নিত হবে আজ হ'তে
মহারাণী নির্দেশিত মানচিত্র পথে?

অরু ॥ নিশ্চয় ! শক্তিমদে উন্মাদ যবে দিগভ্রষ্ট হয়,
সীমারেখা বুঝাবার প্রয়োজন তারে,...হোক সে
মহারাজ মহাবলী কিংবা শয়তান স্বয়ং।

সংগ্রাম ॥ উত্তম, তবে আমার সীমারেখার এপার
হ'তে বলি, রাজার বিরুদ্ধে প্ররোচনা অপরাধে
রাজদ্রোহিতার ঘৃণ্য অভিযোগে বন্দী আজ
তোমার আজন্ম সখা, হৃদয়ের নিধি, পুণ্ডরীক !

অরু ॥ (শিহরিয়া) বন্দী ! পুণ্ডরীক...বন্দী !

সংগ্রাম ॥ হাঃ...হাঃ...হাঃ...

অরু ॥ মিথ্যা কথা।

সংগ্রাম ॥ হাঃ...হাঃ...হাঃ...আগামী কালের পুণ্য প্রভাতে
উপস্থিত থেকো নিজে রাজসভা মাঝে,
পুলকিত শিহরণে বাঞ্ছিত দর্শন-লাভে
ধন্য হবে অয়ি বিরহিণী, পূর্ব প্রণয়ী সাক্ষাতে।
অবশ্য দূরে, অপরাধী নির্দিষ্ট আসন হ'তে।

[অরুন্ধতী নির্বাক]

অপরাধীর বিচার রাজ-কর্তব্য আমার
যথারীতি সে বিচার অবশ্যই হবে, তবে
শাস্তি তার পূর্বাহ্নেই কল্পিত আমার...
জানো তুমি, কি ভীষণ সেই শাস্তির রূপ ?

[অরুন্ধতী জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকায়]

রাজধানীর উন্মুক্ত প্রান্তরে, প্রখর দিবায়
হস্তপদ বদ্ধ বন্দী হইবে নিক্ষিপ্ত
হিংস্র, ক্ষিপ্ত শত কুক্কুর সম্মুখে ;

[অরুন্ধতী সভয়ে শিহরিয়া ওঠে]

কুক্কুরের বিষাক্ত দংশনে যবে তার
সর্ব্বঅঙ্গ হ'তে ঝরিবে রুধিরস্রাব…
দরদর ধারে,…তখন অগ্নিদাহে তপ্ত করি
লৌহশলাকায় পৃষ্ঠদেশ বিদ্ধ হবে তার।

অরু ॥ উঃ না না না, পায়ে ধরি মহারাজ,
পরিহার করুন এ নিষ্ঠুর শাস্তির কল্পনা।

[সংগ্রাম সিংহের পা ধরেন]

সংগ্রাম ॥ (কিঞ্চিৎ পরে) পরিবর্তিত হ'তে পারে শাস্তির বিধান…
কিন্তু সর্ত তার আছে এক,…

[অরুন্ধতী উন্মুখ]

তুমি
নিজে রাজ সিংহাসনে বসি মহারাণীরূপে
ক্ষমিবে তাহারে, আর নির্দেশিবে
তারে ত্যাগ করিবারে মোর রাজ্যের সীমানা।

অরু ॥ (চমকিয়া উঠে দাঁড়ায়) নির্বাসন!

সংগ্রাম ॥ হ্যাঁ, অন্য কোন অপরাধী যদি দণ্ডিত হ'তো…
এই দণ্ডের ভারে, নির্বাসন নাম হ'তো তার,
কিন্তু রাজদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী পুণ্ডরীক পাশে…
এ শাস্তি ক্ষমার সামিল। কি সম্মতা মহারাণী?

অরু ॥ অসম্ভব!

সংগ্রাম ॥ তবে কালই প্রাতে প্রস্ফুটিত কুসুম চয়ন করি
সুবাসিত মালা একখানি গেঁথে রেখো
প্রাণবায়ুমুক্ত তব প্রাণেশের লাগি।

অরু ॥ (স্তম্ভিত) উঃ মানুষ কতো নিষ্ঠুর, শুধু ক্ষমতার ভারে।

সংগ্রাম ॥ না, মানুষ এতো কঠোর, শুধু কর্তব্যের তরে।

অরু ॥ দেশপ্রেমিকেরে হত্যা করা কর্তব্য রাজার!

সংগ্রাম ॥ (উচ্চহাস্যে) দেশপ্রেমিক! রাজার বিরুদ্ধে
উত্তেজিত করা শান্ত প্রজাগণে, এরই
নাম দেশপ্রেম?

অরু ॥ শান্ত দেশবাসীগণে প্রজা অধিকার-বোধে
সচেতন করা, তারই নাম দেশপ্রেম।

সংগ্রাম ॥ অধিকার বোধের দ্বন্দ্ব চিরন্তন মহারাণী,
সে অনধিকার চর্চা স্ত্রী কণ্ঠে না শোনাই ভালো,
শুনিবারে চাই শুধু একটীমাত্র বাণী ও-কণ্ঠের…
সর্তমতো শাস্তিদানে কি সম্মতা মহারাণী?

অরু ॥ বার বার ঐ সম্ভাষণে বাড়ে শুধু অপমান ভার।

সংগ্রাম ॥ তবে কোন সম্ভাষণে সম্মানিব মহারাণী? ও…
সে বুঝি ডাকিত সেই প্রিয় নামে? অরু!
তব পুণ্ডরীক, বন্দী পুণ্ডরীক, কাল প্রাতে
বিচার যাহার, দ্বিপ্রহরে রাজধানীর উন্মুক্ত প্রান্তরে
উন্মত্ত কুক্কুর দংশন, অপরাহ্নে ছিন্নভিন্ন
কবন্ধের পরে রুলম্বমানা প্রেয়সীর মালা…

অরু ॥ স্তব্ধ হ'ন স্তব্ধ হ'ন, মহারাজ…
সম্মতা এ হতভাগী সর্ত্তে আপনার।

[রক্ষীর প্রবেশ]

রক্ষী ॥ দুইজন বণিক সাক্ষাৎ প্রার্থী।

[সংগ্রাম সিংহ ইংগিত করলে রক্ষী চলে যায়···অরুন্ধতীও যায়···উদ্ধব শেঠ ও সৈন্ধব শেঠ প্রবেশ করে]

উদ্ধব ॥ অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে মহারাজের অবসর বিনোদনের বিঘ্ন ংপাদন করতে বাধ্য হয়েছি।

সৈন্ধব ॥ অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় আশাকরি মহারাজ ক্ষমা করবেন।

[সংগ্রাম সিংহ জিজ্ঞাসু নেত্রে চায়]

উদ্ধব ॥ আমাদের লৌহকর্মশালা তালাবন্ধ হ'ল আজ।

সংগ্রাম ॥ কারণ ?

সৈন্ধব ॥ কারণ অজানিত নয় মহারাজ!
বৎসর অধিক হ'ল···উপনিবেশ হ'তে
আসে নাই···লৌহ, পাট, অন্যান্য খনিজ···
কর্মশালার উৎপন্ন পণ্যে স্তূপীকৃত দেশ···
বিক্রয়ের নাহিক বাজার।

উদ্ধব ॥ উপনিবেশ হস্তচ্যুত একে একে সব।
ক্ষুদ্র উত্তরদ্বীপে অমীমাংসিত রণ,
যুদ্ধ বিনা কোথায় লাগিবে এই
রাশিকৃত পণ্যের সম্ভার ? বহুদিন
প্রতীক্ষিয়া ছিনু মোরা···রাজমুখপানে
বৃহত্তর যুদ্ধের আশায়···কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত রাজা
কর্তব্য নিরূপণে অক্ষম এখনও।

সৈন্ধব ॥ তাই পণ্যের পর পণ্য উৎপাদন করি
ক্ষতির অংকেরে বাড়াইতে রাজী নই মোরা।
কর্মশালা বন্ধ হ'ল আজি হতে।

সংগ্রাম ॥ কিন্তু শ্রমিক বিক্ষোভ! প্রতিরোধের কি উপায়?

উভয়ে ॥ আমরা নিরুপায়।

সৈন্ধব ॥ একমাত্র প্রতিকার যুদ্ধ মহারাজ।
উৎপাদিত অতিরিক্ত পণ্যের সম্ভার
লাগান যুদ্ধের কাজে···কর্ম্মচ্যুত
শ্রমিকেরে পরিণত করুন সৈনিকে···
উদ্বৃত্ত দেশের শস্যে সৈনিকের রসদ মেটান···
আজই আদেশ দিন পীতদ্বীপ অবরোধের···
ইহা ভিন্ন বাঁচিবার পথ নাহি আর।

সংগ্রাম ॥ রাজনীতি অভিজ্ঞতার শিক্ষা বণিকযুগল···
অহেতুক উপদেশ নিষ্প্রয়োজন তাহে।
আমি কি বুঝিনা ইহা···যুদ্ধ বিনা
গতি নাহি মোর? আমার সমস্ত কর্ম,
সর্ব্বরাজনীতি···একমাত্র লক্ষ্যস্থল তার···
সে সংগ্রাম। কিন্তু আজই এখনই
যুদ্ধ সুরু করা···শুধু হঠকারিতা নয়
বাতুলতা একেবারে। দেশে দেশে লোক আজ
সজাগ সতত। গত যুদ্ধের আগুনের আঁচে
এখনও দগ্ধপ্রায় অর্দ্ধ পৃথিবীর লোক···
এই প্রতিকূল পরিস্থিতি···নয়া
যুদ্ধ সুরুর বিপক্ষে এখনও।

উদ্ধব ॥ কিন্তু আমাদের অবস্থা? কর্মশালা বন্ধ
বেকার শ্রমিক, দেশে উদ্বৃত্ত পণ্যের ভার
বিক্রয়ের উপনিবেশ হস্তচ্যুত···

সৈন্ধব ॥ প্রতিকূল, অনুকূল নাহি বুঝি মোরা—
জম্বুদ্বীপ তথা মোদের বাঁচার তরে
যুদ্ধ প্রয়োজন—আজই এখনই—

[বাহিরে কোলাহল শোনা যায়—বেগে প্রধান অমাত্য প্রবেশ করেন]

প্রঃ অঃ ॥ ক্ষমা করবেন মহারাজ—রাজধানীর
কর্মশালা বন্ধ, কর্মচ্যুত শ্রমিকেরা
আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী—

সংগ্রাম ॥ কি চায় তারা ?

[নেপথ্যে—"আমাদের কাজ দাও, কাজ চাই"। বণিকদ্বয় রাজার পেছনে আশ্রয় নেয়]

(বণিকদ্বয়কে) হঠকারিতা—হঠকারিতা আপনাদের
হঠকারিতা। রক্ষী, শাস্ত্রী—তারা কি
মৃত সব ? কেন ছত্রভঙ্গ করে নাকো
উন্মাদ শ্রমিকদলে ?

প্রঃ অঃ ॥ আগুন নিয়ে খেলা বিপজ্জনক মহারাজ !
একে শ্রমিক, তায় কর্মচ্যুত—অতীব
বিক্ষুব্ধ তারা, অনর্থক হাঙ্গামা না করাই
ভালো—আপনি নিজে গিয়ে কিছু
বলুন তাদের, হয়ত শান্ত হবে তারা।

[রাজা দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে এগোন—পেছনে সকলে।
অরুন্ধতী ও ইন্দিরার পুনঃ প্রবেশ]

অরু ॥ ইন্দিরা—এই মুক্তোর মালাটা তোকে খুব সুন্দর মানাবে

অরু ॥ আচ্ছা তুই যদি ঠিক করে কাজটা করে দিতে পারিস্, তাহ'লে কালই—(নেপথ্যে কলরব) কিসের কোলাহল দেখত ইন্দিরা—

[ইন্দিরা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে]

ইন্দিরা ॥ ঐ যে সব মজুর ফটকের সামনে জড়ো হয়েছিল না—তারা বোধহয় ফিরে যাচ্ছে। দু'জন সেপাই এই দিকে আসছে দিদিমণি—তুমি এখান থেকে যাও—

অরু ॥ কিন্তু কাজের কথা ভুলিস্ নি।

ইন্দিরা ॥ না গো—না, তোমার কাজের ব্যবস্থা করার জন্যই এখানে দাঁড়াচ্ছি—তুমি চলে যাও—

অরু ॥ যাচ্ছি----কিন্তু আজ রাত্রেই----ভুল করলে সর্বনাশ হবে।

ইন্দিরা ॥ আঃ----ওরা এসে পড়ল।

[অরুন্ধতী চলে যায়----ইন্দিরা মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে একপাশে দাঁড়ায়। দুজন প্রহরী কথা বলতে বলতে প্রবেশ করে]

১ম প্র ॥ আমি একাই খেদিয়ে দিতুম। নেহাৎ সেনাপতির হুকুম ন পেলে ত আর কিছু করা ঠিক নয়!

২য় প্র ॥ মিছে কথা বলিস্ নি----মজুররা যখন হাঁক ছাড়ছি আমাদের কাজ দাও…তুই তখন দেউড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্ কা কাঁপছিলি…আমি দেখিনি?

১ম প্র ॥ আমি কাঁপছিলুম…আমার চৌদ্দপুরুষে কেউ কখনও কাঁ নি…জাত ক্ষত্রিয় আমরা…

২য় প্র ॥ তুই দেউড়ির আড়ালে দাঁড়াস্ নি?

১ম প্র ॥ দাঁড়িয়েছিলুম…কিন্তু কাঁপিনি।

২য় প্র ॥ তাহলে কি করছিলি ওখানে দাঁড়িয়ে?

১ম প্র ॥ কাপড়টা একটু সেঁটে নিচ্ছিলুম—

২য় প্র ॥ সেঁটে নিচ্ছিলে? নেহাৎ মহারাজ একটু নরম স্বরে বুঝিয়ে বলতে ঠাণ্ডা হয়ে ফিরে গেল সব—নাহ'লে ঐ কাপড় আর সাঁটতে হতো না, ঐখানে খুলে পালাতে হোত।

১ম প্র ॥ য্যাঃ—য্যাঃ—জাত ক্ষত্রিয় রণক্ষেত্রে প্রাণ দেয় কিন্তু পালায় না—এই—দেখ—

[হঠাৎ ইন্দিরাকে লক্ষ্য করে। ইন্দিরা ঘোমটার আড়াল থেকে হাতছানি দেয়]

১ম প্র ॥ আমাকে ডাকছ—

২য় প্র। তোকে নয় আমাকে—

১ম প্র ॥ আরে থাম্—ঐ মোষের মত চেহারার আবার শখ কত।

২য় প্র ॥ কি বললি—কি বললি তুই—একচড়ে তোমার জাত ক্ষত্রিয়ের বংশ লোপ করে ছেড়ে দেব।

১ম প্র ॥ আ—তুই চটছিস্ কেন—একবার জিজ্ঞেস করলেই ত ল্যাঠা চুকে যায়—আমাকে ডাকছো?

২য় প্র ॥ চুপ (ওর ঘাড় ধরে সরিয়ে) আমাকে ডাকছো?

১ম প্র ॥ ওরে বাবারে তুই এমন করে ধরেছিস্ মাইরী ঘাড়টা এখনও কন্‌কন্ করছে—একজন মেয়েছেলে বিপদে পড়ে ডাকছে তা এতে ঝগড়া মারামারির কি আছে—আয় না দু'জনে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করি—

দু'জনে ॥ আমাদের ডাকছো?

ইন্দিরা ॥ হ্যাঁ—তোমরা খুব বীর বুঝি?

১ম প্র ॥ আমি তো জাত ক্ষত্রিয়, এ ব্যাটা—(২য় ১মের পিঠে ঘুসি দেয়) ওরে বাবারে (ওর দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে) আমরা দু'জনেই খুব বীর।

ইন্দিরা ॥ আমি বীরপুরুষদের ভয়ানক ভালবাসি—তোমরা রাজ্যের সব জায়গায় যেতে পার ?

১ম প্র ॥ পারি না মানে ? বলতে গেলে আমি ত একাই রাজ্যটা চালাচ্ছি—(আবার পিঠে ঘুসি পড়ে) ওরে বাবারে—আমারা দু'জনেই।

ইন্দিরা ॥ আজ রাত্তিরে আমাকে একজায়গায় নিয়ে যেতে পারবে ?

১ম প্র ॥ রাত্তিরে—এঁ্যা—হ্যাঁ—কোথায় যেতে হবে সুন্দরী ?

ইন্দিরা ॥ কারাগারে।

১ম প্র ॥ কারাগারে ?—কেন ?

২য় প্র ॥ কেন সে খোঁজে তোর দরকার কি ? ও পারবে না সুন্দরী—ও ভীতু মানুষ—আমি নিয়ে যাব তোমায়—কারারক্ষী আমার আবার মেশোমশাই হয় কি না !

১ম প্র ॥ আমরা আবার দু'জনেই মাসতুত ভাই (পিঠে কিল পড়ে) ওরে বাবারে—

২য় প্র ॥ চল সুন্দরী তোমায় কারাগারে বেড়িয়ে নিয়ে আসি—

১ম প্র ॥ (ভয়ে ভয়ে) আমিও যাব ?

ইন্দিরা ॥ হ্যাঁ তুমিও চলো—না হ'লে একা আবার আমার ভীষণ ভয় করবে।

[প্রথম প্রহরী খুব খুসীমনে ওদের পেছনে যায়, দ্বিতীয় প্রহরী ক্রুদ্ধ চোখে ওর দিকে তাকায়—মধ্যে ইন্দিরা উভয়ের প্রতি কটাক্ষ হেনে এগোয়—]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ভীমের বাড়ী]

[একদল ছেলে একটি খাঁচায় ঘেঁটুফুল সাজিয়ে খাঁচার ভেতর একটি লণ্ঠন জ্বালিয়ে প্রবেশ করে—গাইতে গাইতে—নাচতে নাচতে। একপাশে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে ভোলা]

—গান—

ঘেঁটুরাজার বিয়ের লগন কনে পালালো
তোরা আয় দেখে যা লো।
ঘেঁটুরাজার চোখের জলে—
সোণা জলার বিল যে ঢলে
মনের দুঃখে রাজার টোপর
ধুলায় লুটালো।
তোমার কন্যা ফিরে দেব
দেশে দেশে দূত পাঠাবো—
চোখের জল মুছে ফেলে শংখ বাজালো
সারি সারি বউ ঝিয়ারী শংখ বাজালো।

১ম বাঃ ॥ কৈ গো খুড়ীমা—ঘেঁটু বিদেয় করো!

২য় বাঃ ॥ এই ভোলা—তোর মাকে চাল নেসতে বল।

ভোলা ॥ আমাদের ঘরে একদানাও চাল নেই।

২য় বাঃ ॥ আছে আছে—খুড়ীমাকে খুঁজে পেতে দিতে বল। আজ ঘেঁটুর দিন।

[পদ্ম প্রবেশ করে—কোঁচড় থেকে ছেলেদের চাল দেয়]

পদ্ম ॥ এই নে ক'টা চাল ছ্যালো—তোরা নে যা—সম্বচ্ছরে একটি দিন—তোদের মুখ কালো করে যেতে দিতে আমি পারবুনি।

[ছেলেরা হৈ হৈ করতে করতে চলে যায়]

ভোলা ॥ এবার আমরা খাব কি ?

পদ্ম ॥ চুপ—আজ ঘেঁটু সংক্রান্তি। তোর বাড়ীতে ঘেঁটু বিদেয় নিতে এসে শুধু হাতে ফিরে যাবে। তোর বাপের অকল্যাণ হবে যে বাবা।

ভোলা ॥ বাপ কখন ফিরবে হ্যাঁ-মা ?

পদ্ম ॥ জানি নি। সেই রাত থাত বেইরেছে—কোথায় নাকি কি কাজ পাবে সেই আশায়।

ভোলা ॥ আচ্ছা মা—রাজা যে আমাদের ধানগুলো কেড়ে নে গেল—অতগুলো ধান কি করবে ?

পদ্ম ॥ যমেরা গিলবে !

ভোলা ॥ এ্যাঁ !

পদ্ম ॥ ঐ যারা নড়াই করে তাদের খোরাক হবে—আমার ক্ষেতের ধান—। ভোলা—ঐ দেখ—স্যায় দেখা যায় আমাদের ক্ষেতটা নয়—কেমন যেন খাঁ খাঁ করছে—ফি বছরইত আমরা ধান কেটে নেসি—এমনতর খাঁ খাঁ করেনে কখনও।

ভোলা ॥ ওরা কি ধান কাটতে জানে নাকি ? দেখ্‌লি নি—কেমন দুমড়ে মুচ্‌ড়ে কেটে নে গেল! কত ধান নষ্ট করলে—আমার বাপের মতন ধান কাটতে হলে, এখনও তিনজন্ম ঘুরতে হবে হ্যাঁ—

পদ্ম ॥ (একদৃষ্টে ক্ষেতের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে) দাদাঠাকুর বলেছ্যালো—তোরা জবাব দিস্—কাস্তের প্যাঁচে প্যাঁচে জবাব দিস! জবাব দিতে আমরা পারনুনি।

[মালেকের প্রবেশ]

মালেক ॥ ভীমে আছিস্ নাকি রে? ভীমে—

পদ্ম ॥ না গো চাচা—সে কোথায় বেইরেছে কাজের চেষ্টায়, সেই ভোর থেঙে গেছে—এখনও ফিরলুনি।

মালেক ॥ ওঃ—আমি এই বলছিনু কি—চাড্ডি চাল হবে! তোর চাচীর বড় অসুখ—নোলা বেড়েছে—চারডি ভাত খেতে চাইছিল, তাই—

পদ্ম ॥ আমি কি বলবো—আমি কি বলবো চাচা—শেষ ক'টি চাল ছ্যালো—ঐ ঘেঁটুর দলকে দিয়ে দিনু—আর একদানাও নেই ঘরে।

মালেক ॥ ওঃ—তবে যাই।

পদ্ম ॥ চাচা—তুমি আমার বাড়ীতে চাল চাইতে এয়েছ—আমি তোমায় শুধু হাতে ফিইরে দিনু—তুমি মাপ করো চাচা—

মালেক ॥ দূর পাগলী বেটী, আমারই ভুল—কোথায় পাবি তোরা চাল —মাঠ শ্মশান করে কেটে নে গেল—চোখের সামনে দেখনু তো—তেবু ভাবনু দেখি যদি কিছু থাকে পড়ে ছিটে ফোঁটা।

পদ্ম ॥ ছিটে ফোঁটা যা ছ্যালো—নিঃশেষ করে খেনু এই তিনমাস ধরে, আর—য্যাখন কিছু নেই—ত্যাখন বেরুলো কাজের চেষ্টায়। বলে কি কাজ করব বৌ—হাল চালাতে জানি, কাস্তে ধরতে জানি—অপর কাজ ত শিখিনি কিছু—

মালেক ॥ সব শিখতে হবে—শয়তানের রাজত্বি যে, সব শিখতে হবে। ধানকাটা ছেড়ে মানুষ কাটা শিখতে হবে—কাস্তে শানানো ছেড়ে ছুরী শানানো শিখতে হবে—শয়তানের রাজত্বি যে! [প্রস্থান]

পদ্ম ॥ শয়তানের রাজত্বি যে! ঘেঁটু সংক্রান্তির দিনে ছেলেরা আহ্লাদে দু'টো খেতে চাইলে—তাদের তাইড়ে দেওয়া শিখতে হবে—দোরে দোরে জোড়হাত করে ভিক্ষে চাওয়া শিখতে হবে—তারপর রাস্তার ধারে তিলতিল করে মরে যাওয়া শিখতে হবে—শয়তানের রাজত্বি যে—

[ভীম প্রবেশ করে—সৈনিকের বেশ—]

ভীম ॥ বৌ।

পদ্ম ॥ কে? একি তোমার পোষাক?

ভীম ॥ সেপাইএর পোষাক। সেপাইএর দলে চাকরী নিনু।

পদ্ম ॥ তুমি?

ভোলা ॥ হাই বাপ! বাপ কি রকম সেজেছে।

ভীম ॥ কি রকম দেখাচ্ছে! আয় কাছে আয়—

ভোলা ॥ ভয় করে যে।

ভীম ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ—দূর বেটা।

ভোলা ॥ যে নোকটা নাথি মেরে আমার ঢোল ভেঙে দিলে—ঠিক তোমার নতুন পোষাক পরে ছ্যালো।

ভীম ॥ আর এই দেখছিস্ তরোয়াল?

পদ্ম ॥ ওগো, না—না—না—ঐ তরোয়ালে হাত দিও নি। ভয় করে।

ভীম ॥ হাঃ, হাঃ, হাঃ, ভয় কিসের রে?

পদ্ম ॥ তুমি যেন সে নয়, তুমি যেন বদলে গেছ। ঐ হাতে ষ্যাখন কাস্তে ধর, সকাল বেলাকার সোনালী রোদে চিক্‌চিক্ করে কাস্তের ফলা, কত সুন্দর তোমায় দেখায়! আর একী, ওগো না, না, না, খুলে ফেল তুমি ঐ পোষাক, টেনে ফেলে দাও ঐ তরোয়াল। আমার তাদের মুখগুলো মনে পড়ছে—যারা আমার ধান কেটে নে গেল।

ভীম ॥ ঐ ধান যারা কেটে নে গেল, তারাই আমায় এ পোষাক পইরে দিলে। সারাদিন ঘুরিছি কাজের চেষ্টায়, সমস্ত শহরে, কোথায় কাজ? লাভ নেই বলে মালিক কারখানা তালাবন্ধ করে দেছে। ফিরে আসছিনু ঘরের দিকে, মাথাটা ঘুরছে খিদেতে, বুকটা শুকিয়ে গেছে তেষ্টায়, পা দুটো টেনে আর চলতে পারছিনি বৌ। বসে পড়নু সেখানে—

সেখানেই বসেছিনু অনেকক্ষণ। ক্লান্ত দেহটা ঢলে পড়েছিল ঘুমে। হঠাৎ শুনি, অনেক নোক—গেরামের নোকের মতই চেহারা—হৈ হৈ করতে করতে চলেছে। জিগ্যেস করনু, কোথায় চলেছ গা? তারা বললে—কাজ খালি আছে।—কাজ—নাফিয়ে উঠনু—কোথায় কাজ—ছুটনু তাদের পেছনে। সেখানে গে শুনি—নড়াইয়ের সেপাইয়ের কাজ!—মাথাটা তখনও ঘুরতেছেল বৌ, মনে পড়লো—ভোলার শুক্‌নো মুখ, তোর পরণে একখানা ত্যানা নেই—রাজী হয়ে গেনু—

পদ্ম ॥ দাদাঠাকুরের কথা ভুলে গেলে?

ভীম ॥ ভুলিনি—সবকথা ছাপিয়ে শুধু পেটের কথাটাই মনে হল—পেটের জ্বালা বড় জ্বালা—

[গীতকণ্ঠে ঠাকুরমহাশয়ের প্রবেশ]

—গান—

ঐ টোপ গেঁথে ভাই ছিপ ফেলেছে
চার ফেলেছে পুকুরময়—
ওরে ও কানামাছ দেখনা চেয়ে
বঁড়শী গাঁথা টোপের গায়—
ওরা জাল পেতেছে—
সারাদেশের মানুষ ধরার—ওরা জাল পেতেছে
ঐ জালের টানে তুলবে মানুষ—
চালান দেবে কারখানায়—
ঐ মানুষ মারা কারখানায়—

[প্রস্থান]

পদ্ম ॥ শুনলে ঠাকুরমশায়ের গান?

ভীম ॥ হ্যাঁ?

পদ্ম ॥ বুঝলে ?

ভীম ॥ বুঝিছি—অনেকদিন বুঝিছি—কি করবো উপায় নেই—

পদ্ম ॥ উপায় নেই—উপায় নেই। যে রাজা তোমার মুখের গেরাস কেড়ে নে গেল—নিকোনো গোলায় আমার হাতে আঁকা আলপনা যার ঘোড়সোয়ারে তছনছ করে দে গেল—সেই রাজার হয়ে তুমি নড়াই করতে পারবে ?

ভীম ॥ তা আমি কি করবো বলে দে। জমিটুকুর ধান সোম-বছরের খোরাক নিঃশেষে কেটে নে গেল। চাষীর ছেলে—জমির কাজ ছাড়া আর কোনও কাজ জানিনি—তেবু সহরে গে দোরে দোরে ঘুরনু কাজের আশায়—। এই একটা চাকরীর দরজাই খোলা আছে—তাইতেই নাম নিখিয়ে এনু। তেবু তোরা দু' মুঠো খেতে ত পাবি—মাসে মাসে আমি ট্যাকা পাঠিয়ে দেব।

পদ্ম ॥ ট্যাকা—ট্যাকা—ট্যাকা—ট্যাকাটাই সব দুনিয়ায়, কোথায় কোন সাতসমুদ্দুর তেরনদীর পারে—তুমি ট্যাকার তরে পরাণটা দিতে যাবে—আর আমি রাক্কুসী সেই ট্যাকায় বসে মোচ্ছব করব ? ঐ ট্যাকা বাড়ীতে নয়—আমার নাম করে শ্মশানঘাটে পাঠিয়ে দিও।

[দ্রুতপদে বেরিয়ে যায়—বাহির থেকে ডাকতে ডাকতে চৌধুরীর প্রবেশ]

চৌধুরী ॥ ভীমে—ভীমে ফিরিছিস্ নাকি রে ? এই ত দে বাবা—আমার টাকা কটা চুকিয়ে দে—আজকে দেওয়ার কথা।

ভীম ॥ আজও ত জোগাড় করে উঠতে পারিনি চৌধুরী মশাই।

চৌধুরী ॥ এ্যাঁ !—বা—বা—বা—কি পোষাক পরিছিস্ রে ?

ভীম ॥ সেপাইয়ের পোষাক ! সেপাইয়ের দলে চাকরী নিনু !

চৌধুরী ॥ সেপাইয়ের দলে !—এ্যাঁ—বেশ করেছিস—বেশ করেছিস —সহরে গিছলি বুঝি—কি রকম হালচাল বুঝলি ?—বড়রকমের লড়াই তাহ'লে লাগলো ?

ভীম॥ অতশত আমরা ত বুঝিনি চৌধুরী মশাই। তবে শুনম্নু বড় রকমের নড়াই না নাগলে রাজা আর বাঁচবে নে।

চৌধুরী॥ ঠিক—ঠিক—শুনেছিস—লড়াই লাগতেই হবে।—এই মাথা বাজে কাজে ঘোরেনা বুঝলি—যেই বুঝিছি রাজাকে লড়াই লাগাতেই হবে—ব্যস সঙ্গে সঙ্গে হাজার মণ। খুব সাবধান—লোক জানাজানি না হয়।

ভীম॥ জানাজানি ত আপনি নিজেই করতেছ গো বাবু।

চৌধুরী॥ আমি!—পাগল হয়েছিস—তোকে বলেই বললুম—তুই লড়াইয়ে যাচ্ছিস কিনা! বাঃ—তোকে বেড়ে মানিয়েছে বাপু। যাই আমি একবার গিন্নিকে খবরটা দিয়ে আসি। মাগী কিছুতে বিশ্বাস করে না—যে, আবার লড়াই লাগবে। ঐ গুড় কিনেছি বলে রাতদিন জ্বালাচ্ছে। কিছু না—আসলে হিংসে বুঝলি—হিংসে—আমার ভাল হবে এটা সহ্য করতে পারছে না। যাই—বড্ড ভাল খবর দিলি রে ভীমে—আহা বেঁচে থাক—

[প্রস্থান]

ভোলা॥ সহর থেকে আমার জন্যে কি নেইলে হ্যাঁ বাবা?

[ভীম নিরুত্তর]

আমার ঢোলটাও ত ছাইয়ে দিলি নি।

[ভীম ভোলাকে জড়িয়ে ধরে। অনেকক্ষণ পরে আত্মসংবরণ করে বলে]

ভীম॥ দোব বাবা দোব। আগে ফিরি তারপর—(একটু পরে) ভোলা তোর মাকে ডাকত। আমার এখুনি যেতে হবে।

ভোলা॥ মা— [পদ্ম আসে]

পদ্ম॥ তুমি আজকের দিনটাও থেকে যেতে পারোনি?

ভীম॥ না বৌ, তারা ঠিকানা নে রেখেছে—না গেলে সেপাই দে' ধরে নে যাবে।

পদ্ম॥ আমার সোণার ক্ষেতের রাঙা ধান কেটে নে যাবে সেপাই

দে'—আমার ছেলের খেলার ঢোল ভেঙে দে যাবে সেপাই নাথি মেরে—আমার সোয়ামীকে জোর করে ধরে নে যাবে সেপাই দে—তেবু তেবু তুমি—না—না—না—তুমি যাও—

ভীম॥ বৌ.........(পদ্মর মুখ চেপে ধরে)

পদ্ম॥ না—তুমি এসো—

[ভীম ধীরে ধীরে এগোয়—ভোলা পথ আটকায়]

ভোলা॥ তুই কোথায় যাবি—হ্যাঁ বাবা ? [ভীমকে জড়িয়ে ধরে]

ভীম॥ অনেক দূর।

ভোলা॥ সেখানে ধান কাটা হয় ?

ভীম॥ না—সেখানে মানুষ কাটা হয়—(উদ্যত কান্না চেপে ভীম চলে যায়। ভোলা ফুঁপিয়ে কাঁদে)

পদ্ম॥ ভোলা—কাঁদিস্ নে—আমাদের কাঁদতে নেই।

ভোলা॥ বাপ আবার কবে ফিরবে হ্যাঁ মা ?

পদ্ম॥ এ্যাঁ—

ভোলা॥ আবার কবে ফিরবে বাপ—বল্‌না ?

পদ্ম॥ ও আর ফিরবে না রে ভোলা—ওরা আর ফেরে না !

ভোলা॥ মা—

পদ্ম॥ হিঁ—আমি জানি—গেল নড়াইয়ে পেটের দায়ে ও-গাঁয়ের গেরাম শুদ্ধু নোক নাম নেখালো নড়াইয়ে—তারা কেউ আর ফিরে আসেনে ভোলা—

ভোলা॥ মা—

পদ্ম॥ নড়াই, আগুনে বাণ, দাউ দাউ করে জ্বলে গেল ছোট ছোট কুঁড়েগুলো—গেরাম উজাড় হয়ে গেল মড়কে, রাস্তার দু'পাশ ভরে সারি সারি কংকাল—একটা ভাঙা বাটি হাতে—রাতের পর দিন—দিনের পর রাত—দাঁইড়ে সুর করে কান্না—মাগো একটু ফ্যান্—উঃ—

তোলা ॥ মা—

পদ্ম ॥ (হঠাৎ) না—না—দাদাঠকুর বলেছ্যালো—নড়াই হ'তে মোরা দেবনি—

ভোলা ॥ মা রাত হয়ে গেল—আলো জ্বালবিনি?—আজ রাত্তিরে ঘেঁটুপূজো—রাতভর পূজো হবে বারোয়ারী তলায়—সকাল বেলা পুরোণো হাঁড়িটা দমাস্ করে ফাটিয়ে দোব—পিদিমটা জ্বালা মা—

পদ্ম ॥ এ্যাঁ—(অন্যমনস্কভাবে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে দূরে)

ভোলা ॥ পিদিমটা জ্বালা—

পদ্ম ॥ হ্যাঁ জ্বালাই—

ভোলা ॥ আজ রাতভর আমরা পিদিম জ্বেলে বসে থাকবো হ্যাঁ মা; —তুই আমায় গপ্প বলবি, সেই ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গপ্প—

পদ্ম ॥ হ্যাঁরে ভোলা—রাতভর বসে থাকবো—সকালের আলো ফুটে উঠবে, তুই গরু দু'টোকে নে এগ্যে যাবি মাঠের পানে—তোর বাপ নাঙলটাকে কাঁধে নে—

ভোলা ॥ আঁচলটা আড়াল কর—পিদিমটা নিভে যাবে যে—

পদ্ম ॥ (আঁচলটা আড়াল করে)—এমনি করে আঁচল আড়াল দিয়ে আমার ছোট্ট পিদিমটাকে রাতভর ঢেকে রাখি ভোলা----তবু কেন ওরা বারবার ফুঁদে নিভ্যে দেয়, আমার এই ছোট্ট আলোটুকু কেন----কেন---- কেন ওরা নিভ্যে দেয়!

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কারাগার

[অধীপসিংহ পদচারণা করছেন]

অধীপ ॥ লৌহপিঞ্জরে ঢাকা রাজ কারাগার।
ক্ষুদ্র ঐ গবাক্ষের পারে—আছে ঐ
অনন্ত আকাশ—নিঃসীম নীলিমা।
দুনিয়ার আলো আর হাওয়া নির্মমতাভরে
করেছে খণ্ডিত উগ্র—রাজদর্পভার।
নিজ দুর্বলতা—অসহায় আত্মবিশ্বাসের
পরিপূর্ণ প্রকাশ—যেন মূর্ত এই সংকীর্ণ
প্রকোষ্ঠের মাঝে—হাসি পায়—
কারাগার? কার আগার? অপরাধীর,
না রাজ অবাঞ্ছিত সম্মানিত অতিথি জনের?

[দুইজন রক্ষী পুণ্ডরীককে ভেতরে ঠেলে দেয়]

অধীপ ॥ কে?

পুণ্ডরীক ॥ সম্ভবতঃ বন্ধু—রাজবন্দী;—আপনি?

অধীপ ॥ তাই। আপনার অপরাধ?

পুণ্ডরীক ॥ দেশকে ভালবেসেছিলুম। আপনার?

অধীপ ॥ বিদেশকে ভালবেসেছিলুম। বুঝলেন না? আসলে আমাদের দু'জনের একই অপরাধ। আপনি ভালবেসেছেন দেশকে—এ দেশের মানুষকে। আমি দেশ পেরিয়ে গিয়েছিলাম—দেখেছি—বিদেশকে—দেখেছি বিদেশের

মানুষকে—একই তাদের দুঃখ—একই দারিদ্র্য—তাই তদের ভাল না বেসে পারিনি। তাদের খুন করতে হাত কেঁপেছিল।

পুণ্ডরীক ॥ আপনি কি সৈনিক ছিলেন?

অধীপ ॥ হ্যাঁ—সৈন্যাধ্যক্ষ। তবে—'এ জম্বুদ্বীপ—অপরাধী ছোটবড় নাহিক বিচার'—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

পুণ্ডরীক ॥ আপনার কি আজীবন কারাদণ্ড?

অধীপ ॥ জানিনা। জানার হুকুম নেই।

পুণ্ডরীক ॥ শুনলাম আমার কাল প্রভাতেই বিচার হবে—শেষ বিচার!

অধীপ ॥ মন কেমন করছে?

পুণ্ডরীক ॥ হ্যাঁ—করছে। আজ এই মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে সমস্ত জীবনটাকে একনজরে দেখে নিচ্ছি—কত চেনা মুখ—কত আসা যাওয়া; সবাইকে ছাপিয়ে একখানা মুখ। আপমি কোনোদিন কাউকে ভালবেসেছেন?

অধীপ ॥ না—আমরা পুরুষানুক্রমে সৈনিক। আমাদের একমাত্র প্রেম তরবারির সঙ্গে। দেহটা আমাদের বর্ম দিয়ে ঢাকার অভ্যাস করতে হয় ছেলেবেলা থেকে—আর মনটাও ঢেকে যায় নিজের থেকেই।

পুণ্ডরীক ॥ তাহ'লে আপনি দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ—এত কঠিন হৃদয়েও মানুষকে ভালবাসলেন!

অধীপ ॥ হ্যাঁ—সেই কথাই ভাবছিলাম এতক্ষণ। আসলে স্নেহ প্রেম, মমতা—সব মানুষের মধ্যেই থাকে—ক্ষমতা, অর্থ, লোভ, সেগুলোর ওপর পাথর চাপা দেয়। এখান থেকে যদি কোনোদিন ছাড়া পাই—

পুণ্ডরীক ॥ কি করবেন?

অধীপ ॥ সমস্ত মানুষকে চিৎকার করে এই কথাটা জানিয়ে দেব—পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এক। তারা একই ক্ষুধায় কাতর—একই দারিদ্র্যে পিষ্ট।

পুণ্ডরীক ॥ আর সেই সঙ্গে জানিয়ে দেবেন—পৃথিবীতে এমন দেশ

আছে—যে দেশে এই ক্ষুধা নেই, দারিদ্র্য নেই, হাহাকার নেই,—আর সে দেশ তৈরী করেছে—সেই দেশেরই মানুষ—

অধীপ ॥ সত্যি আছে সে দেশ?

পুণ্ডরীক ॥ জানেন না?

অধীপ ॥ শুনেছি—কিন্তু প্রাণভরে বিশ্বাস করতে পারিনা।

পুণ্ডরীক ॥ চোখ ভরে দেখেন নি যে। দেখতে ওরা দেবে না—চোখে আমাদের ঠুলি পরিয়েছে, কান বন্ধ করে দিয়েছে ছিপি দিয়ে। কিন্তু ধর্মের ডাক আপনি বাজছে—ক'জনের চোখকে ওরা বন্ধ করবে?

অধীপ ॥ আচ্ছা—ঐ রকম এক দেশ—আমরা তৈরী করতে পারি না?

পুণ্ডরীক ॥ পারবে? বন্ধু—আজ এই জীবনের মোহনায় দাঁড়িয়ে তুমি আমায় কথা দাও আমার অসমাপ্ত কাজের বোঝা তুমি মাথায় তুলে নেবে—যদি এখান থেকে ছাড়া পাও—বল কথা দাও—

অধীপ ॥ আমি একা?

পুণ্ডরীক ॥ একা নয়—হাজার আছে, লাখ আছে—সবাইকে মিলিয়ে প্রেমিক তুমি···তুমি ভালবেসেছ বিদেশের মানুষকে···তাদের তুমি মারতে চাওনি···। তোমার দেশের মানুষকে···তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দাও···তাদের লড়াই আর আমার দেশের লড়াইকে এক করে দাও···পারবে তুমি?

অধীপ ॥ তোমার মুখ কি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পুণ্ডরীক ॥ আলো পেয়েছি যে। মৃত্যু কিছু নয় ভাই—যদি দেখি আমার পেছনে তারা আসছে,—হাজারে হাজারে, লাখে লাখে—যারা ঐ পাপের সিংহাসনকে টেনে ধুলোয় নামিয়ে—ধুলোর মানুষকে ওপরে উঠিয়ে আনবে। সেদিন ঘরে ঘরে উঠবে আনন্দের কলরোল—মুখে মুখে জাগবে আনন্দের অট্টহাসি।

অধীপ ॥ আমি পারবো। আমি পারবো!

পুণ্ডরীক॥ আঃ—আমার সমস্ত মন ভরে গেল—আমার আর একটুও দুঃখ নেই—আমার আর একটুও…শুধু একজনের সঙ্গে যদি একটিবার দেখা হ'তো!

অধীপ॥ কে সে?

পুণ্ডরীক॥ ঐ চাঁদটা দেখছো—ঐ চাঁদের মত ছিল তার মুখখানা। এক কুৎসিৎ রাহু তাকে গিলে ফেললে,—রাহু ত গিলে থাকতে পারে না—তার গলা যে কাটা—বেরিয়ে সে আসবেই—তাই—না?

অধীপ॥ বন্ধু!

পুণ্ডরীক॥ উঁ—

অধীপ॥ আমাকে সব কথা খুলে বলবে?

পুণ্ডরীক॥ চাঁদকে রাহুতে গিললেও—চাঁদ ত' চাঁদই থাকে—তাই না?

অধীপ॥ বন্ধু?

[প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী॥ রাত্রে কারাগারে কথা কওয়া নিষেধ, এই আজ্ঞা অমান্য করেছেন বলে—আপনাকে অপর কক্ষে যেতে হবে। (পুণ্ডরীককে টানে)

পুণ্ডরীক॥ আমাদের মুখের কথাও ওরা কেড়ে নিতে চায়। বন্ধু ওরা জানে না—আমাদের কথা মুখ পেরিয়ে মনে পৌঁছে গেছে—বিদায় বন্ধু—অনেক কর্তব্যের ভার তোমার ওপর দিয়ে গেলাম। মৃত্যুতীর্থ পথযাত্রী বন্ধুর শেষ মর্যাদা তুমি রেখো।

অধীপ॥ বন্ধু তোমার নাম?

পুণ্ডরীক॥ পুণ্ডরীক—

[রক্ষী ওকে টেনে নিয়ে যায়]

[অধীপসিংহ একপাশে সরে যায়। দু'জন প্রহরী আগে ও পরে ঢোকে, মধ্যে ইন্দিরা।]

ইন্দিরা ॥ (ওদের দিকে চেয়ে)—আমি এই ঘরে একটু থাকবো—তোমরা যাও।

১ম প্র ॥ (পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে) এ্যাঁ যাবো?

২য় প্র ॥ যাবো মানে? তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে না?

ইন্দিরা ॥ কিচ্ছু দরকার নেই, আমি একা বেশ যেতে পারবো, তোমরা এসো।

২য় ॥ এ্যাঁ আসবো? মানে আবার আসবো?

ইন্দিরা ॥ না গো না, একেবারে এসো।

১ম ॥ তা হ'লে আমরা বাইরে দাঁড়াই, তোমার আর কতক্ষণই বা দেরী হবে!

ইন্দিরা ॥ বলছি চলে যাও, দাঁড়াতে হবে না, তবু সেই এককথা? ফের ও রকম করলে আমি চীৎকার করবো বলছি—মেয়েছেলের পিছু নিয়েছে।

[চীৎকারে অধীপসিংহ এগিয়ে আসে]

অধীপ ॥ কি ব্যাপার?

ইন্দিরা ॥ এই দেখো না, সেই থেকে দু'টোতে যেন এঁটুলির মত লেগে রয়েছে!

১ম ॥ এই ত্যাখো—ত্যাখো···কি মেয়েছেলেরে বাবা!

২য় ॥ গেছো মেয়েমানুষ···তোকে ঐ জন্যে আগে বলেছিলাম।

[কিল মারে]

১ম ॥ উরে বাবারে শুধু শুধু মারিস নি মাইরি···হ্যাঁ···

২য় ॥ মারের এখন কি হয়েছে, চলো তুমি দেউড়ী ঘরে, মেয়েমানুষ দেখলে আর জ্ঞান থাকে না!

[১মকে মারতে থাকে, সে পরিত্রাহি চীৎকার করতে থাকে, এই ভাবে ওরা বেরিয়ে যায়]

অধীপ ॥ এসব কি? তুমি কে, এই রাত্রে কারাগারে কি উদ্দেশ্যে?

ইন্দিরা॥ হায়, হায়…যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। তোমার জন্যেই এতদূরে আসা। বাবা, কি হুজ্জুতি। একে জিজ্ঞেস করি ত ও উত্তর দেয়। ওকে জিজ্ঞেস করি ত সে উত্তর দেয়। এত করে ঘরের সন্ধান মিললো, ঘরে ঢুকে এই কাণ্ড!

অধীপ॥ কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি?

ইন্দিরা॥ ব্যাপার শুভ, অন্য সময় হলে বক্‌শিশ চাইতুম…তা এখানে তোমার আছেই বা কি, আর চাইবই বা কোন মুখে! তা যাকগে যাক, সময় ফিরলে ইন্দিরাকে মনে রেখো। (লুকোনো পাঞ্জাটা বার করে) এই নাও রাজার নামলেখা পাঞ্জা, এখনি কেটে পড়ো দিদিমণি বলে দিলে।

অধীপ দিদিমণি কে?

ইন্দিরা॥ আবার ন্যাকামী আছে, দিদিমণি কে? রাণী দিদিমণি গো…রাণী দিদিমণি, বলে দিলে রাত থাকতে থাকতে কেটে পড়ো, এই পাঞ্জা দেখালে সব জায়গায় ছেড়ে দেবে।

অধীপ॥ তুমি কি আমার সঙ্গে রহস্য করছো?

ইন্দিরা॥ নাও, রাত দুপুরে আমি ওর সঙ্গে মস্করা করতে এলুম। ওগো আমি রাণীর সহচরী ইন্দিরা। আমার হাসি মস্করা করবার লোকের এখনও এত অভাব হয় নি যে ঘুম ভেঙে এই হাজতে আসতে হবে। যা বললুম করো তাড়াতাড়ি, আমি চললুম। ঘুমে চোখ দু'টো জড়িয়ে আসছে …বাবা…বাবা… [হাই তুলতে তুলতে বেরিয়ে যায়]

অধীপ॥ একি অদ্ভুত ব্যাপার! রাণী আমায় পাঞ্জা পাঠাবে কেন? কিন্তু ভাববারও ত আর সময় নেই! একী অপূর্ব সুযোগ, বন্ধু, পুণ্ডরীক, তোমার অসমাপ্ত কাজ শেষ করবার সুযোগ আমি পেয়েছি। কথা আমি রাখবই…কথা আমি রাখবই। (ছুটে বেরিয়ে যায়)

তৃতীয় দৃশ্য

[রাজসভা···ইন্দিরা ও অরুন্ধতী]

অরু ॥ এখনই সভা সুরু হবে। ইন্দিরা তুই পাঞ্জাটা ঠিক দিয়েছিস ···তো ?

ইন্দিরা ॥ কিচ্ছু জিগ্যেস কোরো নি দিদিমণি, বাব্বাঃ···সে কি পর্ব ···বলতে গেলে সে এখন সাতকাণ্ড মহাভারত হয়ে যাবে।

অরু ॥ ইতিহাস শুনতে আমি চাইনা, পুণ্ডরীক পাঞ্জাটা পেয়েছে কি না ?

ইন্দিরা ॥ তা আমি কি সেখানে খেলা করতে গিয়েছিলুম ?

অরু ॥ কিছু বললে না সে ?

ইন্দিরা ॥ কি আবার বলবে ? আমিই বরং বললুম···তাড়াতাড়ি চলে যাও···বেশী দেরী কোরো নি।

অরু ॥ তুই ঠিক জানিস···সে কারাগার থেকে বেরিয়ে গেছে ?

ইন্দিরা ॥ তা আমি কি এতক্ষণ মিথ্যে কথা বলছি ? কংকন না হয় নাই দিলে···তা অত জেরার দরকারটা কি ?

অরু ॥ কংকন ?···তুচ্ছ কংকন ইন্দিরা···তোকে আমি সব দিয়ে দিতে পারি এই মুহূর্তে···তোর ঐ দেহ আমি সোনায় মুড়ে দিতে পারি। তুই কি করেছিস্···তুই জানিস্ না ইন্দিরা···তুই জানিস্ না···কিছু দিয়ে তার প্রতিদান দেওয়া যায় না। আমি ঋণী···চিরঋণী ইন্দিরা, তোর কাছে চিরদিন আমায় ঋণী হয়েই থাকতে দে ;···তুই যা ইন্দিরা, সভার সময় হ'ল।

[ইন্দিরা অবাক হয়ে বেরিয়ে যায়]

পুণ্ডরীক···যেদিন নতুন করে লেখা হবে জম্বুদ্বীপের ইতিহাস···যেদিন তার

পাতায় পাতায় সোনার অক্ষরে জ্বল জ্বল করবে তোমার নাম—যেদিন কোটী কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হবে তোমার অক্ষয় কীর্তিগাথা—সেদিন কি সে ইতিহাসের ন্যূনতম কোণে, উৎসববিহ্বল জনতার মনের ক্ষীণতম মণিকোঠায় জাগবে এ হতভাগিনীর নাম—যে একদিন তার প্রদীপের স্বল্প আলোক তুলে ধরেছিল তোমার যাত্রাপথের এক অন্ধ বাঁকে—থাক অলিখিত সে ইতিহাস—অপরিচিতই থাক পৃথিবীর মাঝে—থাক্ সে একান্ত আমার অন্তরের ধন, চিররাত্রি চিরদিন—

[সংগ্রাম সিংহের প্রবেশ]

সংগ্রাম ॥ মহারাণীর জয় হোক।

অরু ॥ মহারাণীর জয় যে মহারাজের পরাজয়।

সংগ্রাম ॥ সেই পরাজিতের শাস্তিটুকু বারবার মাগি মহারাণী,
হৃদয়ের কারাগারে তিলেকের স্থান।

অরু ॥ শুধু তিলেকের তরে? জীবনসঙ্গিনী করে
বৃন্ত হ'তে ছিঁড়ে আনা অখ্যাত কুসুম
সেত' তিলেকের নহে মহারাজ
সমস্ত জীবনভরে সে তো তব
উপভোগের অক্ষত আধার।

সংগ্রাম ॥ নর্মসংগিনী নহে শুধু, মর্মসহচরী
রূপে চেয়েছিনু তারে।

অরু ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ...মর্মসহচরী! হাসি পায়
মহারাজ, তব মর্মের ক্রন্দন...ঐ বর্মের
জিঞ্জীর ঝঞ্জনায়...সরমে নোয়ায় শির।
মর্ম তার তরে, মরমের ধর্ম
যেবা বোঝে।

সংগ্রাম ॥ জানি...সেই তব মর্মের ধর্মধ্বজাধারী

শৃংখলিত আজ এই বর্মের ভ্রূকুটিতলে।
শেষ বিচারের দিন আজ, জম্বুদ্বীপ ইতিহাসে
অবিস্মরণীয় দিন···রাণীর বিচার
উদ্‌গ্রীব উন্মুখ জনতা বাহিরেতে প্রতীক্ষায়
আশাকরি···মহারাণী বিস্মৃতা প্রতিশ্রুতি তার ?

অরু ॥ না, অরুন্ধতী, সত্যনিষ্ঠ পণ্ডিতের মেয়ে।

সংগ্রাম ॥ সাধু···এই সত্যনিষ্ঠা তোমার
অমর হইয়া রবে ইতিহাস জুড়ে
শাস্তিভার তপ্ত বন্দীর কপোলে
এই সত্যনিষ্ঠাগাথা দিয়ে যাবে
শীতল প্রলেপ···শৃংখলিত হাতে তার
এই সত্যনিষ্ঠার কাহিনী এনে দেবে
প্রেয়সীর উত্তপ্ত পরশ···

অরু ॥ আর শৃংখলিত বন্দী যদি
সংবরে সে উত্তপ্ত পরশের লোভ ?

সংগ্রাম ॥ অর্থাৎ ?

অরু ॥ অর্থ কিছু নাহি মহারাজ
অর্থ নাহি হয় এর।
জগতের যত শব্দ আছে
সব অর্থ সংযোজিত করে
অভিধান লেখা শেষ হয় নাই আজও।
পালকের অর্থে সত্য বিহঙ্গ পিঞ্জর
বিহঙ্গের অর্থে সত্য মুক্ত পক্ষ তার
এই দুই সত্যে মেলে নাকো
কোন দেশে কোন কালে

অথচ পরিহাস এই
সত্যনিষ্ঠ দু'জনেই।

সংগ্রাম ॥ সেই বন্দী বিহঙ্গেরে নিজ হাতে
মুক্ত করে দাও বিহঙ্গিনী
অব্যাহতি পাক নিজ পিঞ্জর তাহার।

অরু ॥ যে আদেশ মহারাজ—পুনঃ কহি
সত্যনিষ্ঠ আমি—

[বাহিরে কাড়ানাকাড়ার শব্দ]

সংগ্রাম ॥ সভার সময় হ'ল—
বিশেষ সভার আয়োজন আজ।
মহারাজ, মহারাণী
বন্দীর প্রহরী ছাড়া কেহ
থাকিবেনা এই রাজসভা মাঝে।
আছে ত স্মরণ শাস্তির নির্দেশ?
নচেৎ—

অরু ॥ নচেতের নাহি প্রয়োজন
চেতনায় অধিগত সমস্ত ঘটনা।

সংগ্রাম ॥ উত্তম—তবে তুমি অন্তরালে
কর অবস্থান, সময় হইলে পুনঃ
আসিবে হেথায়।

অরু ॥ (ঈষৎ হেসে)—সময় হবে কি কভু এ জীবনে আর?

সংগ্রাম ॥ হেঁয়ালী নয় স্পষ্ট করে বলো
অরুন্ধতী, কিবা অভিপ্রায় তব?

অরু ॥ অভিপ্রায়? না মহারাজ আজ নয়।
অভিপ্রায়? সে যে মোর অন্তরের ধন।

মোর অভিপ্রায় সুপ্ত আজ
কোটী কোটী নিপীড়িত ব্যথা ভরা বুকে
সে সুপ্তি টুটিবে তারই আরক্ত সংকেত আজ
দিগন্তের প্রান্তে প্রান্তে ; অভিপ্রায় মোর ?
উত্তরের দিন যদি আসে মহারাজ—দিব সে উত্তর—
আজ নয়—কবে ? জানি না সে কবে !

[অরুন্ধতীর প্রস্থান। বন্দী অবস্থায় প্রহরীসহ পুণ্ডরীকের প্রবেশ]

সংগ্রাম ॥ বন্ধন খুলে দাও। (প্রহরী বন্ধন খুলে দেয়)
পুণ্ডরীক, তোমার অপরাধ
আশাকরি জানো।

পুণ্ডরীক ॥ রাজার বিধানে যারে অপরাধ কয়
সে অপরাধ পুণ্ডরীক করে যাবে—
জীবনের শেষ নিশ্বাসেও।

সংগ্রাম ॥ তাই সে নিশ্বাস যাতে সত্বর নির্গত হয়
তারই আয়োজনে আজ রাণীর বিচার !

পুণ্ডরীক ॥ রাণীর বিচার ?

সংগ্রাম ॥ হ্যাঁ, মহারাণীই আজ বিচারকর্ত্রী,
জম্বুদ্বীপ ইতিহাসে নূতন অধ্যায় ;
মহারাণী অরুন্ধতী চান, নিজ হাতে
শাস্তি দিতে—এই সব বালসুলভ চাপল্য
আর ক্ষণিকের উন্মাদনা নেশা।

পুণ্ডরীক। স্তব্ধ হ'ন মহারাজ, মহারাণী কিবা চান
আর নাহি চান সে সংবাদে বিন্দুমাত্র

প্রয়োজন নাহি মোর, আমি চাই বিচারের
এ প্রহসন শেষ হ'ক অবিলম্বে—

সংগ্রাম ॥ শেষ ? এই ত সুরু সবে
হতভাগ্য, অজ্ঞ, মূর্খ, কৃষকের দলে
উত্তেজিত করা রাজার বিপক্ষে
আপাতঃ মধুর—কিন্তু পরিণাম
তার এমনই ভীষণ।

পুণ্ডরীক ॥ ধন্যবাদ—তা'হলে বালসুলভ চাপল্যেও
চাঞ্চল্য জাগে—গভীর মহারাজ সমুদ্রে।

সংগ্রাম ॥ হ্যাঁ, জাগে চাঞ্চল্য ক্ষণিকের তরে
তবে সমুদ্র তার স্বমহিম তরঙ্গলীলায়
মুহূর্তে ভাসায় সে শৈশব বিলাস।—
যাক্ নিরর্থক তর্কের অবকাশ তব সাথে
যথেষ্ট নাহিক মোর—তুমি রাজদ্রোহী,
তুমি শান্তিভঙ্গকারী—জম্বুদ্বীপ রাজার বিধানে
শাস্তি তব মৃত্যু—করুণ নিষ্ঠুর মৃত্যু—
তবু শুধু তব পূর্বপ্রেয়সীর একান্ত প্রার্থনায়
বিচারের আয়োজন আজ। তিনি চান
নিজ হস্তে ক্ষমিতে তোমায়।
পূর্ব প্রণয়-বীণায় ভৈরবী সুরের রেশ
ক্ষীণ, তবু বাজে কিছু আজও।

পুণ্ডরীক ॥ মহারাজ, জম্বুদ্বীপ রাজার বিধানে
দেশপ্রেম অপরাধের অবধারিত যে
মৃত্যুর বিধান, সেই সম্মানিত
সেই আকাংখিত মৃত্যুর মর্যাদাটুকু

পেতে চাই আমি॥ অহেতুক
কোন নাম—কোন ইতিহাস—
একান্ত যা নিজস্ব আমার॥
আমার ধমনী আর রক্তের পরতে পরতে
যে লক্ষকোটী কণিকার বীজ—তারা
তব প্রজা নয়॥ একা কেন—সহস্র রাজার
কোন অধিকার নাহি সেথা
সে রাজ্যের রাজা আমি।

সংগ্রাম॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ…প্রণয় ভঙ্গের মনস্তাপ
এমনই নিষ্ঠুর…অরুন্ধতী তাই বলে—

পুণ্ডরীক॥ অরুন্ধতী কিবা বলে…সে কথা
মহারাজ কণ্ঠে শুনিবারে নাহি চাই আমি।
রাহুর কালিমা মুকুরে চন্দ্রেরে চিনিতে
সাধ নাহি মহারাজ, সে প্রকাশ
তার নিজ মহিমাচ্ছটায়!

সংগ্রাম॥ সে মহিমাচ্ছটা একবার স্বচক্ষে
হেরিয়া যাও…

পুণ্ডরীক॥ মহারাজ…এটা রাজসভা—
বন্দী আমি…শাস্তি প্রতীক্ষায়—
সম্পর্ক সহজ সরল উভয়ের মাঝে।
সারা জম্বুদ্বীপমাঝে ব্যর্থ ক্রোধে কেঁদে মরে
অন্ধ মানবতা, সেই ক্রোধের বারুদ
একে একে সঞ্চিত হয়ে একদিন জ্বালাবে আগুন…
প্রচণ্ড আগুন। পুড়ে যাবে স্বর্ণ সিংহাসন
ধ্বসে যাবে মাণিক্য খচিত হর্ম্য আর সুরম্য প্রাসাদ!

আমি ছিনু অংশভাগ তার। দুর্ভাগ্য আমার
সে আগুন জ্বলার আগেই—যে আগুনে
জম্বুদ্বীপ চিনে নেবে ভবিষ্যৎ তার,
সে আগুন দেখার আগেই সরে গেনু আমি।
দিন শাস্তি মহারাজ, অবিলম্বে দিন সে আদেশ
মুহূর্তে লুটায়ে যাক্ ছিন্ন শির, এই দেহ হ'তে।
তারপর, সেই গাঢ় রক্ত কণিকার স্রোতে
জন্ম নেবে লক্ষ পুণ্ডরীক—দিকে দিগন্তরে—
ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে অসমাপ্ত দীপক রাগিণী।
আনুন কুঠার, দিন শাস্তি—বিলম্ব সহেনা মহারাজ।

সংগ্রাম॥ শাস্তি দেবে অরুন্ধতী—মহারাণী।

পুণ্ডরীক॥ মহারাজ, বারবার শেষবার কহি
ঐ ফাঁদে প্রতারিত হয়নাকো পুণ্ডরীক
লুণ্ঠিতা সীতার অশ্রু একদিন
দগ্ধশেষ করেছিল কণক লংকায়।
তাই আজ নতুন রাবণ কণ্ঠে
শুনি যবে আস্ফালন বারবার
নিপীড়িতা সীতার নামেতে—
হাসি পায় মহারাজ, করুণায়
ভ'রে ওঠে বুক, অরুন্ধতী, সে মোর
অপরিচিতা নহে মহারাজ, বহু পূর্ব—
পরিচিতা মোর, তাহারে চিনেছি আমি
হৃদয়ে চক্ষু দিয়ে প্রতি পলে পলে—

সংগ্রাম॥ তাই সেই বহুপূর্ব পরিচিতারে

চিনে যাও নবসজ্জা আভরণে—

(ইঙ্গিতে) মহারাণী—

[প্রহরীর প্রস্থান]

[অরুন্ধতী প্রবেশ করে—পুণ্ডরীককে দেখিয়া চমকাইয়া ওঠে]

অরু ॥ পুণ্ডরীক…… !!

সংগ্রাম ॥ (এগিয়ে এসে)—এসো-এসো-মহারাণী,

তব মধুকণ্ঠ নিঃসৃত

শাস্তির আদেশ তরে, প্রতীক্ষিয়া এই

বিদ্রোহী তরুণ…বস সিংহাসনে।

[অরুন্ধতী পুতুলের মত বসে]

শাস্তির নির্দেশ দাও…

[অরুন্ধতী কিছু বলিতে পারে না]

প্রহরী তপ্ততৈল-কটাহ প্রস্তুতের

আদেশ দাও…

[অরুন্ধতী শিহরিয়া ওঠে]

কি নির্দেশ মহারাণী, এ শাস্তি পছন্দ নয় ?

[অরুন্ধতী সংগ্রাম সিংহের চোখের দিকে চায়, সে চোখে পৈশাচিক উল্লাস]

প্রহরী…

অরু ॥ (মুখস্থ বলিয়া যায়)…আমার রাজ্যের সীমা পার

হয়ে চলে যাও তুমি…

শাস্তি তব নির্বাসন…

পুণ্ডরীক ॥ অরু—!

সংগ্রাম ॥ হাঁ—হাঁ—অরু মরে গেছে বহুদিন—

এ মহারাণী—আশাকরি—
চিনেছ তাহারে—নবসজ্জা আভরণে।

পুণ্ডরীক ॥ অরু মরে গেছে বহুদিন—
অরু মরে গেছে বহুদিন—
তাই বুঝি ঠিক—তাই বুঝি ঠিক—
বিষাক্ত শবের গন্ধে—তাই আজ
বদ্ধ জলাভূমি।—প্রেতিনীর অট্টহাসি
ঘিরে ওড়ে শকুনের দল।
অরু মরে গেছে বহুদিন—
অরু মরে গেছে বহুদিন—
তুমি তবে কে? ঐ সিংহাসন
কলংকিয়া, অরুর প্রেতাত্মা
রাহুগ্রস্ত চাঁদ—কেন আজও
সম্মুখে আমার?

সংগ্রাম ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ—
[ইংগিত করে—প্রহরী পুণ্ডরীককে নিয়ে চলে যায়—রাজা হাসিতে হাসিতে এগোয়]

অরু ॥ (ধীরে ধীরে ওঠে)—পুণ্ডরীক যদি জানতে
কত ঘৃণ্য অভিনয়—
যদি জানতে শুধু ঐ অমূল্য প্রাণের ভিক্ষায়
এই কলংকিত গণিকার বৃত্তি আপনায়।
এই মুকুট—এই মালা—যারে আমি
নিত্য পায়ে দলি—সেই বিষাক্ত সজ্জায়
আপনারে আপনি আবরি আমি অরুন্ধতী
নিজ হস্তে তোমারেই দিনু নির্বাসন।

শুধু ঐ প্রাণটুকু ভিক্ষা চেয়েছিনু,
তার বিনিময়ে তোমার আজন্ম অরু
মরে গেল আজ। ঘৃণা কর্নো, ভুলে যেও—
কোন ক্ষোভ নেই—শুধু বেঁচে থেকো—
পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে—
সেই হবে একমাত্র সান্ত্বনা আমার।
[ক্রন্দমানা অবস্থায় বেরিয়ে যায়, উদ্বিগ্ন অবস্থায় প্রধান অমাত্য ও সেনাপতির প্রবেশ]

প্রঃ অঃ॥ মহারাজ কোথায়? মহারাজ—

[সংগ্রামসিংহের পুনঃ প্রবেশ]

সংগ্রাম॥ কি সংবাদ?

সেনা॥ গতরাত্রে কারাগার হ'তে বন্দী সৈন্যাধ্যক্ষ অধীপসিংহ নিরুদ্দেশ।

সংগ্রাম॥ অধীপসিংহ নিরুদ্দেশ!—কারাগার হ'তে অধীপসিংহ নিরুদ্দেশ —আমি কি শুনছি ঠিক?—মহারাজ সংগ্রাম সিংহের কারাগার হ'তে আসামী পলাতক! আর কর্মভার ন্যস্ত সেনাপতি অমাত্যের দল শুধু সেই সংবাদ বিবর্ণিয়া—করিতেছে তাহাদের দায়িত্ব স্খালন!

প্রঃ অঃ॥ সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যময় মহারাজ।
কারাগারে রক্ষী সান্ত্রী বলে—
রাজার পাঞ্জা নাকি দেখিয়াছে তারা
বন্দীর নিজ হস্তে, তাই
তারে ছাড়িয়াছে বিনা দ্বিধাভরে।

সংগ্রাম॥ কৈফিয়তের নাহি প্রয়োজন;—
বন্দীরে ফেরৎ চাই কারাগার মাঝে
এই আদেশ আমার—অন্যথায়

ভারপ্রাপ্ত সকলেই বাধ্য হবে
করিতে পূরণ—অধীপের শূন্যস্থান।

সেনা ॥ অন্বেষণে ত্রুটী নাহি মহারাজ—সমস্ত রাজধানী
সারা দেশময়—ত্বরিত অন্বেষণের আদেশ—
দানিয়াছি আমি—

সংগ্রাম ॥ কোন কথা শুনিবারে নাহি চাই—
ঘৃণিত বন্দীরে শুধু দেখিবারে চাই
পূর্বস্থানে—
[বাহিরে বহুকণ্ঠের কোলাহল, বেগে গুপ্তচরের প্রবেশ]

গুপ্তচর ॥ সমস্ত রাজধানী বিক্ষুব্ধ মহারাজ
কর্মচ্যুত শ্রমিকেরদল—মিছিল করিয়া
ঘুরিতেছে প্রান্তে প্রান্তে— [প্রস্থান]

সংগ্রাম ॥ অমাত্যদেব—এখনই নির্দেশ দিন
কর্মচ্যুত সমস্ত শ্রমিকদল—
কাজ পাবে সৈনিকবিভাগে।

প্রঃ অঃ ॥ সৈনিকের বৃত্তি নিতে রাজী নয় তারা—

সংগ্রাম ॥ 'রাজী নয় তারা'—আমার রাজত্বে
প্রজা রাজী নয়—এই কথা শুনিনু প্রথম।
এই দণ্ডে, এই মর্মে করুন প্রচার—
কর্মচ্যুত সমস্ত শ্রমিকদল বাধ্য সৈনিকের
কার্যে যোগদানে ;—নতুবা—অবাধ্য প্রজারে—
কেমনে মানাতে হয়—রাজার আদেশ—
রাজা জানে ভাল করে তাহা— [প্রস্থান]

প্রঃ অঃ ॥ সেনাপতি—চাকরী কত দিন আর ?

সেনা ॥ এ্যাঁ ?

প্রঃ অঃ ॥ ইতিহাস পড়েছ ? ভূগোল ?

সেনা ॥ কিছু কিছু—

প্রঃ অঃ ॥ শুধু মিলিয়ে যাও—ভূগোলে বলে পৃথিবী গোল, আর ইতিহাস আবর্তিত হয় সেই চাকার দাগে দাগে—তাই ইতিহাস ভরে দেখি এক একবার তারা আসে—তাদের পোষাক ভিন্ন—কিন্তু কথা একই—কথা কয়—নাচে, চীৎকার করে—তারপর কোথায় মিলিয়ে যায় ! আমরা যেন মহাকাল—এঁ্যা—শুধু দেখে যাচ্ছি—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[দুইজনেরই হাসিতে হাসিতে প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[ভীমের বাড়ী—পদ্ম উঠান ঝাঁট দিতে দিতে প্রবেশ করে। একটু দূরে একজন লোককে লক্ষ্য করে এগিয়ে যায়]

পদ্ম ॥ তোমরা শহর থেঙে আসছো ? হ্যাঁ গা শুনছো—

লোকটি ॥ হিঁ গো—কি বলছো—

পদ্ম ॥ না, তাই জিগ্যেস করছিনু, তোমরা সহর থেঙে আসছো—আমাদের ওকে—ভোলার বাপকে দেখনি—?

লোকটি ॥ ভোলার বাপ ? বলে নিজের বাপের ঠিক ঠিকানা নেই—আবার ভোলার বাপ— (প্রস্থানোদ্যত)

পদ্ম ॥ না গো, সে সেপাইয়ের দলে নাম নিকিয়েছে—লম্বাপানা চেহারা—চেননি তাকে—?

লোকটি ॥ না বাছা আমি চিনিনি—আমার কাজ আছে—আমি চনু—

পদ্ম ॥ কিন্তু সে যে বলেছ্যালো ট্যাকা পাঠাবে—খবর পাঠাবে—

লোকটি ॥ তা আমি কি তোমার ভোলার বাপের বরকন্দাজ ? পঞ্চাশবার বলছি তোমার ভোলার বাপকে তুমি চেন—আমি চিনিনি। আর

শহর—তোমার উজুলপুরের হাট নয়—যে নম্বাপানা দেখেই নোক ঠাহর রবে। জালাতন! সেপাই ছেলো ত—টেঁসে গেছে এত দিনে। যা খুন রাপী চলছে— [প্রস্থান]

পদ্ম॥ এঁ্যা—কি বললে? না—না—না, ভোলা—ভোলারে কোথায় গলি—(দৌড়ে ভোলা ঢোকে। এককাঁধে ভাঙা ঢোল—আর এক কাঁধে টলি) ভোলা—(ওকে জড়িয়ে ধরে)—কোথায় থাকিস্ সারাদিন। আমার কটুও ভাল নাগেনে…

ভোলা॥ চাল নেইনু মা…

পদ্ম॥ চাল? কোত্থেঙে নেইলি?

ভোলা॥ ঢোলটা ভাঙা কিনা…ভাল বাজোন…তেবু পিটিয়ে সেই গান গাইনু…'ক্ষেতের পাকা ধানে পরাণ জুড়াকনা'…অনেক চাল পেয়েছি মা।

পদ্ম॥ তুই ভিক্ষে করলি ভোলা?

ভোলা॥ না…মা…ওরা দিলে, বাবুদের বাড়ীতে দাঁড়াতেই দিলে… আমি চাইনি…

পদ্ম॥ ফেলে দে বলছি ঐ চাল…

ভোলা॥ সত্যি বলছি…আমি চাইনি।

পদ্ম॥ যা…যা, আমার চোখের সামনে থেঙে চলে যা, আমি দেখতে চাইনে তোকে ঐ ভিখিরীর থলে হাতে।

ভোলা॥ আমার কি, ফেলে দেব। আমার ত খিদে পায়নে?…আমার ত উপোষ করে থাক্‌লে কোন কষ্ট হয়নে?…আমার কি…

[গলাটা কান্নায় ভারী হ'য়ে আসে]

পদ্ম॥ (ছুটে এসে ওকে ধরে)…ভোলা বাপ আমার, বড্ড খিদে পেয়েছে না…দে আমায় দে…ঐ চাল রেঁধে দোব। তুই চাষীর ছেলে, আমি তোর মা…তোর ভিক্ষে করা চালের ভাত আমি তোকে বেড়ে দেব! সব্বাইকে চীৎকার করে যদি একবার কথাটা জানাতে পারতুম…

[মালেক প্রবেশ করে, সে আরও বৃদ্ধ হয়েছে…লাঠি ধরে আসে]

মালেক ॥ ভোলার মা…এই চাবিটা রেখে দিস্ ত বাছা…আবার যদি …কোনদিন ফিরি ত ঘর খুলবো।

পদ্ম ॥ কোথায় যাচ্ছো চাচা ?

মালেক ॥ তা ত জানিনি মা…খোদার রাজ্যে দেখি দু'মুঠো যদি কোথাও পাই,…সারা গেরাম খালি হয়ে গেল ভোলার মা,…আকাল…তার উপর মড়ক।…তোর চাচীকে রেখে এনু কাল…

পদ্ম ॥ কোথায় চাচা ?

মালেক ॥ নীচে…মাটির নীচে ?

পদ্ম ॥ এ্যাঁ…চাচী গেল ?

মালেক ॥ হ্যাঁ এগোলো, পেছনে সব যাবে…সব যাবে…

পদ্ম ॥ সারা দেশ জুড়ে হাহাকার…মাঠ শূন্য করে ফসল কটা কেটে নে গেল…তেবু এর কোন পিতিকার নেই ?

মালেক ॥ পিতিকার ? বুকের ওপর দে' ঘোড়সোয়ার চাইলে দেবে না !

পদ্ম ॥ ওই মুখ বুজে সব অত্যাচার সয়ে যাই বলেই…ওরা ঘোড়সোয়ার চাইলে দেয়…দাদাঠাকুর বলেছ্যালো তোরা জবাব দিস্…জবাব দিতে আমরা পারনুনি…

মালেক ॥ আজ যদি দাদাঠাকুর বাইরে থাকত…পিতিকার একটা হো'ত।

['ভোলা…ভোলা'…বলে ডাকতে ডাকতে উৎকন্ঠিত ম্যাথর প্রবেশ করে…]

ম্যাথর ॥ যাক্ তোমরা তাহ'লে আছো এখনও ? গেরামে ঢুকে ত দেখি ঘর ঘর তালা বন্ধ।

মালেক ॥ ভিটে কামড়ে পড়ে থাকলে ত পেট শুনবে না গো…তাই পেটের ধাক্কায় যে যেমন পারছে চলে যাচ্ছে----

ম্যাথর ॥ হ্যাঁ----সবাই মনে কত্তেছে সহরে মধু বসানো আছে। সেখানেও খট্-খট্-লবডংকা…এই শহর থেঙে ফেরৎ আসছি…

[পদ্ম ঘোমটা টেনে এগিয়ে আসে]

পদ্ম ॥ তুমি শহর থেঙে আসছো? আমাদের ওকে…ভোলার বাপকে দেখোনি?

ম্যাথর ॥ হাঃ…কোথায় ভোলার বাপ আর কোথায় আমি…তাকে কি আর শহরে বস্তে রেখেছে…এতদিনে পাচার করে দেছে সেই নড়াইয়ের মাঠে। আর সে কি হুলুস্থুল নেগেছে শহরে…জানো চাচা, মজুরদের কাজ নেই সব বেকার, রাজার নোক বলতেছে সেপাইয়ের দলে নাম নেকাও, চাকরী পাবে। আর মজুররা বলতেছে "ও মানুষ খুনের কাজে আমরা নি।"

মালেক ॥ মজুররা বলতেছে এই সব কথা! রাজার মুখের ওপর? বা-বা-বা… [উল্লসিত হ'য়ে চিৎকার করে]

ম্যাথর ॥ হিঁ গো, তবে আর বলছি কি?

পদ্ম ॥ ঠিক দাদা ঠাকুর?

ম্যাথর ॥ কোথায়?

পদ্ম ॥ না, কোথাও নয়…তোমার ওই কথাগুলো শুনে, মনে পড়লো… দাদাঠাকুর ঠিক ওই কথাগুলোই বলত। দাদাঠাকুরকে একা পেয়ে ধরে নে গেল। ওরা অতগুলো নোক বলতেছে—ক'জনকে ধরবে?

ম্যাথর ॥ হ্যাঁ ধরপাকড় হচ্ছে খুব। এরাও রোজ মিছিল করে বেড়ায় …ওরাও রোজ বাণ মারে----সে এক হুলুস্থুল ব্যাপার----

[দ্রুতপদে চৌধুরীর প্রবেশ]

চৌধুরী ॥ হুলুস্থুল ব্যাপার----হুলুস্থুল ব্যাপার----এই যে ম্যাথরা----খুব ----খু-ব----গরীব ব্রাহ্মণকে খুব ঠকালি----ধর্ম বলে একটা জিনিস আছে----পরকাল বলে একটা পদার্থ আছে----

ম্যাথর ॥ কি হোলো গো বাবু?

চৌধুরী ॥ কি হ'ল গো বাবু? ন্যাকা…এখুনি লড়াই লাগবে বলে হাজার মণ গুড় আমায় গস্ত করালি…ন্যাকা চৈতন্য…এখন এই যে গুড় পচতে স্থরু করেছে…তার খেসারৎ কে দেবে?

ম্যাথর ॥ এই দেখ, আমি তোমায় গুড় কিনতে বন্নু…না তুমিই আমায় তালা বাইনে দিতে বললে নড়াই নাগবে বলে…এখন নড়াইত' শিকেয় উঠলো…উল্টে আমায় চোখ রাঙাচ্ছো…

চৌধুরী ॥ এই জন্যেই তোদের ছোটলোক বলে! কি গো মালেক, তোমরা ত সবাই সেখানে ছিলে;…এই যে…ভোলার মা,---বেশ----বেশ----টাকা ক'টা আজ দিচ্ছি…কাল দিচ্ছি, করে সে ব্যাটা ত কেটে পড়লো----তোমরা ত দিব্যি খোস-মেজাজে আছ। বলি ধারটা কি শোধ করতে হবে না কি----?

পদ্ম ॥ সময় যদি কোন দিন আসে…তোমার ধার মোরা শোধ করে দেব…চৌধুরী মশাই—

চৌধুরী ॥ সময় আসে মানে—সময় আসে মানেটা কি? আমার কি মুফ্‌তের টাকা নাকি?

পদ্ম ॥ মুফ্‌তের ট্যাকা কেন হবে চৌধুরীমশাই—হক্কের ট্যাকা তোমার! মুফ্‌তের গতর আমাদের—সোমবচ্ছর খেটেও যাদের ধার শোধ হয় নে।

চৌধুরী ॥ ও সব বাত্‌ অনেক শুনেছি। লক্ষ্মী মেয়ের মত ভালোয় ভালোয় টাকা কটা দিয়ে দিবি, বুঝলি----

পদ্ম ॥ বলছি ত দোব----কটা ট্যাকার তরে সে নোকটা মানুষ খুনের চাকরী নেছে, দু'টো ভাতের তরে ভোলা আজ আমার পরের দোরে ভিক্ষে করেছে,----আর তোমার ধার শোধের তরে আমি না হয় নিজেকে বিক্রি করব---- (কেঁদে ফেলে)

চৌধুরী ॥ দুর্গা শ্রীহরি, তোদের ছোটলোকদের আজকাল বড্ড বাড় বেড়েছে বুঝলি----বড্ড বাড় বেড়েছে। পরের দোরে ভিক্ষে করছে,----কেন আমি কি মরে গেছি? না----আমার দোরে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা করছিল?

ওরে ঐ ভোলা—আয়—আয়—চাড্ডি চাল নিয়ে আসবি আয়—যত সব নচ্ছার কাণ্ড! (ওদের দিকে)—হাঁ করে দেখছ কি? চলো, চাড্ডি চাড্ডি চাল নিয়ে আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে চলো; কিন্তু খবরদার, গিন্নি যেন জানতে না পারে—তাহ'লে আস্ত পুঁতে ফেলবে—চ' চ' সব—

[পদ্ম বাদে সকলের প্রস্থান। পদ্ম আবার ঝাড়ু দিতে শুরু করে।
প্রবেশ করে পুণ্ডরীক, হতাশ, উদ্দাস]

পদ্ম ॥ দাদাঠাকুর! তোমায় ছেড়ে দেছে দাদাঠাকুর?

পুণ্ডরীক ॥ হাঁ—জন্মের মত ছেড়ে দিয়েছে।

পদ্ম ॥ এঁ্যা—

পুণ্ডরীক ॥ নির্বাসন। এদেশ ছেড়ে—আমার জন্মভূমি ছেড়ে আমার প্রাণাধিক প্রিয় তোদের ছেড়ে চলে যেতে হবে দূর দেশান্তরে—এই আদেশ—

পদ্ম ॥ কার আদেশ?

পুণ্ডরীক ॥ মহারাণীর—

পদ্ম ॥ অরুদিদির—!

পুণ্ডরীক ॥ উ—হুঁ—"অরু মরে গেছে বহুদিন"—এ মহারাণী—জম্বুদ্বীপের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্ত্রী।

পদ্ম ॥ কিচ্ছু বুঝতে পারছিনি দাদাঠাকুর, পষ্ট করে বলো।

পুণ্ডরীক ॥ এর চেয়ে স্পষ্ট আর কি হবে পদ্ম। মহারাণী অরুন্ধতী—দেশদ্রোহীতার অপরাধে আমাকে দিয়েছেন নির্বাসন দণ্ড—সেই দণ্ড মাথায় বয়ে চলে যাব সুদূর দেশান্তরে।—যাবার আগে একবার অনুমতি নিয়ে শেষবারের মত দেখে যাচ্ছি তোদের—চোখভরে বিদায় নিয়ে যাচ্ছি—আমার স্বদেশের কাছ থেকে।

পদ্ম ॥ রাণী হুকুম দিলে তোমাকে দেশ ছেড়ে চলে যাবার—আর তুমি দেশ ছেড়ে চলে যাবে? দেশটা কি রাণীর একলার। (পুণ্ডরীক নিরুত্তর)

চুপ করে থেকনি দাদাঠাকুর—তুমিই আমাদের শিখ্যেছ···রাজার আইন যদি অন্যায় হয়—সেই অন্যায় মানাটাই পাপ। তুমিই আমাদের শিখ্যেছ দেশটা আমাদের সকলার, একা রাজার নয়—তুমিই আমাদের শিখ্যেছ রাজার হুকুম মাথা নীচু করে মেনে নেওয়ার দিন চলে গেছে—আর সেই তুমি, রাজার হুকুমে তোমার জন্মভূমি ছেড়ে চলে যাবে দাদাঠাকুর ?

পুণ্ডরীক ॥ রাজার হুকুমে হয় ত যেতাম না পদ্ম—কিন্তু এ রাণীর হুকুম। যে আমার বাল্যের সহচরী, যৌবনের স্বপ্ন—যাকে ঘিরে আমায় সমস্ত উদ্যম, সমস্ত কামনা, সমস্ত কর্মশক্তি—এ তারই হুকুম। একচক্ষু হরিণের গল্প জানিস পদ্ম—বেচারা স্বপ্নেও ভাবেনি তীরটা নদীর দিক থেকে আসবে—তাই এলো—

পদ্ম ॥ মুখ্যু মেয়ে মানুষ দাদাঠাকুর, অতভারী কথা বুঝিনি। তবে এইটুকু বুঝি—যে রাজার সিংহাসনে বসে হুকুম চালায় সে তোমার কেউ নয়—সে রাজারই রাণী। সেই রাণীর অন্যায় হুকুম মাথা পেতে মেনে নেওয়াটাই পাপ। আর সেই পাপ করছ তুমি দাদাঠাকুর—যার মুখের দিকে চেয়ে বসে আছি আমরা সবাই।

পুণ্ডরীক ॥ হয়ত' তাই পদ্ম, আমি জানি কেউ আমার ব্যথা বুঝবেনা, চলি পদ্ম।

পদ্ম ॥ সত্যিই তুমি চলে যাবে দাদাঠাকুর? দেশভরা হাহাকার, ঘরে ঘরে মড়ক, দোরে দোরে তালাবন্ধ—পেটের জ্বালায় যে যার চলে যাচ্ছে দেশছেড়ে—এমন সময় তুমি তাদের মধ্যে ফিরে এসেও একবার ডেকে বলবেনে তাদের—কেমন করে তারা বাঁচবে? একবার চেয়েও দেখবেনে তাদের দিকে ?

পুণ্ডরীক ॥ চোখের সামনে সব আলো যখন নিভে যায় পদ্ম—জীবনের লক্ষ্যটা হারিয়ে যায়।

পদ্ম ॥ (তীব্রদৃষ্টিতে পুণ্ডরীকের দিকে তাকায়) ও—তাই। তোমার

জীবনের লক্ষ্য ছেল অরুদিদি। তুমি ভালবাসনি এ দেশকে—এ দেশের মাটিকে—এ দেশের মানুষকে। ঐ অরুদিদির তরে তুমি রাজার সাথে লড়াই করেছেলে—ঐ অরুদিদির তরে আমাদের শিখ্যেছেলে রাজার আইন না মানতে। সারাদেশের মানুষের ভালবাসার চেয়ে তোমার কাছে বড় হ'ল অরুদিদির ভালবাসা—তবে তুমি মিথ্যুক—তুমি আমাদের ঠক্যেছিলে—

পুণ্ডরীক ॥ পদ্ম !

পদ্ম ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুমি চলে যাও দেশছেড়ে। মাড়িওনি দেশের-মাটী এ জীবনে। যাও—চলে—যাও—

[গীতকণ্ঠে ঠাকুর মহাশয়ের প্রবেশ]

—গান—

ঠাকুর ॥ মানুষের ভগবান জাগছে
মানুষের ভগবান জাগছে
দিকে দিকে আর্তের হাহাকার
শিশুহারা, স্বামীহারা, অনাথার।
শ্মশানের চিতাধূমে, মরণের কালঘুমে
শপথ রাঙানো মন শেষবার
অভিশাপ হানছে
মানুষের ভগবান জাগছে।
ঐ শোন, ঐ শোন, শোন ঐ
কোটী কোটী কণ্ঠের মাভৈঃ
যুগান্ত নিদ্রিত দিগন্তকে
রাঙাইল আজ কোন কালান্তকে।

নিশান্তে দিকে দিকে আজ তাই
মরা দধিচীর ঘুম ভাঙছে
মানুষের ভগবান জাগছে।

ঠাকুর॥ জড়ো হচ্ছে, সব জড়ো হচ্ছে, দলে দলে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে।

পদ্ম॥ কি ঠাকুরমশাই ?

ঠাকুর॥ মানুষ! পাপের ভরায় পূর্ণ বসুন্ধরা। তাই বাসুকীর ফণা তুলছে, মানুষের ভগবান জাগছে। সব জড়ো হয়েছে, গাঁয়ের সব কিষাণ আর শহরের সব মজুর। সবাই মিলে ঘিরবো রাজধানী। তুমি পুণ্ডরীক! তুমি এখানে! চলো সামনে এসো, আজকের দিনে তুমি এত পেছনে!

[পুণ্ডরীক নিরুত্তর]

পদ্ম॥ দাদাঠাকুর যাবেনে ঠাকুরমশাই, আমরা যাবো। আমরা গাঁয়ের যত কিষাণ, ছেলেমেয়ে বুড়ো সব যাব, দাদাঠাকুর যদি পিছিয়ে যায় আমরা এগ্যে যাব। (পুণ্ডরীকের দিকে চেয়ে) শুধু তোমার মনই জ্বলতেছে দাদাঠাকুর? আমার সোয়ামী আজ তিনমাস হ'ল চলে গেছে সেপাইয়ের দলে, কোন খবর নি তার। আমার ভোলা আজ দু'টী চালের তরে পরের বাড়ী ঢোল বাজিয়ে ভিক্ষে করে এয়েছে, তেবু আমি ভেঙে পড়িনি দাদাঠাকুর। তোমার কাছ থেগেই যে শিখেছিনু নিজের দুঃখুকে সবাইয়ের দুঃখের সাথে মিলিয়ে না দিলে কোন পিতিকার নেই আজ। তুমি সেকথা ভুলতে পার দাদাঠাকুর, কিন্তু আমরা ভুলিনি!

[পুণ্ডরীক ছুটে গিয়ে ওর হাতটা চেপে ধরে]

পুণ্ডরীক॥ পদ্ম। আমায় ক্ষমা কর পদ্ম! আমি ভুল করেছিলাম আমি পাপী। আমি যাবো তোদের পেছনে।

পদ্ম॥ (উল্লসিত হয়ে) তাহ'লে এগ্যে চল দাদাঠাকুর।

পুণ্ডরীক ॥ না, মনের সমস্ত অহংকার আমার চূর্ণ হয়ে গেছে। আগে ভাবতাম সবাইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই আমার কাজ। আজ দেখছি সবাই এগিয়ে গেছে আর আমি এত পেছনে যে তাদের নাগাল পাচ্ছি না। তোরা এগিয়ে যা।

ঠাকুর ॥ ঐ ত সবাই এসে গেছে।

[নেপথ্যে গান "আমরা সবাই মিলি এই মিছিলে"]

পদ্ম ॥ ভোলা, ভোলা ফিরলুনি এখনও।

[ভোলা দৌড়ে প্রবেশ করে]

ভোলা ॥ মা, মিছিলে যাব।

পদ্ম ॥ আমিও যাব।

[অনেকগুলি লোক গীতকণ্ঠে প্রবেশ করে]

সকলে ॥ আমরা সবাই মিলি এই মিছিলে
আমরা যারা কাস্তে সানাই, লাঙল চালাই
সবাই মিলি এই মিছিলে।

ঠাকুর ॥ দুনিয়া জোড়া রাজ্যজয়ের স্বপ্নে পাগল ঐ রাজায়
মানুষ খুনের কসাই-খানায় ইমারৎ আজ জোর বানায়
মানুষ হয়ে পশুর মত মানুষ যারা মারবোনা
তারাই মিলি এই মিছিলে।

পদ্ম ॥ যার মাঠে মাঠে সোনার স্বপন পুড়ে হ'ল ছাই
যার পেটের আগুন চোখের জলে আজও নেভে নাই
যার দুঃশাসনের খুনে বেণী বাঁধার শপথ ভাই।
যার মুখের ভাষা হারিয়ে গেছে
মরা জিভে বোল ফোটে না।

ভোলা ॥ যার প্রাণের হাসি ফুরিয়ে গেছে
ভাঙা ঢোলে বোল ওঠে না।

ঠাকুর ॥ সামনে তাদের নতুন দিনের সূর্যরাঙা ঐ আকাশ
দেশবিদেশের দুঃখ জয়ের বার্তা পাঠায় এই বাতাস।
শপথ রঙে রাঙিয়ে নে মন আয় ছুটে আয়
আয় ছুটে আয় এই মিছিলে।
আমরা সবাই মিলি এই মিছিলে।

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রাজপ্রাসাদ। অরুন্ধতী প্রবেশ করেন]

অরু ॥ নিজ হস্তে হলাহল করিয়াছি পান।
তীব্র বিষজ্বালা অন্তরের প্রতিকোণ
দহে নিরন্তর। কোথা শান্তি, কোথায়
আশ্রয় মোর ; সে কি মৃত্যুনীল সমুদ্রের
কোলে ? সবুজের সব শেষ ? বন্ধ্যা পৃথ্বী,
দগ্ধ-দিগন্তের ভালে কুষ্ঠের কীটাণু !
এই বুঝি শাস্তি অসতীর !
কিন্তু কোথা অপরাধ মোর ?
তারে ভালবাসি সে কি অপরাধ ?
জীবনের সব সাধ, সব স্বপ্ন
যারে ঘিরে করেছি রচন
যৌবন পুষ্পের কলি যে অলির তরে
উঠিয়াছে বিকশিয়া শত শতদলে
হৃদয়ের সিংহাসন ভরে সে যে শুধু

বিরাজিছে, আর কারও ঠাঁই নাই
সেথা। কিন্তু দেহ? সে ত লুণ্ঠিত,
যেমন লুণ্ঠিত মোর পিতার আশ্রম!

[ইন্দিরার প্রবেশ]

ইন্দিরা॥ রাত অনেক হ'ল দিদিমণি শোবে না?

অরু॥ যা যা, চলে যা, আমার সম্মুখ হ'তে,
তোর মুখ দেখিবার নাহি চাই আমি।

ইন্দিরা॥ এই দেখো, শুধু শুধু আমার ওপর রাগ করলে কি হবে? আমি ত ঠিক লোক জেনেই পাঞ্জাটা দিয়েছিলুম। তা সে যদি মিথ্যে কথা বলে আমি কি করতে পারি বল! পষ্ট করে তাকে জিগ্যেস করলুম 'হ্যাঁ গা, তুমিই ত আমাদের দিদিমণির পুণ্ডরীক'? সে বললে, 'হ্যাঁ'—ব্যস হাঙ্গামা চুকে গেল—পাঞ্জাখানা তার হাতে দিয়ে দিলুম।

অরু॥ হয় তুই যা এ প্রাসাদ ছেড়ে, না হয় আমিই যাই।

ইন্দিরা॥ তুমি কেন যাবে দিদিমণি? তুমি রাজরাণী; আমিই যাই। হতভাগা কপাল পুড়িয়ে দাসীবৃত্তি করতে এসেছি গালাগালি দাও; তাড়িয়ে দাও, সবই সহ্য করতে হবে। গতর খাটালেই ত আর মন পাওয়া যায় না দিদি। কথায় বলে যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

[প্রস্থানোদ্যত—নেপথ্যে ঠাকুরমশায়ের কণ্ঠে "মানুষের ভগবান
জাগছে" গান শোনা যায়]

অরু॥ ইন্দিরা সেই গলা—ওকে একবার ডেকে নিয়ে আয় ত।

ইন্দিরা॥ ও বাবা। রাস্তাময় হুলুস্থুল ব্যাপার চলেছে দিদিমণি, সেখানে বেরোয় কার বাপের সাধ্যি। রাস্তা ভর্তি—ঘোড়সোয়ার, সেপাই।

অরু॥ কেন?

ইন্দিরা॥ তাও জানোনা; আ-আমার পোড়া কপাল! কার-

খানায় মজুর যাদের সব কাজ গেছে না—তারা দল বেঁধে চীৎকার করতে করতে সারা শহর ঘুরছে। সেপাইরাও ঘুরছে, ধরতে পারলেই মার ; রক্তে রক্তে রাস্তা লাল হয়ে গেছে দিদিমণি সে তোমায় কি বলব !

অরু ॥ আসছে, তারা আসছে ! একা পুণ্ডরীক সহস্র হয়ে আসছে ! কিন্তু ঐ গান, ওকে আমার চাই। চল ছাদে যাই, ছাদ থেকে বোধ হয় ওকে দেখা যাবে।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান। ক্রোধোন্মত্ত রাজা, পশ্চাতে সেনাপতি ও প্রধান অমাত্য প্রবেশ করে]

সংগ্রাম ॥ স্পর্দ্ধা ! স্পর্দ্ধা ! ক্ষুদ্র নীচ কীটানুকীটের
স্পর্দ্ধ অতিক্রম করিয়াছে পর্বত শিখর।
বামনে গ্রাসিতে চায় চন্দ্রের মহিমা !
সেনাপতি—নিঃশেষে করিতে নাশ ঐ
বিদ্রোহী কুক্কুরদলে কত অস্ত্র প্রয়োজন আর ?

সেনা ॥ মহারাজ। বিদ্রোহীর সংখ্যা অগণিত, প্রতিদিন
বর্দ্ধমান, সমর প্রত্যাগত সৈনিকের দল
ভিড়িতেছে বিদ্রোহীর সাথে—সুতরাং
সঠিক সংখ্যা নিরূপিত না হইলে—

সংগ্রাম ॥ স্তব্ধ হও। সমর প্রত্যাগত সৈনিকের
প্রয়োজন নাই দেশে ফিরিবার।
আজই রাত্রে প্রচারিত হবে—আমার আদেশ,
পীতদ্বীপ আক্রমণ কাল প্রভাতেই।
আক্রমণ কাল প্রভাতেই।

প্রঃ-অঃ ॥ কাল প্রভাতেই ?

সংগ্রাম ॥ হ্যাঁ—কাল প্রভাতেই

সেনা ॥ কিন্তু চিন্তিয়া দেখুন মহারাজ,
সৈন্য-সংখ্যা স্বল্প আমার শিবিরে,
সৈন্য সংগ্রহের কাজ বন্ধ
একেবারে—সৈনিকের বৃত্তি নিতে
অস্বীকৃত দেশের মানুষ।

সংগ্রাম ॥ উপদেশ শুনিবারে নাহি চাই
সেনাপতি ;—রাজার আদেশ
নতমস্তকে পালন না করা
'রাজদ্রোহিতা'—এই আখ্যা দিই আমি।

প্রঃ অঃ ॥ মহারাজ, পীতদ্বীপ আক্রমণের কারণ বর্ণিয়া
কিছু বিবরণ দিতে হবে সংবাদপত্রে
প্রকাশের তরে।

সংগ্রাম ॥ কারণ স্পষ্ট! স্বৈরাচারী শাসকের
করাল কবল হ'তে মানবাত্মার—
উদ্ধার সাধন—

প্রঃ অঃ ॥ সাধু! যথা আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী ॥ দুইজন বণিক সাক্ষাৎ প্রার্থী।

সংগ্রাম ॥ নিয়ে আয়—

[প্রহরীর প্রস্থান ও বণিকদ্বয়ের প্রবেশ]

উঃ-সৈঃ ॥ মহারাজের জয় হো'ক।

উদ্ধব ॥ কি কারণে স্মরণ করেছেন
আমাদের মহারাজ।

সংগ্রাম ॥ আপনাদের উদ্বৃত্ত পণ্য আমার
সমর বিভাগ লইবে কিনিয়া।
কাল হ'তে পুনরায় আপনাদের কর্মশালে
পূর্ণোদ্যমে কার্য্য শুরু হো'ক—এই চাই আমি।
সাধারণ প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনে
নাহি প্রয়োজন ; মারণাস্ত্র উৎপাদনে
সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হো'ক
এই আদেশ আমার। যুদ্ধ শুরু
কাল প্রভাতেই।

উঃ-সৈঃ। (সোল্লাসে) কাল প্রভাতেই ? মহারাজের জয় হো'ক—

উদ্ধব ॥ কোন চিন্তা নাহি মহারাজ
মারণাস্ত্র যত প্রয়োজন—পক্ষাধিক
নাহি যাবে—প্রস্তুত করিতে তাহা।

সৈন্ধব ॥ কিন্তু মহারাজ। বড়ই বিক্ষুব্ধ
শ্রমিকের দল।

সংগ্রাম ॥ উন্মত্ত কুক্কুরে কোন শাস্তি প্রয়োজন
সংগ্রামসিংহ অবগত তাহা।
সেনাপতি—কাল প্রভাতেই
সমস্ত শ্রমিকদলে বন্দী করি—
কর্মশালে করিবে প্রেরণ
আর যেখানেই যত বিক্ষুব্ধ মিছিল,
দাবীর পসরা লয়ে ঘাটে মাঠে
ঘুরিতেছে উন্মাদের দল—
শাণিত উন্মুক্ত অস্ত্র প্রহারে
রক্ত মন্দাকিনী স্রোত রাজধানী ভরে

হো'ক প্রবাহিত। অবাধ্য সৈনিকদলে
কশাঘাতে জর্জরিত করি—বন্দীশালে
করুন নিক্ষেপ। স্মরণ করাতে চাই
একবার শেষবার, জম্বুদ্বীপ মাঝে
আছে আইন, আছে শাসন। বিদ্রোহের পুরস্কার
তরবারি মুখে—প্রতিষ্ঠা করিতে চাই
রাজার বিধান—

[নেপথ্যে ভীষণ কোলাহল—ছুটিয়া গুপ্তচরের প্রবেশ]

গুপ্তচর ॥ মহারাজ—সমস্ত রাজধানী ঘিরে
অগণিত জনতার স্রোত—
গ্রাম থেকে দলে দলে আসিছে
কৃষক।

সংগ্রাম ॥ গ্রাম থেকে আসিতেছে কৃষকের দল
অমাত্যদেব—দেশরক্ষী বিরাট বাহিনী
তারা কি রূপ-প্রদর্শন তরে
অধিষ্ঠিত পদে।—পুণ্ডরীক নির্বাসিত
তবে কোন সে শয়তান—
যার চক্রান্তে উদ্বুদ্ধ কৃষকের দল ?

সেনা ॥ আমি জানিতাম মহারাজ—নিবেদিতে
সাহস ছিল না। এক বৃদ্ধ উন্মাদ—
গান গেয়ে জড়ো করে কৃষকের দলে।

গুপ্তচর ॥ অতীব সত্য মহারাজ ; শ্রমিকের ঘরেও সে যায়···
গান গেয়ে বলে···'যুদ্ধ করা পাপ। মানুষ
খুনের তরে জন্ম নহে আমা সবাকার।'

সংগ্রাম ॥ সেনাপতি, জীবিত অথবা মৃত
সেই উন্মাদ বৃদ্ধেরে দেখিবারে চাই
আমি রাজসভামাঝে।

সেনা ॥ যথা আজ্ঞা মহারাজ।

[গুপ্তচর ও সেনাপতির প্রস্থান]

সংগ্রাম ॥ (বণিকদ্বয়কে)—আপনাদের কার্য শেষ—অনর্থক—
কালক্ষেপে নাহি প্রয়োজন।

উদ্ধব ও সৈন্ধব ॥ মহারাজের জয় হো'ক। [উভয়ের প্রস্থান]

প্রঃ অঃ ॥ আমিও বিদায় হই মহারাজ—

সংগ্রাম ॥ দাঁড়ান দাঁড়ান কথা আছে আপনার সাথে
এই লগ্নে যুদ্ধ শুরু অনুচিত জানি
কিন্তু উপায় নাহিক আর।

প্রঃ অঃ ॥ ক্ষুদ্র বুদ্ধি মোর মহারাজ, আমি কি বলিব আর।

সংগ্রাম ॥ করকোষ্ঠি গণনায় পারদর্শিতা
আছে আপনার।

প্রঃ অঃ ॥ করকোষ্ঠি!

সংগ্রাম ॥ হ্যাঁ, দেখুন ত একবার
হস্তরেখা বিচারিয়া
কি হইবে যুদ্ধের ফল—

প্রঃ অঃ ॥ ক্ষমাপ্রার্থী মহারাজ, ও বিদ্যায়
অক্ষম আমি।—আসিছেন
মহারাণী, আমি তবে আসি
মহারাজ। [প্রস্থান]

সংগ্রাম ॥ ত্রস্ত বৃদ্ধ পলাইল যেন ;
বুঝি, ঘৃণা করে মোরে
সবে ভয় করে, ঘৃণা করে মোরে—

[অরুন্ধতীর প্রবেশ]

অরুন্ধতী, আমারে ঘৃণা করো তুমি ?

অরু ॥ এই বুঝি রাজসূয়-প্রেম
মধ্যরাত্রি যামে !

সংগ্রাম ॥ একবার মুখ ফুটে বলো অরুন্ধতী
'তুমি ভালোবাস মোরে'—হ'ক তাহা অভিনয়—
তবু শুধু ক্ষণেকের তরে—দিক তাহা
কর্ণমাঝে সুধার পরশ। সবারে
শাসন করি তীক্ষ্ণ তরবারি মুখে
আকর্ষণ করি সবাকার ভয় ;
কিন্তু ভালোবাসা ;—সে কেমনে পাওয়া যায় ?
কিবা যাদু জানে পুণ্ডরীক !

অরু ॥ স্তব্ধ হো'ন মহারাজ ! ঐ নাম উচ্চারণে
কোন অধিকার নাই—ঘৃণিত
স্বার্থলোভী ঐ নীচ রসনার। ভালোবাসা—
পশুত্বের বাহুবল নহে মহারাজ—
ভালোবাসা অন্তরের দান—
নিজে ভালবেসে পেতে হয়
অপরের প্রেম—

সংগ্রাম ॥ নিজে ভালোবেসে পেতে হয় অপরের প্রেম—
নিজে ভালোবেসে পেতে হয় অপরের প্রেম—

নিজে ভালোবেসে···
উঃ বড় ভয় করে, বড় ভয় করে—
আজ রাত্রে তুমি মোর পার্শ্বে থাকো—
অরুন্ধতী বড় ভয় করে মোর—

অরু ॥ পার্শ্বে থাকিবে না কেহ, অরুন্ধতী ছার ;
নিজ-দেহ প্রতিবিম্ব—ছায়া ছেড়ে চলে যাবে
নিষ্ঠুর ঘৃণায়। একা ঐ স্বর্ণসিংহাসনে
বসি। মর্তের মাটিরে ছাড়ি, ঝুলিবে অনন্ত
শূন্যে—ত্রিশঙ্কুর মত।

সংগ্রাম ॥ অরুন্ধতী—কিবা অভিপ্রায় তব ?

অরু ॥ দিব সে উত্তর মহারাজ। একদিন বলেছিনু—
উত্তরের দিন যদি আসে মহারাজ, দিব সে উত্তর
আজ বুঝি সমাগত সে উত্তরের দিন
উৎসবের সমারোহ,—সাজে—
দেখিছেন মহারাজ, দশদিক আলো করি
বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টীকা ? শুনিছেন মহারাজ
পুঞ্জীভূত ঘন ব্যথা তপ্ত করি বিদ্যুৎ আগুনে
দিকে দিগন্তরে কারা যেন বাজায় ডম্বরু ?
বুঝেছেন মহারাজ, এলো ঝড় উদ্দাম উত্তাল
তুলিতেছে মহীরুহ জীর্ণ শতাব্দীর—
মাটির বন্ধনহীন দীর্ণ মূলদল
ব্যর্থশ্রমে জর্জরিত রোধিবারে অন্তিমের টান ?
মহারাজ মোর সুপ্ত অভিপ্রায়
মূর্ত আজ নবসাজে—

সংগ্রাম ॥ চুপ পিশাচিনী— (চিৎকার ক'রে অরুন্ধতীর কণ্ঠ চেপে ধরেন)

অরু ॥ (গলা ছাড়িয়ে হেসে ওঠে) চমৎকার—
এই তো সম্পর্ক সহজ সরল
কোন অভিনয় নেই, নেই কোন ছলনা আবেগ !
খড়্গ হাতে ঘাতকেরে দেখে ছাগ শিশু ভীত হয়
প্রতারিত হয় না কখনও—প্রতারণা করে তারে
সেই পুরোহিত—যে তার কর্ণের কুহরে…
অবোধ্য মন্ত্রের গান গায় অকারণে ;…
তাই আজি খড়্গ হাতে ঘাতকেরে দেখে
ক্ষীণতম মোহ, মানসের কোন প্রান্তে
থেকে ছিল যদি কোনদিন…লুপ্ত শেষ আজ
প্রত্যাসন্ন প্রলয়ের প্রচণ্ড সংকেতে… [দ্রুত প্রস্থান]

সংগ্রাম ॥ প্রত্যাসন্ন প্রলয়ের প্রচণ্ড সংকেতে…
প্রত্যাসন্ন প্রলয়ের প্রচণ্ড সংকেতে…
প্রত্যাসন্ন প্রলয়ের…উঃ কি অন্ধকার রাত্রি,
বুঝি আজ অমানিশা…মধ্যরাত্রি-যাম…
কাল প্রাতে যুদ্ধ শুরু ; অনিশ্চিত ফল
এই বুঝি শেষ যুদ্ধ পৃথিবীর…
উপায় কি আর ? নিমজ্জমান তরী…
বাঁচাতে হবেই ; সবাই বাঁচিতে চায়…
আমার বাঁচার তরে লক্ষের মরণ
নতুবা লক্ষের বাঁচার তরে…আমার…
না…না…এ কী দুর্বলতা
একী দৈন্য মোর ; আমি সংগ্রাম সিংহ

জম্বুদ্বীপ অধিকর্তা সসাগরা ধরণীর—
নরনারী ত্রস্ত শাসনে আমার ;
জিনিতে হইবে এই দুর্বলতা ক্ষণিকের,
সমগ্র দুনিয়া জোড়া—একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের
সিংহাসনে বসি—আমি সংগ্রাম সিংহ—
ফুৎকারেও ওরাব পাখা লক্ষ পতঙ্গের
[বেগে প্রস্থানোদ্যত হঠাৎ নেপথ্যে ঠাকুরমশায়ের কণ্ঠে
গান—"মানুষের ভগবান জাগছে"—শুনে থেমে যান]
ঐ ঐ সেই গান, স্তব্ধ কর উন্মাদ রসনা
এই কে আছিস্—রক্ষী, সান্ত্রী—
বন্দী কর শয়তান কুক্কুরে— [বেগে প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাজধানীর রাজপথ। ক্লান্তপদে প্রবেশ করে ভোলা ও পদ্ম]

ভোলা ॥ ওঃ—আর পারি না মা।

পদ্ম ॥ আমিও আর পারছিনা রে। কোমরটা কিরকম্ টন্‌টন্ করছে !

ভোলা ॥ এই এই বসিস্ নে মা—কিরকম্ চারিদিকে সেপাই ঘোরাঘুরি করতেছে। যদি ধরে নে যায়।

পদ্ম ॥ দূর পাগল—কত নোক রয়েছে না আমাদের।

ভোলা ॥ সত্যি কতনোক দেখ মা—

পদ্ম ॥ উঃ—কি বড় বড় বাড়ী দেখ ভোলা, স্থায় ওই দিকটা চেয়ে দেখ—যেন এক একটা পাহাড়।

ভোলা ॥ রাস্তাগুলো মা শান বাঁধানো যেন বাবুদের বাড়ীর ওঠোন।

পদ্ম ॥ এই রকম রাস্তা আমাদের দেশে থাকলে পরে ধান শুকুতে ক্ষুম রাস্তা ভর্তি করে।

ভোলা ॥ কখন যাবো হ্যাঁ মা—রাজার কাছে।

পদ্ম ॥ এখন সব জড়ো হচ্ছে লুকিয়ে লুকিয়ে—তারপর সব জড়ো ল যখন বাঁশী বাজাবে—তখন সবাই যাবো রাজার বাড়ীর দিকে। এই োলা—ঐ তঃ একজন সেপাইয়ের মত পোষাক—ওকে জিগ্যেস করনা কবার।

ভোলা ॥ কত নোককে ত জিগ্যেস করনু—কেউ বলতে পারে নে। বাপ এখন কত বড় সেপাই—সবাই কি তার খবর জানে? ঐ দেখ, ঐ খ মা—কতজোরে চলে গেল একখানা গাড়ী। বাপ ফিরে এলে এইখানে কবো তিনজনে।

পদ্ম ॥ আর ক্ষেত-খামার সেগুলো কে দেখবে?

ভোলা ॥ ক্ষেত-খামারের দরকার নি—তুই গান গাইবি বাপ নাচবে, ার আমি ঢোল বাজাবো দিনভোর। (পদ্ম হেসে ওঠে) ঢোলটা কিন্তু াইয়ে দিতে হবে হ্যাঁ—

পদ্ম ॥ আচ্ছা—

[মালেকের প্রবেশ]

মালেক ॥ মা, ওখানে বসিস্‌নি গো। এখানকার নোকেরা বলতেছে, 'চারজন নোক একসঙ্গে দেখলেই ধরে নে যাচ্ছে। চ' ও ধারটায় চ'—মামরা সব গেরাম শুদ্ধ নোক একধারেই আছি।

পদ্ম ॥ তাই চলো চাচা—একসঙ্গে থাকাই ভালো।

ভোলা ॥ মা—চৌধুরী মশাই—

মালেক ॥ কোথায়!—চৌধুরী মশাই—ও চৌধুরী মশাই—

[চৌধুরীর প্রবেশ]

চৌধুরী ॥ শুভকাজে বেরিয়েছি—ব্যাটাচ্ছেলে পিছু ডাক্‌লি ত।

পদ্ম ॥ আমরা সব এসেছি চৌধুরী মশাই।

চৌধুরী ॥ তবে আর কি? চারটে হাত বেরিয়েছে আমার—

মালেক ॥ তুমি কোথায় চলেছ গো বাবু?

চৌধুরী ॥ কেন? তোমার সে খোঁজে দরকার কি? খুব সাবধান লোক জানাজানি না হয়। লড়াই সুরু হয়েছে—আমি হাল ছাড়িনি এখনও।

মালেক ॥ তোমার গুর ত' পচে গেছে গো বাবু?

চৌধুরী ॥ গুড় পচে গেছে ত হয়েছে কি? পচা গুড়ে ভাল সার হ জানিস? সারের দরটা একেবারে জানতে এলুম সহরে। টাকায় টাক লাভ, বুঝলি টাকায় টাকা লাভ। কিন্তু খবরদার, দ্বিতীয় প্রাণী যেন জানতে না পারে—সময় নেই— [দ্রুত প্রস্থান]

পদ্ম ॥ বদ্ধ পাগল—(হেসে ওঠে সকলে)

ভোলা ॥ মা, কতগুলো নোক আসছে এইদিকে—

মালেক ॥ চ'মা—আমরা এখান থেকে সরে যাই।

পদ্ম ॥ চলো চাচা— [সকলের প্রস্থান

[সর্বাঙ্গ ঢাকা অধীপ সিংহ, সঙ্গে ৩।৪টী মজুর ও ভীম প্রবেশ করে—ভীমের মুখ বীভৎস। চোখের থেকে মাথা পর্যন্ত জলে গেছে! ওকে ধ'রে নিয়ে আসেন অধীপ সিংহ]

অধীপ ॥ দেখ, এই একজন সেপাই—পেটের দায়ে যুদ্ধে গিয়ে তার চোখ দু'টো খুইয়ে এসেছে—অথচ কেন? দেশে এর জমি ছিল—তার ফসলে এর সংসার সুন্দর শান্তিময় হতে পারতো। কিন্তু রাজা জোর করে ধান কেড়ে এনে, একে পথের ভিখারী করে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করেছে এ যুদ্ধে ওর কোন লাভ নেই—তোমাদের কোন লাভ নেই—লাভ রাজার,

সে রাজ্য বাড়াতে পারবে,—আর লাভ বণিকদের—তারা চড়াদামে পণ্য বিক্রী করতে পারবে। তবু তোমরা যুদ্ধে নাম লেখাবে—তবু তোমরা চীৎকার করে বলবে না—যুদ্ধ আমরা চাই না।

ভীম॥ (হাত্ড়ে হাত্ড়ে)—ঠিক দাদাঠাকুর—তুমি দাদাঠাকুর।

অধীপ॥ তোমার দাদাঠাকুর কে জানি না ভাই—তবে এ'টুকু জানি—দেশে বা বিদেশে যারা এই কথা বলে—তারা সবাই আমাদের আপনার লোক—ভাই।

ভীম॥ ভাই—আমি তোমাদের দেখতে পাচ্ছি নি। তেবু বলি—নড়াইয়ে কেউ যেওনি—পেটের জ্বালায় আমি গেছনু। আমারে যেখানে নে গেছলো সে দেশ কখনও দেখি নি—এরা বলে সে নাকি কসায়ের দেশ, কিন্তুন্ সেখানে গে দেখি তারা আমাদেরই মত কিষাণ—যারে বাণ মারতে বললে তারে দেখে মনে পড়লো আমার ভোলার মুখখানা—হাতটা কেঁপে গেল;—আর সেই সময় ওদের আগুনে বাণের গোলায় আমার মুখখানা পুড়ে গেল—বড় কষ্ট ভাই—বড় কষ্ট! যেওনি, তোমরা কেউ যুদ্ধে যেওনি!

[সর্বাঙ্গ ঢাকা পুণ্ডরীকের প্রবেশ]

অধীপ॥ ও আপনি এসেছেন। এই পাঞ্জা—এখনই বন্দরে চলে যান, সৈন্য ভর্তি জাহাজ ছাড়বে এখনই। এই রাজার নাম লেখা পাঞ্জা দেখিয়ে আপনি জাহাজের ভেতর চলে যাবেন—সৈনিকদের নির্দেশ দেওয়া আছে—তারা সংকেত পেলেই বেরিয়ে পড়বে। আপনি তখন বারুদ ঘরে আগুন দিয়ে—জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়বেন—বুঝলেন—

পুণ্ডরীক॥ এ পাঞ্জা আপনি কি করে পেলেন?

অধীপ॥ আপনার সে খোঁজে প্রয়োজন নেই।

পুণ্ডরীক॥ কে? যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে—বন্ধু……!!! তুমি ছাড়া পেয়েছ বন্ধু? (সাগ্রহে এগিয়ে মুখের আবরণ খোলে)

মালেক ॥ (পদ্মকে)—ওকে ছাড় মা, এখনই হয়ত' ঘোড়সোয়ার ছুটে আসবে এখানে—ওকে এখান থে' সইরে নে যাই—

[মালেক ওকে টেনে তোলে]

ভীম ॥ কে? চাচা? আমায় বলনা কি হয়েছে? ও চাচা শুনছো—তবে কি—ভোলা—ভোলা—

[চিৎকার করতে করতে—ওদের পেছনে হাতড়াতে হাতড়াতে ভীম চলে যায়,—পদ্ম উঠে দাঁড়ায়, উদাস দৃষ্টি, গালে ভোলার বুকের রক্তের দাগ]

পদ্ম ॥ খিদে পেয়েছে? এই যে বাবা। তোর বাপের আজ খবর আসবে—ট্যাকা আসবে। তোর ঢোল?—নতুন করে ছাইয়ে দোব। দেখ—কেমন সোনালী ধানে ভরে আছে মাঠ—চিনতে পারছিস্ না—এ ত আমাদেরই মাঠ—। উজুলপুরের ধানক্ষেত—স্যায়ত' চড়কতলার বিল। ধান-কাটার সময় হয়ে গেছে—তুই নাচবিনি—

[নেপথ্যে জনতার জয়ধ্বনি—সব এগোচ্ছে]

নাচ, তোর বাপ ধান কাটছে—তুই নাচ, তুই নাচ। [প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

[রাত্রি। রাজপ্রাসাদ—সংগ্রামসিংহ একাকী]

সংগ্রাম ॥ প্রলয় ঝঞ্ঝার রোলে শংকিতা মেদিনী
নাগিণীর ক্রূর হাস্যে থর থর কাঁপে দশদিক—
গুরু গুরু গর্জনে গম্ভীর নির্ঘোষ
সংঘর্ষ সংকেত যেন বিক্ষুব্ধা পৃথ্বীর।
কালো করালের বিভীষিকা ঢেকেছে অম্বর

অন্ধ কুজ্ঝটিকা যেন লক্ষ পাখা মেলি।
গ্রাসিবারে চায় ধরিত্রীয়ে।
একী ভয়ঙ্করী নিশা! দিশাহারা—
পথভ্রষ্ট একা আমি—যাপি
এ অনন্ত ভীষণা রাত্রি
ভয়াল ভয়ঙ্করী—রাত্রি
শেষ কবে এর—এই কি শেষ রাত্রি পৃথিবীর?

[সম্পূর্ণ সাধারণ পোষাকে **অরুন্ধতীর** প্রবেশ]

অরু ॥ না—শেষরাত্রি শোষণের আজ।

সংগ্রাম ॥ কে? অরুন্ধতী?

অরু ॥ হ্যাঁ মহারাণী নই—অরুন্ধতী।

সংগ্রাম ॥ একি কোথা গেল স্বর্ণসজ্জা তব?
কোথায় মুকুট! কোথা আভরণ?

অরু ॥ লুণ্ঠনের স্বর্ণসজ্জাভারে সজ্জিতা লুণ্ঠিতা—
নিজ অবগুণ্ঠনের তলে,
সরমের অশ্রুরাশি লুকায়েছে এতদিন।
আজ রিক্তা—অকুণ্ঠিতা—
শেষ তার বারাঙ্গনা বেশ।

সংগ্রাম ॥ মহারাণী, পরিহাস কৌতুকের
নাহি অবকাশ। তুমি জম্বুদ্বীপ অধিকর্ত্রী,
সাম্রাজ্ঞী তাহার; এখনও এ প্রাসাদের
অলিন্দ্য প্রতিটি, প্রকোষ্ঠের প্রতিকোণ
আয়াস অর্জিত এই স্বর্ণ সিংহাসন—
আমার, নিজস্ব আমার। এখনও ভূগর্ভ হ'তে

উত্তুঙ্গ পর্বত, বিস্তীর্ণ সাগর আর শ্যাম বেলাভূমি
সংগ্রামসিংহ আধিপত্য করিছে প্রচার।
এখনও মহিষী তুমি সেই সম্রাটের; দীনা—ভিখারিণী—
বেশে পরিচয় উপেক্ষিতে নিজ
কোন অধিকার নাহি তব।

অরু॥ ভূগর্ভ অতল আর সমুদ্র নিঃসীম
সত্য মহারাজ, আজ সেই তব সাম্রাজ্য আধার।
বিস্তীর্ণ ভূপৃষ্ঠ জুড়ে—অসংখ্য মানুষ
সেথায় সাম্রাজ্য-লীলা শেষ আপনার।
নিজ হস্তে পুণ্ডরীকে দিছি নির্বাসন।
তারি প্রতিশোধে আজ লক্ষ পুণ্ডরীক—
অন্ধ বেগে ধায় এই প্রাসাদ লক্ষিয়া।
অপেক্ষিছে প্রতিহিংসা করুণ নিষ্ঠুর।

সংগ্রাম॥ সেই প্রতিহিংসা স্মরি, ভয়ে লুকাইছ ছদ্মবেশে?

অরু॥ ছদ্মবেশ! মহারাজ এতদিন ছিনু
ছদ্মবেশে। ঐ স্বর্ণসজ্জা শৃঙ্খলের ভারে
বন্দী ছিনু এতদিন। আজ মুক্ত আমি
মানুষের সাজে। মনে পড়ে মহারাজ,
এমনি নিশ্ছিদ্র আঁধার ঘেরা তমিস্রা রজনী,
গাঢ় অমানিশা ঢেকেছিল জগতের আলো
সেই সূচীবিদ্ধ আঁধারের বক্ষ খান খান করি
ফেটে পড়েছিল অট্টহাসি, দস্যুতার লুণ্ঠনের
পিশাচ উল্লাস! দগ্ধ শেষ, ভস্মীভূত—
পর্ণচ্ছায়া ঘেরা, সে এক আশ্রম হতে
কৃষ্ণধূমরাশি তখনও ঢাকিতেছিল দিগন্ত অম্বর।

মনে পড়ে মহারাজ—অশ্বপৃষ্ঠে সংজ্ঞাহীনা
সে এক কিশোরী, শিকারীর শ্যেন-পক্ষপুটে
কপোতের মত প্রতিক্ষিছে মরণের ক্ষণ ?
মনে আছে মহারাজ—মনে আছে, সে অনাঘ্রাতা
কুসুমের মুখ ? তার লজ্জাতপ্ত ক্ষীণ তনু ঘিরে
ছিলনাকো রাজ সজ্জাভার। ছিল সে মানুষ—
দেখুন ত আজ মেলে কিনা সেই সজ্জাসাথে।

সংগ্রাম ॥ অরুন্ধতী, সে মোর কলংকের ইতিকথা
মোর গৌরবের। তুমি জাননাকো রাণী
রূপমুগ্ধ হৃদয়ের চরম আকুতি। তুমি জাননাকো
স্নেহহীন, প্রীতিহীন, প্রেমহীন প্রাণের
নিষ্করুণ কামনা আবেগ, তুমি জাননাকো
সাহারার বক্ষ জুড়ে আকণ্ঠ পিপাসা
ক্ষীণ বিন্দু বরিষণ লাগি।

অরু ॥ জানি মহারাজ,—তৃষ্ণার্ত সাহারা যদি
বন্দী করি মেঘে, দোহন করিতে চায়
অমৃত-প্রপাত, সাহারার তৃষ্ণা তাহে
মেটে নাকো মহারাজ। শুধু মেঘ সে
হারায় তার বাষ্প সুধারস। তাই আজ
রিক্তা আমি অন্তরে বাহিরে। তাই আজ
দূর করি সজ্জারাশি, লজ্জা মরমের—
গণিতেছি সে চরম বিচ্ছেদের ক্ষণ—

সংগ্রাম ॥ অরুন্ধতী, তুমিও বিদায় চাও ?
পার্শ্ব-পারিষদ, অমাত্য, প্রহরীদল—
একে একে গেল ছাড়ি সবে—

নিমজ্জমান তরী, ছিন্নপাল—
ভগ্নহাল—তাই আরোহী সকলে
আশ্রয়ের ছায়া অন্বেষণে—ধায় দিকে দিকে—।
শুধু তুমি দেখ নাই, আমিও দেখেছি
অরুন্ধতী, কৃষ্ণমেঘে কলুষ অম্বর,
আমিও শুনেছি ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রলয়ের
আসন্ন সংকেত ; আমি অনুভব করি
যেন—বিস্তীর্ণ বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের
মাঝে একা আমি ভগ্নহাল হাতে—
অরুন্ধতী, কোথা যাবে তুমি ?

অরু ॥ কোথা যাবো মহারাজ ?—জানিনাকো
সে দেশ কেমন ;—শুধু জানি জীবিতের
অন্তরের পাপদগ্ধজ্বালা—পায় সেথা
অন্তিমের শীতল পরশ ।

সংগ্রাম ॥ অরুন্ধতী !

অরু ॥ মহারাজ, কালরাত্রি প্রভাতসম্ভবা ।
উদিতেছে নবারুণ লক্ষ কোটী তরুণের
জ্বলন্ত মশালে, আঁধারের জীব যত
ত্রস্ত ভীত আজ, পলাইছে দিকে দিকে ।
সেই আঁধারের হাতে রাখি বেঁধে—
আলোকেরে দিয়েছি বিদায়—
তাই আমি অধিকার-হীনা
আলোকের দেশে ; তাই আজ এই
ব্রাহ্মমুহূর্তের মাঝে ঝরে যাব

লাজতপ্ত শেফালীর মত উপেক্ষিতা—
পরিচয়হীনা,—অখ্যাতা,—অজ্ঞাতা—

[গুপ্তচরের প্রবেশ]

গুপ্তচর ॥ মহারাজ, ক্ষমাপ্রার্থী অবসরে বিঘ্ন উৎপাদিয়া—

সংগ্রাম ॥ (চমকিয়া) কে ? কে তুমি ?

গুপ্তচর ॥ আমি গুপ্তচর মহারাজ।

সংগ্রাম ॥ ওঃ গুপ্তচর ! আজও আছ তুমি—?
কেন আছ ? চলে যাও, ডুবিতেছে তরী
একা মোর সাধ্য নাই রক্ষিবারে—
ভগ্নহাল, ছিন্নপাল যাও, পালাও
যেথায় আশ্রয় পাও।—এঁ্যা—
না—কে তুমি ? ও গুপ্তচর—!
কি সংবাদ সাম্রাজ্যের ? উন্মত্ত
পতঙ্গের দল এখনও কি আসিতেছে
আলোক লক্ষিয়া ? হত্যা করো,
ধ্বংস করো, মারো—আগুন জ্বালাও—!
ওঃ—হ্যাঁ ;—কি সংবাদ গুপ্তচর ?

গুপ্তচর ॥ সেই বৃদ্ধ উন্মাদ গায়ক বন্দী মহারাজ।

সংগ্রাম ॥ বন্দী—শৃঙ্খলিত করি তারে
অবিলম্বে পাঠাও মোর রাজসভাগৃহে।

অরু ॥ বৃদ্ধ, উন্মাদ, গায়ক বন্দী—!
আমি যাব রাজসভামাঝে।

সংগ্রাম ॥ না—

অরু ॥ মহারাজ, পৃথিবীর কোন শক্তি

জম্বুদ্বীপ অস্ত্রাগারে কোন অস্ত্র
পারিবেনা রোধিতে আমায়।

সংগ্রাম ॥ পারে কি না-পারে
শেষ আজ দেখাইব তাহার—।
এই কে আছিস্—
কে আছিস্—প্রহরী—শান্ত্রী—
কৈ কেহ নাই—নিদ্রিত সবাই

গুপ্তচর ॥ সবে পলায়েছে মহারাজ।

সংগ্রাম ॥ ওঃ, শুধু তুমি আছ ? সেনাপতি
সৈনিকের দল—?

গুপ্তচর ॥ কিছু আছে আজও।

সংগ্রাম ॥ কিছু আছে আজও, কিন্তু তুমি আছ
সশরীরে—(ওকে ধরে নাড়া দেয়)—থাকো—
এই প্রকোষ্ঠে প্রহরী—কেহ যেন
বাহিরেতে নাহি পায়—প্রয়োজন
হ'লে অস্ত্র ব্যবহারে না কোরো সংশয়— [প্রস্থান]

গুপ্তচর ॥ যথা আজ্ঞা মহারাজ— [নতমস্তকে চলে যায়]

অরু ॥ শোন গুপ্তচর, ছাড়িবে না
প্রকোষ্ঠের দ্বার ? শোন—আমার
আদেশ—শোন—চলে গেল—
বন্দী আমি প্রকোষ্ঠের মাঝে !
কে বন্দী করিবে মোরে ?
জগতের কোন শক্তি নাই যাহে
রুদ্ধ করে মোর শেষ অভিলাষ—।
শার্দূলের গ্রাসবদ্ধা হরিণীর প্রাণে

আজ লক্ষ শার্দুলের ক্রুদ্ধ পরাক্রম।
আয়, রুধিবি কে মোর গতি!
হয় মৃত্যু নয় চিরমুক্ত রাহুগ্রাস!

[ছোরা বার করে, এগিয়ে গিয়ে থেমে যায়]

কিন্তু কোথা যাবো—সে যদি—
সেই হয়, পিতা মোর? না না----
অসম্ভব···আশ্রমের দগ্ধশেষ
স্বচক্ষে হেরেছি—তবে ঐ চেনা স্বর
যেন জন্মান্তর পরিচিত ঐ কণ্ঠস্বর
সে কাহার? না···না···নাহিক সংশয়
বিন্দুমাত্র মনে মোর···যাবো আমি···
চক্ষে মোর বিদ্যুৎ ঝলক···
বক্ষে মোর বজ্রসম প্রতিহিংসার জ্বলন্ত অনল।

(নেপথ্যে কোলাহল)

কিসের কোলাহল···একি জনতার
উল্লাসের ধ্বনি? এলো তারা এত দিনে···
এসো এসো সবে লক্ষ পথিকৃৎ···
উত্তরিয়া তীর্থ যাত্রা সমাপ্তি মন্দিরে।
কিন্তু আমি···কি আমার অধিকার
এ সমারোহ উৎসব মন্দিরে? অস্পৃশ্যার
প্রতি সকলের ঘৃণা আর উপেক্ষা বহিয়া
দাঁড়ায়ে রহিব দূরে অবনত শিরে।
আর সে···? জগতের জয়মাল্য গলে···
রণশেষে দাঁড়াবে এসে সহাস্য নয়নে
আনন্দিত জনতার মাঝে।···হতভাগিনী

কোথা তোর ঠাঁই সেথা—? [এই কলংকিত
মুখ তুলে পারিবি কি তাকাইতে
একবার সেই মুখপানে ? (নেপথ্যে কোলাহল)
না না অসম্ভব, আসিছে জনতা,
আসে পুণ্ডরীক। ওরে কলংকিতা
ওরে অবমানিতা—নির্লজ্জা কুলটা—
পালা, পালা, সেই চরম লাঞ্ছনা হ'তে।
কেহ বুঝিবেনা, কিবা দিতে চেয়েছিলি তুই—?
কি দিয়েছিস্—সেই মূল্যমান সকলের—।
পুণ্ডরীক, যদি পারো ক্ষমা করো
আর যদি পারো, হৃদয়ের ক্ষীণতম কোণে
ঠাঁই দিও এ চির বঞ্চিতারে তব।

[ছোরাটা বুকে বসাতে যায়। কোলাহল বাড়ে। পুণ্ডরীক ছুটে প্রবেশ করে, হাতে কোষমুক্ত তরবারি,—অরুন্ধতীকে ঐ অবস্থায় দেখেই ছুটে গিয়ে তার হাত থেকে ছোরাটা কেড়ে নেয়—]

পুণ্ডরীক ॥ অরু—!

অরু ॥ কে—কে তুমি—!
না—না—না—আসিও না হেথা—
বিষ মোর নিশ্বাসে নিশ্বাসে—
চলে যাও—চলে যাও—(ওর কণ্ঠস্বর আবেগে অশ্রুসিক্ত হ'য়ে ওঠে, পুণ্ডরীক দ্রুত গিয়ে ওর হাত দুটো ধরে)

পুণ্ডরীক ॥ অরুন্ধতী, সঞ্চিত সমস্ত ব্যথা
সব অভিমান, তপ্ত অশ্রুরাশি—
আর মিলনের আনন্দ উল্লাস—
সব হবে পরে ; অনন্ত সময় আছে—

অফুরন্ত অবকাশ! কিন্তু আজ নয়—
মুহূর্ত বিলম্বের অবসর নাহি আজ
বন্দী পিতা তব, মোর গুরুদেব—
রাজসভা-গৃহ বুঝি এতক্ষণে
নিষ্করুণ—নির্যাতন ব্যর্থ প্রতিধ্বনি
বহি, নীরবে কাঁদিয়া মরে
পাষাণের মর্মে মর্মে—

অরু ॥ তুমি জানো পিতা মোর
জীবিত আজিও।

পুণ্ডরীক ॥ জানি অরুন্ধতী, জীবিত এখনও—
তবে জানি না সে কতক্ষণ রবে—।
অরুন্ধতী, মুহূর্ত বিলম্বের
অবসর নাহি আর—চলে এস—
চলে এস দ্রুত— [উভয়ের দ্রুত প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[রাজসভা। প্রধান অমাত্য হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করেন,
সঙ্গে সেনাপতি। রাত্রি শেষ]

প্রঃ অঃ ॥ হাঃ হাঃ ইতিহাস! অক্ষরে অক্ষরে
মিলে যায় ইতিহাসের অমোঘ বিধান।
সেনাপতি, মনে আছে বলেছিনু একদিন—
ভূপৃষ্ঠ যেমন ঘোরে অক্ষরেখা ঘিরে—
বৃদ্ধ ইতিহাস ফিরে ফিরে জন্ম নেয়
নব কলেবরে—

সেনাপতি ॥ মনে আছে সবই,
কিন্তু উপায় কি আর? ইতিহাসের খড়্গ
সুনিশ্চিত হেরি, আর শিহরিয়া উঠি, নিজ
ভবিষ্যৎ স্মরি বার বার—

প্রঃ অঃ ॥ এখনও সময় আছে,
এখনও পালাও। আমি বৃদ্ধ, শেষ কটা দিন,
তারপর পূর্ণচ্ছেদ! কিন্তু তুমি ভবিষ্যৎ জীর্ণ
অতীতের সাথে লুপ্ত ক'রোনা নিজেরে।

সেনাপতি ॥ কিন্তু পালাবো কোথায়? তারা ত ক্ষমিবে না মোরে
ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসার অনলে রক্তচক্ষু সব
স্বচক্ষে হেরেছি আমি। বন্দরের মাঝে
রণপোত হ'তে বিদ্রোহী সৈনিকদল—
যখন ছুটিতেছিল প্রাসাদ লক্ষিয়া—
গগন বিদারি সে হুহুংকার শুনি—
চুপে চুপে বলি—আমারও রক্তের মাঝে
যেন বিদ্যুতের চকিত ঝলক
অনুভব করিয়াছি নিজে।

প্রঃ অঃ ॥ রণপোত হ'তে পলায়েছে সৈনিকের দল?

সেনাপতি ॥ শুধু নীরব পলায়ন নহে—
ধ্বংস করিয়াছে রণপোত
চিৎকারিয়া কহিয়াছে সবে
রণপোতে প্রয়োজন নাই
চাই বাণিজ্যের পোত।

প্রঃ অঃ ॥ তাহ'লে যুদ্ধায়োজন?

সেনাপতি ॥ বন্ধ আপাততঃ॥

প্রঃ অঃ ॥ যাক্ শেষ আহ্নিক গতির পরিক্রমা—
যাত্রা সুরু নব গতি পথে—

সেনাপতি ॥ এ্যাঁ!

প্রঃ অঃ ॥ হ্যাঁ, যুদ্ধশেষ সেনাপতি
যুদ্ধশেষ চিরদিন তরে।
মানুষ চিনেছে নিজ ভবিষ্যৎ তার—
তাই নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ মানুষের হাতে।
সৃষ্টি আজ ধ্বংসের কবল হ'তে
ছিনায়ে লয়েছে নিজ কর্তৃত্ব তাহার
ধ্বংসশেষ সেনাপতি—
যুদ্ধশেষ চিরদিন তরে।

সেনাপতি ॥ আসিছেন মহারাজ—

প্রঃ অঃ ॥ আমার প্রয়োজন শেষ সেনাপতি
বিদায় নিতেই হবে, আজ কিংবা কাল।
তাই অনর্থক চক্ষুলজ্জা এড়াইতে চাই;
পুরাতন শত দুঃখ-স্মৃতি ঘেরা—
তবু মায়ার তন্ত্রীতে কোথা বাজে যেন
করুণ বিচ্ছেদ রাগিণী—যাই সেনাপতি,
রাত্রি শেষ হ'ল! [ধীরে ধীরে প্রস্থান]

সেনাপতি ॥ রাত্রি শেষ হ'ল—কিন্তু কোথা আজ
সানায়ের সুর প্রভাতেরে সম্বর্দ্ধিয়া;
সুর থেমে গেল চিরতরে এ প্রাসাদের মাঝে—।
হোথা আজ নতুন সুরের গান—প্রভাতের আগমনি—
অযুতের কণ্ঠে কণ্ঠে—

[ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় দ্রুতপদে সংগ্রাম সিংহের প্রবেশ]

সংগ্রাম ॥ কৈ কোথা সে উন্মাদ গায়ক ?

সেনাপতি ॥ বন্দী আছে কারাগার মাঝে
প্রভাত হইলে—কারারক্ষী তারে
আনিবে সভায়—

সংগ্রাম ॥ বিলম্বের নাহি অবকাশ—অবিলম্বে
দেখিবারে চাই আমি রাজসভা মাঝে।

সেনাপতি ॥ যথা আজ্ঞা মহারাজ— [প্রস্থানোদ্যত]

সংগ্রাম ॥ সেনাপতি, আছে ত স্মরণ
পীতদ্বীপ আক্রমণ আজ
প্রভাতেই—? সৈন্যাধ্যক্ষ, সৈনিকের
দল পাঠায়েছে কোন বিবরণ
আমাদের যুদ্ধ যাত্রার কৌশল বর্ণিয়া ?

সেনাপতি ॥ মহারাজ, যুদ্ধায়োজন বন্ধ আপাতত:—

সংগ্রাম ॥ (সবিস্ময়ে) কেন ?

সেনাপতি ॥ যুদ্ধযাত্রার তরে প্রস্তুত বন্দরে
সৈন্যপূর্ণ পোত হ'তে বিদ্রোহী
সৈনিকদল পলায়েছে সব—লুণ্ঠিত অস্ত্রাগার
তোপের বারুদে অগ্নি সংযোজিত
করি—দগ্ধ করিয়াছে পোত
বন্দরের মাঝে—

সংগ্রাম ॥ সেনাপতি বিবরণ শুনিবারে
নাহি চাই প্রতিদিন—শান্তি চাই,
ধ্বংস চাই ; চাহি দেখিবারে রক্তের
উর্মীমালায়—প্রবাহিত রাজধানী পথ।
অস্ত্র কি নিঃশেষিত দুর্গ-গৃহে মোর—?

নবাবিষ্কৃত আণবিক-বাণ—সেকি
প্রয়োগের আজও হয়নি সময় ?

সেনাপতি ॥ অতীব দুঃখিত মহারাজ,
সৈন্য সংখ্যা বড় কম, একা আমি
আর সাথে মুষ্টিমেয় সেনা
বারে বারে রক্ত দেখে—রক্তে ঘৃণা
সুরু হয়েছে তাদের, যুদ্ধ চেয়ে
শান্তি প্রিয় সকলের কাছে।

সংগ্রাম ॥ স্তব্ধ হো'ক উন্মাদ রসনা—
'শান্তি'—ঐ নাম কর্ণ মাঝে
শুনিবারে নাহি চাই সেনাপতি
শান্তি কাপুরুষের বাণী
শান্তি দুর্বলের ধর্ম বাঁচিবার।
শক্তিমান রাজা প্রচারিতে চায়
নিজ সাম্রাজ্য মহিমা—
দিকে দিগন্তরে। আমার
বাঁচার তরে লক্ষ কীট যদি মরে
কোন ক্ষোভ নেই তাহে—নেই কোনো
জ্বালা ; দুর্বল অবসাদ পাশ
ছিন্ন করো সেনাপতি—
মনে রেখ একই বন্ধনে বদ্ধ
আমাদের বাঁচা কিংবা মরা।

[বন্দী অবস্থায় ঠাকুর মশাইকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ]

সেনাপতি ॥ ঐ সেই উন্মাদ গায়ক

গান গেয়ে উত্তেজিত করে
প্রজাদলে সবে।

সংগ্রাম ॥ ওঃ তুমি, কোথায় নিবাস ?

ঠাকুর ॥ সারা জম্বুদ্বীপে ; ছিল একঘর
তোমার কল্যাণে আজ সহস্রের ঘরে।

(নেপথ্যে জনতার জয়ধ্বনি)

সংগ্রাম ॥ কিসের কোলাহল ?

ঠাকুর। (সুরে)—মানুষের ভগবান জাগছে—

সংগ্রাম ॥ স্তব্ধ করো বাতুল রসনা।

ঠাকুর ॥ (সুরে) ঐ শোন, ঐ শোন, শোন ঐ……

সংগ্রাম ॥ প্রহরী, তপ্ত লৌহ শলাকায়
উৎপাটিত কর ঐ ঘৃণিত রসনা। [প্রহরীর প্রস্থান]

ঠাকুর ॥ (সুরে)—যুগান্ত নিদ্রিত দিগন্তকে……

(নেপথ্যে জয়ধ্বনি তীব্রতর হয়)

সংগ্রাম ॥ কোলাহল ক্রমেই বাড়ছে
সেনাপতি—দুর্গদ্বারে তোপমুখে
অগ্নি সংযোজিত কর, মুহূর্ত বিলম্ব
যেন নাহি হয় আর। [সেনাপতির প্রস্থান]

ঠাকুর ॥ (সুরে) নিশান্তে দিকে দিকে আজ তাই……

সংগ্রাম ॥ চুপ, বাতুল কুক্কুর—নিজ হাতে
উৎপাটিব বিদ্রোহী রসনা—রাজদ্রোহীতার
শাস্তি কি নিষ্ঠুর—জানিবি তা এখনই।

(ঠাকুর মশাইয়ের কণ্ঠ চেপে ধরেন)

ঠাকুর ॥ (গলা ছাড়িয়ে, সুরে)—ওরে, কার গলা তুই ধরবি টিপে…

(নেপথ্যে বহু কণ্ঠে ঐ গান প্রতিধ্বনিত হয়)

গ্রাম ॥ কারা গায় গান ?

[সেনাপতির পুনঃ প্রবেশ]

াপতি ॥ মহারাজ, ভগ্ন প্রাসাদের দ্বার
অগণিত বিদ্রোহীর দল ক্রুদ্ধ-চোখে
প্রবেশিছে প্রাসাদের মুখে—

ংগ্রাম ॥ ভগ্ন প্রাসাদের দ্বার ! অস্ত্রাগার, অস্ত্রাগার মোর।
সেনাপতি, তুমি থাক এই সভায় প্রহরী—
আমি অস্ত্রাগার হ'তে বাণে বাণে
আচ্ছন্ন করিব মেদিনী গগন
হানিব আজিকে শেষ প্রচণ্ড আঘাত—
শিহরি উঠিবে বিশ্ব প্রলয়ের দাবানল হেরি।

[দ্রুত প্রস্থান]

ঠাকুর ॥ (সুরে)—ঐ শক্তিমদে মত্ত ওরা……

সনাপতি ॥ স্তব্ধ করো গান—নচেৎ—

[পশ্চাতে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে অরুন্ধতীকে লইয়া পুণ্ডরীকের দ্রুত প্রবেশ]

পুণ্ডরীক ॥ নচেৎ, স্তব্ধ হবে রসনা তোমার।

সেনাপতি ॥ কে ? (তরবারি বাহির করে)

পুণ্ডরীক ॥ কে ? চিনাইব মোরে—
তরবারি ফলকে ফলকে।

যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান। অরুন্ধতী ঠাকুর মশাইকে জড়িয়ে ধরে]

অরু ॥ বাবা !

ঠাকুর ॥ কে ?

অরু ॥ বাবা আমি অরু, তোমার অরুন্ধতী।

ঠাকুর ॥ অরুন্ধতী, মা আমার। সন্তানকে ভুলে
কোথায় ছিলি এতদিন পাষাণী মা।

অরু ॥ বাবা— (ফুঁপিয়ে কাঁদে)

ঠাকুর ॥ যাক্, কাজ সমাপ্ত অরুন্ধতী
ঐ দেখ দলে দলে মানুষের স্রোত
প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে—চল মা
আমরা এই মুহূর্তে
এই পাপপুরী ত্যাগ করি।

অরু ॥ কিন্তু পুণ্ডরীক ?

[উন্মুক্ত তরবারি হস্তে পুণ্ডরীকের প্রবেশ]

পুণ্ডরীক ॥ ঠাকুর মশাই— (প্রণাম করে)

ঠাকুর ॥ তুমি এসেছ, ঠিক মুহূর্তে এসেছ।
চল, আর মুহূর্ত বিলম্ব নয়, এই প্রাসাদপুরীর
বদ্ধ বাতাসে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। [তিনজনের প্রস্থান]

[উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সংগ্রাম সিংহের প্রবেশ]

সংগ্রাম ॥ ভীরু পঙ্গপালে ঘিরিয়াছে প্রাসাদ দুর্গ,
অস্ত্রাগার লুন্ঠিত মোর,—কোথা পালাই—
সংগ্রামসিংহ এইবার পরীক্ষা তোমার।
নিহত হবে কি ক্ষিপ্ত কুক্কুর সম
জনতার হাতে ?—না, একবার শেষবার
চেষ্টা করে দেখি, কোথা আছে
পালাবার পথ।

[ছুটে পালাতে যায়—আলুলায়িত কুন্তলা পদ্ম প্রবেশ
করে পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায়—বীভৎস চেহারা তার]

পদ্ম ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ—পথ নেই।

সংগ্রাম ॥ কে, কে তুমি ?

পদ্ম ॥ চিনিস্ না আমাকে, সারাগায়ের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে য়েছিস্, রক্তচুষে অঙ্গ ঝাঁঝরা করেছিস্ চিনিস্ না—চিনিস্ না আমায় ?

সংগ্রাম ॥ উন্মাদিনী পথ ছাড়, বিলম্ব
কোরো না, মুহূর্তে সর্বনাশ হবে।

পদ্ম ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ—কারো সর্বনাশ—কারো পৌষমাস (হঠাৎ মনা হ'য়ে যায়) পৌষ মাস—ধান কাটা শেষ—মরাই ভেঙে গোলায় ধান লা ; আমি পারবুনি বাপু ; অত ধান সেদ্ধ, শুকোনো—আমার হাড়ে বনে বাবা—কি ধান হয়েছে !

সংগ্রামসিংহ অতর্কিতে পালায়। অনেক লোক সোল্লাসে হৈ হৈ করতে করতে বেশ করে—সঙ্গে সঙ্গে ভীম, চৌধুরী, মালেক, ম্যাথর ইত্যাদি—নেপথ্যে গালাহল—"রাজা পালালো—রাজা পালালো—"]

—চৌধুরী ॥ রাজা পালিয়েছে, রাজা পালিয়েছে, এই সব এখানে টছিস্ ? কি হুলুস্থুল ব্যাপার—বাপ্‌রে বাপ। রাজার বাড়ীর ভেতর য় ঢুকিনি ;—তোদের পেছনে এসে ভালই হয়েছে। ওঃ—কি বাড়িই রেছে রে ?—এঁ্যা—লাখ লাখ টাকার ইঁট কাঠই লেগে গেছে, কি বল ? তোরা সব আর এখানে কেন ? চ' সব দেশে ফিরে চ। চষতে হবে ? আমার পচা গুড়ের সার আছে—সব ঢেলে দেব জমিতে ; ফসল যা গবে না—চ' চ' সব—

[সকলে চলে যায় সোল্লাসে চিৎকার করতে করতে ; ভীম কাকে হাতড়ে খুঁজছে—]

পদ্ম ॥ ঝর্ ঝর্ করে বৃষ্টি ঝরছে—রুইতে যাবেনে ? বেলা যে ড়ে গেল ? থৈ থৈ জল মাঠে—আল যে ভেসে গেল—তুমি আল বাঁধবেনে ?

ভীম ॥ বউ— (ওকে ঝাঁকানি দেয়)—বউ—

পদ্ম ॥ এঁ্যা—

ভীম ॥ চ' বউ, আমরা দেশে ফিরে যাই। আমার চোখ গেছে,

(আবেগে গলা ভারী হ'য়ে আসে)

পদ্ম। এঁ্যা···সব হ'বে—নতুন ধানের গন্ধে ক্ষেত ভরপুর, ভোলাকে নাচতে বলো ;—ভোলা কই আমার—ভোলা, ভোলা ?

ভীম। বউ—চুপ কর—

পদ্ম। ভো—লা—(বলে চীৎকার করে ওঠে)—ভোলা কোথায় ?

ভীম। ভোলা,—সেই যেদিন লড়াইয়ে নাম লেখালু—সেই দিন শেষ দেখা তাকে দেখেছিনু—তারপর—তারপর, আমার চোখ দু'টো কেড়ে নেলে। এই চোখ দু'টো দে আর ভোলাকে দেখতে পেলাম না ; কিন্তুক্ দেখতে তারে আমি পাচ্ছি বৌ ; আমার একটা ভোলার বদলে হাজারটা ভোলা, যারা আমার উপ্‌ড়ে নেওয়া চোখকে আবার ফিইরে দেবে। ভোলা আছে বউ, সারা দেশজুড়ে আজ ভোলা ছইড়ে আছে ; ভোলা আছে।

পদ্ম। আছে ? কোথায় ? ও ঘুমুচ্ছে—?

ভীম। না জেগেছে—শুনছিস্ না, অত গলায় আনন্দ করে—ওরা গান গাইছে, নাচছে। দেখতে পাচ্ছিস্ নি। আমার এই কাণা চোখ দে' আমি দেখছি, আর তুই দেখতে পাচ্ছিস্ নি !

পদ্ম। কৈ, ঐত ভোলা, ঐ ত আমার ভোলা, কত ভোলা গো ; ভোলা নাচ ; নতুন ধান পেকেছে—কাটা হবে—তুই নাচ—ঐ দেখ আমার ভোলা জাগছে—আমার ভোলা জাগছে—

[ওরা দু'জনে বেরিয়ে যায়। নেপথ্যে "মানুষের ভগবান জাগছে"—বহু কণ্ঠে গানের স্বর তীব্রতর হয়]

—শেষ—

মাতলি—তা ছাড়া আর কি ? এখুনি আয়ুষ্মান নিজের রাজ্যে পৌঁছে যাবেন।

রাজা—(নীচে তাকিয়ে) মাতলি তাড়াতাড়ি নেমে যাওয়াতে মানুষদের এলাকা অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

কারণ—

পাহাড়গুলো উঁচু হয়ে যাওয়াতে পৃথিবী যেন
পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে যাচ্ছে। গুঁড়ি দেখা
যাওয়াতে গাছের পাতায় মোরা ভাব চলে যাচ্ছে।
জলছাড়া ক্ষীণদেহ নদীগুলো চওড়া হয়ে যাওয়াতে
নিজেকে প্রকাশ করছে। দেখ, কে যেন
পৃথিবীটাকে তুলে আমার দিকে নিয়ে আসছে।

মাতলি—আয়ুষ্মান, বেশ দেখেছেন। (ভালভাবে দেখে) আহা, বড় সুন্দর এই পৃথিবী।

রাজা—মাতলি, পূব সমুদ্র থেকে যেয়ে পশ্চিম সমুদ্রে নেমেছে, সোনালী রস গড়িয়ে পড়ছে, সন্ধ্যার মেঘের টুকরোর মত দেখাচ্ছে এটা কোন পর্বত ?

মাতলি—আয়ুষ্মান, এটা হল হেমকূট নামে কিন্নরদের পর্বত, তপস্বীদের সেরা জায়গা। দেখুন—

দেবতা আর অসুরদের গুরু প্রজাপতি এখানে
স্ত্রীর সঙ্গে তপস্যা করছেন, তিনি ব্রহ্মার ছেলে
মরীচের সন্তান।

রাজা—(শ্রদ্ধার সাথে) তাহলে শ্রেয়কে ডিঙিয়ে যেতে নেই। ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে যেতে চাই।

মাতলি—আয়ুষ্মান ভাল কথা। (দুজনে নামার অভিনয় করে)

রাজা—(বিস্ময়ের সাথে)—মাতলি—

মাটি ছোঁয়নি বলে রথের চাকা কোন শব্দ
করেনি। সামনে কোন ধুলোও দেখা যাচ্ছেনা। রথ
আপনার ঝাঁকি দেয়না—নামলেও বোঝা যায় না।

মাতলি—আপনার আর ইন্দ্রের ভিতরে এইটুকুনই তফাৎ।

রাজা—মাতলি, মারীচের আশ্রম কোন্ দিকটায়?

মাতলি—(হাত দিয়ে দেখাতে দেখাতে) দেখুন—

যেখানে স্থাণুর মত অচল ওই মুনি সূর্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, শরীরের অর্ধেকটা উই ঢিপিতে ঢেকে গিয়েছে, বুকে সাপের খোলস লেগে আছে, গলায় শুকনো লতার আঁকড়ি কঠিন ভাবে জড়িয়ে আছে, কাঁধ পর্যন্ত জটা নেমে এসেছে, তাতে পাখীর বাসা হয়েছে।

রাজা—(দেখে) কৃচ্ছ্রসাধক নমস্কার।

মাতলি—(রথের রাশ টেনে) এই মন্দার গাছ অদিতি পেলেছেন। আমরা দুজনে এখন প্রজাপতির আশ্রমে ঢুকলাম।

রাজা—আঃ, এখানে স্বর্গের চাইতেও বেশি শান্তি, আমি যেন অমৃতের হ্রদে ডুবে আছি।

মাতলি—(রথ থামিয়ে) আয়ুষ্মান নামুন।

রাজা—(নেমে) মাতলি, আপনি এখন কি করবেন?

মাতলি—রথটা আমি থামিয়ে দিলাম, তাহলে আমিও নামব। (তাই করে) এদিকে, এদিকে আয়ুষ্মান। (যেয়ে) মাননীয় ঋষিদের তপোবন দেখুন।

রাজা—দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি।—

বনে কল্পতরু আছে, সেখানে হাওয়া খেয়ে প্রাণ রক্ষা করা, সোনালী পদ্মের রেণুতে লালচে জল, তাতে পুণ্যস্নান, মণিবসানো পাথরের বাড়ীতে ধ্যান; কাছাকাছি স্বর্গের মেয়েরা, সেখানে সংযম। অন্য মুনিরা যার জন্যে তপস্যা করেন, তার ভিতরে থেকে উনি তপস্যা করছেন।

মাতলি—যাঁরা মহৎ, তাঁদের আশা উঁচু। (খানিকটা যেয়ে আকাশে) ও বৃদ্ধ শাকল্য, ভগবান মারীচ এখন কি করছেন? (শুনে) কি

বললেন ? দাক্ষায়ণী পতিব্রতা ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন, তাঁকে আর অন্য মহর্ষিদের স্ত্রীদের তাই বলছেন ?

রাজা—(কান দিয়ে) ওহো, বিষয়টা এমন যে অপেক্ষা করা উচিত।

মাতলি—(রাজাকে দেখে) আপনি ওই অশোক গাছের নিচে অপেক্ষা করুন, আমি ততক্ষণ ইন্দ্রের গুরুকে নিবেদন করার সুযোগ খুঁজি।

রাজা—আপনি যা মনে করেন। (এই বলে দাঁড়ান, মাতলি বেরিয়ে যায়।)

রাজা—(সুলক্ষণের অভিনয় করে)—

মনের আশা পূর্ণ হবার ভরসা নেই। হাত মিথ্যেই
নড়ছে। মঙ্গলকে আগেই ফিরিয়ে দিয়েছি,
এখন দুঃখই অবশিষ্ট আছে।

নেপথ্যে—না, দুষ্টুমি করোনা, কি ? আবার নিজের স্বভাব ফিরে পেয়েছো ?

রাজা—(কান দিয়ে) দুষ্টুমির ত এ জায়গা নয়—তা হলে কে এভাবে নিষেধ করছে ? (যে দিক থেকে শব্দ আসছে সেদিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে) আহা, তাপসীরা আটকে রাখছে, সাধারণ শিশুর মত নয়, এ শিশু কে ?—

সিংহের বাচ্চাটার মায়ের দুধ অর্ধেক খাওয়া হয়েছে
তার কেশর দলে মুচড়ে খারাপ হয়ে গিয়েছে,
তাকে খেলার জন্যে গায়ের জোরে টানছে।

(তারপর যেমন বলা হয়েছে সেই রকম করতে করতে তাপসীদের সাথে বালকের প্রবেশ)

বালক—হাঁ কর সিংহের বাচ্চা, হাঁ কর, তোর দাঁত গুণব।

প্রথমা—দুষ্টু, আমাদের ছেলের মত জন্তুদের উপর অত্যাচার করছ কেন ? উঃ, তোমার দুষ্টুমি বেড়ে চলেছে, ঋষিরা যে তোমার নাম সর্বদমন দিয়েছেন ঠিক হয়েছে।

রাজা—এই ছেলেটি দেখে আমার মন নিজের ছেলেতে যেমন হয়

সেই রকম নরম হয়ে উঠছে কেন? (ভেবে) নিশ্চয়ই ছেলে নেই বলে আমার বাৎসল্য এসেছে।

দ্বিতীয়া—ওর বাচ্চাকে ছেড়ে না দিলে এই সিংহিনী তোমাকে তাড়া করবে।

বালক—(হেসে) মাগো, আমি বেজায় ভয় পেয়েছি।

(এই বলে ঠোঁট দেখায়)

রাজা—(আশ্চর্য হয়ে)—

মনে হয় এই শিশুর ভিতরে আছে মহান্ তেজের বীজ। স্ফুলিঙ্গ আছে, আগুন শুধু জ্বালানির অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রথমা—এই সিংহের বাচ্চাটাকে ছেড়ে দাও বাছা, তোমাকে অন্য খেলনা দেব।

বালক—কোথায়? তাই দাও।

(এই বলে হাত বাড়ায়)

রাজা—(শিশুর হাত দেখে) কিরকম? ওর চক্রবর্তীর লক্ষণও রয়েছে।

কারণ ওর—

চাওয়া জিনিসের লোভে মেলে দেয়া হাত জ্বলজ্বল করছে। জাল দিয়ে গাঁথা আঙুলগুলো, যেন পাঁপড়িগুলোর ফাঁক দেখা যাচ্ছে না এমন একটি পদ্ম, নতুন উষার ঝলমলে রঙে ফুটে উঠেছে।

দ্বিতীয়া—সুব্রতা, কেবল কথা দিয়ে একে ঠেকানো যাবেনা। তা যাও। আমার পাতার ঘরে ঋষিকুমার মার্কণ্ডেয়ের রঙীন মাটির ময়ুর আছে, সেটা ওকে দাও।

প্রথমা—বেশ। (বেরিয়ে যায়)

বালক—ততক্ষণ ওর সঙ্গেই খেলা করব।

(এই বলে তাপসীর দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে)

রাজা—এই দুষ্টুটাকে বেশ লাগছে। (নিঃশ্বাস ফেলে)—

ছেলের আধ আধ কথা বলার চেষ্টায় আর
অকারণ হাসিতে দাঁতগুলো সামান্য উঠেছে দেখা
যায়। সে ছেলে ভালবেসে কোলে আশ্রয়
নেয়, তাকে যে তুলে নেয়, তার গায়ের ধূলোয়
যার গা নোংরা হয়, তার অনেক পুণ্য।

তাপসী—(আঙুল দেখিয়ে ধমকে) ওরে আমাকে গ্রাহ্য করছিস না? (পাশে দেখে) ঋষিকুমারদের কে এখানে আছ? (রাজাকে দেখে) ভদ্রমুখ শুনুন, এই সিংহের বাচ্চাটাকে খেলার ছলে জোর করে ধরে রেখেছে, ছাড়ান শক্ত, ওকে একটু ছাড়িয়ে দিন।

রাজা—বেশ, (এই বলে কাছে যেয়ে একটু হেসে)—ওহে মহর্ষির ছেলে,—

তোমার বাবা সংযমী, তোমার এরকম আশ্রম
ছাড়া ব্যবহার কেন? কাল সাপের বাচ্চা থাকলে
চন্দন যেরকম খারাপ হয়ে যায়, সেই রকম
এতে নিজের ভিতরকার গুণও নষ্ট হয়ে যায়।

তাপসী—ভদ্রমুখ, এ কিন্তু ঋষির ছেলে নয়।

রাজা—ওর গড়ন আর সেই রকম কাজকর্মতে তাই মনে হয়। কিন্তু জায়গাটা ভেবেই আমি এইরকম মনে করেছিলাম। (যেরকম অনুরোধ, সেই রকম করতে করতে শিশুর স্পর্শ অনুভব করে, নিজের মনে)—

কার যেন বংশের এ অঙ্কুর। ওর গা ছুঁয়েই
আমার এত সুখ। যার দেহ থেকে এ জন্ম
নিয়েছে, না জানি তার কত আনন্দ।

তাপসী—(দুজনকে ভাল করে দেখে) আশ্চর্য, আশ্চর্য!

রাজা—আর্যা, কিরকম?

তাপসী—এই শিশুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকলেও আপনার

চেহারার সাথে মিল দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। স্বভাবে ও দুরন্ত, কিন্তু আপনি অপরিচিত হলেও গোলমাল করছেনা।

রাজা—(বাচ্চাকে আদর করতে করতে) আর্যা, যদি ও মুনির ছেলে না হয় তাহলে ওর কোন বংশ ?

তাপসী—পুরুবংশ।

রাজা—(স্বগত) কিরকম ? আমাদের একই বংশ। সেই জন্যেই এই মহিলা একে আমার মত দেখতে বলে ভাবছেন। (প্রকাশ্যে) পুরুবংশের কুলব্রতের শেষটা এই রকম।—

আগে পৃথিবী রক্ষা করার জন্যে নানা রসে ভরা
বাড়ীতে যারা থাকে, পরে যখন সন্ন্যাসীর ব্রত
নেয় তখন গাছের তলাই তাদের বাসা হয়।

কিন্তু মানুষ ত নিজের ইচ্ছায় এখানে আসতে পারে না।

তাপসী—ভদ্রমুখ, যা বলেছেন। কিন্তু অপ্সরার সঙ্গে সম্পর্ক থাকাতে এই শিশুর মা দেবগুরুর এই আশ্রমে প্রসব করেছেন।

রাজা—(নিজের মনে) আঃ, আশা করার দ্বিতীয় যুক্তি। (প্রকাশ্যে) তাহলে সেই মাননীয়া মহিলা কোন রাজার স্ত্রী ?

তাপসী—ধর্মপত্নীকে ত্যাগ করেছে তার নাম নেবার কথা কে ভাবে ?

রাজা—(নিজের মনে) একথা নিশ্চয়ই আমাকেই লক্ষ্য করে। (চিন্তা করে) তাই যদি হয় তাহলে বাচ্চার মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করি। না কি পরের স্ত্রীর আলোচনা করা আর্যের ব্যবহার নয়।

(মাটির ময়ূর হাতে প্রবেশ করে)

তাপসী—সর্বদমন শকুন্তলাবণ্য দেখ।

(শকুন্ত অর্থ পাখী—অনুবাদক)

বালক—(তাকিয়ে) আমার মা কোথায় ?

(দুজনেই হাসতে থাকে)

প্রথমা—মাকে ভালবাসে, নামের মিল দেখে ঠকেছে।

দ্বিতীয়া—বাছা, এই মাটির ময়ূরটা কি সুন্দর দেখ। এই বলা হয়েছে।

রাজা—(নিজের মনে) কি ? ওর মায়ের নাম শকুন্তলা ? আবার

নামের মিলও থাকে। না কি এই কথা মরীচিকার মত আমার দুঃখেরই জন্যে।

বালক—দিদি, এই মাটির ময়ূরটা আমার পছন্দ হয়েছে। (খেলনাটা নেয়)

প্রথমা—মাগো, ওর কব্জীতে রক্ষা কবচটা দেখছি না।

রাজা—আর্যা ব্যস্ত হবেন না। সিংহের ছানার সাথে হুটোপাটি করার সময় নিশ্চয়ই পড়ে গিয়েছে। (তুলতে যায়)

দুজনে—না না...। এটা ধরে···। কি ? ইনি ধরেছেন ? (আশ্চর্য হয়ে বুকে হাত দিয়ে দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

রাজা—আমাকে নিষেধ করা হল কেন ?

প্রথমা—মহারাজ শুনুন। এটা দেবতাদের মহৌষধ অপরাজিতা। এর প্রভাব খুব। এই ছেলের জাতকর্মের সময় ভগবান মারীচ দিয়েছেন। এটা মাটিতে পড়লে মা-বাবা আর নিজে ছাড়া আর কেউ ধরে না।

রাজা—যদি ধরে।

প্রথমা—তাহলে তাকে সাপ হয়ে কামড়াবে।

রাজা—আপনারা কখন এর এই বিকার দেখেছেন ?

দুজনে—অনেকবার।

রাজা—(আনন্দের সাথে নিজের মনে) পূর্ণই যখন হল তখন মনের আশাকে অভিনন্দন জানাবো না কেন ? (এই বলে বালককে আদর করতে থাকেন)

দ্বিতীয়া—সুব্রতা এস। শকুন্তলা নিয়ম পালন করছে। তাকে এই ব্যাপার বলি। (দুজনে বেরিয়ে যায়)

বালক—আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি মায়ের কাছে যাব।

রাজা—আমার ছেলে। আমার সাথেই মাকে অভিনন্দন জানাবে।

বালক—আমার বাবা দুষ্মন্ত। তুমি নও।

রাজা—(হেসে) এই ঝগড়ায় আমার আরও বিশ্বাস হল।

(তারপর একটি বেণীবাঁধা শকুন্তলার প্রবেশ)

শকুন্তলা—(চিন্তা করতে করতে) বিকার হবার সময়ও সর্বদমনের গাছড়া ঠিক ছিল শুনেও আমার নিজের ভাগ্যের উপর কোন ভরসা ছিল না। না কি, সানুমতী যে রকম বলেছে, এ হতেও পারে।

(চলতে থাকে)

রাজা—(শকুন্তলাকে দেখে আনন্দে আর দুঃখে) আহা, এই সেই মাননীয়া শকুন্তলা।—

পরণে ধূলো মাখা কাপড়, ব্রত পালন করে
মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, একটি বেণীবাঁধা, অতি
অকরুণ আমার দীর্ঘ বিরহ, শুদ্ধভাবে পালন
করছে।

শকুন্তলা—(অনুশোচনায় বিবর্ণ রাজাকে দেখে ভাবতে ভাবতে) আর্যপুত্রের মত ঠিক নয়, তাহলে কে এ এখন রক্ষাকবচ পরা আমার ছেলেকে গায়ের ছোঁয়ায় অশুচি করছে!

বালক—(মার কাছে যেয়ে) মা, এ কে একটি লোক আমাকে ছেলে বলে আদর করে জড়িয়ে ধরছে।

রাজা—প্রিয়া, আমি তোমার সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলাম, কিন্তু ফল তার ভাল হয়েছে। তাইতে আমার এখন ইচ্ছে, তুমি আমাকে চিনতে পার।

শকুন্তলা—(নিজের মনে) মন, ভরসা কর। ভরসা কর। বিপদ পেরিয়ে এসে এখন দৈব আমাকে দয়া করেছে। ইনি আর্যপুত্রই।

রাজা—প্রিয়া—

সুন্দর তোমার মুখ, কপালগুণে মোহ কেটে
গিয়েছে, তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে। রাহু
গিয়েছে, চাঁদের রোহিণীর সাথে মিলন হয়েছে।

শকুন্তলা—জয় হোক, জয় হোক আর্যপুত্র, (অর্ধেক বলে ভেজা গলায় থেমে যায়)

রাজা—সুন্দরী—

কান্নায় আটকে গেলেও জয় শব্দে আমি
জিতেছি। কারণ, প্রসাধন ছাড়াই লালচে
তোমার ঠোঁট, সে মুখ আমি দেখেছি।

বালক—এ কে মা ?

শকুন্তলা—তোর কপালকে জিজ্ঞাসা কর বাছা, (কাঁদতে থাকে)

রাজা—

সুন্দরী মেয়ে, ফিরিয়ে দেবার দুঃখ মন থেকে
সরিয়ে দাও। আমার মনের উপর তখন কি
যেন একটা বিরাট মোহ এসে পড়েছিল। গভীর
যাদের মোহ, তাদের প্রায়ই এরকম হয়। অন্ধ
সাপ ভেবে মাথায় দেয়া মালাও ফেলে দেয়।

(এই বলে পায়ে পড়ে।)

শকুন্তলা—উঠুন আর্যপুত্র, উঠুন। আমার আগের কোন কাজের ফল নিশ্চয়ই ভাল কাজের বাধা হয়ে সে দিন পেকে উঠেছিল। সেই জন্যে এমনিতে দয়ালু হলেও আর্যপুত্র ওইরকম করেছিলেন।

(রাজা ওঠেন)

শকুন্তলা—তারপর এই দুঃখীকে আর্যপুত্রের কি করে মনে পড়ল ?

রাজা—দুঃখের কাঁটা তুলে নিয়ে তবে বলব।—

সুন্দরী মেয়ে, চোখের জল তোমার অধরের উপরে
এসেছিল, মোহে আগে অবহেলা করেছি।
প্রিয়া, আজ তোমার অধরের বাঁকা পাঁপড়ির
উপরে তাই ঝুলছে। সেটা মুছে দি আমার
অনুশোচনা চলে যাক।

(যে রকম বলা হল তাই করে)

শকুন্তলা—(চোখ মোছার পর আংটি দেখে) আর্যপুত্র এই সেই আংটি ?

রাজোদ্যানে দুষ্যন্ত, শকুন্তলা ও সর্বদমন

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে 'শকুন্তলা'র হিন্দী অনুবাদের সচিত্র পাণ্ডুলিপি থেকে

রাজধানী অভিমুখে দুষ্যন্ত, শকুন্তলা ও সর্বদমন

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে 'শকুন্তলা'র হিন্দী অনুবাদের সচিত্র পাণ্ডুলিপি থেকে

[চিত্র পরিচিতি দেখুন]

রাজা—হ্যাঁ, অদ্ভুতভাবে এই আংটিটা পেয়ে আমার স্মৃতি ফিরে এসেছে।

শকুন্তলা—এটা বড় অন্যায় করেছে। কারণ আর্যপুত্রকে বিশ্বাস করানোর সময় এটা পাওয়া যায়নি।

রাজা—তাহলে ঋতুর সাথে মিলনের প্রমাণ হিসাবে লতার সাথে ফুলের মিলন হোক।

শকুন্তলা—আমি ওকে বিশ্বাস করিনা। আর্যপুত্রই এটা পরুন।

(তারপর মাতলির প্রবেশ)

মাতলি—কপালগুণে ধর্মস্ত্রী আসাতে আর ছেলের মুখ দেখাতে আয়ুষ্মাণের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে।

রাজা—আমার মনের আশার মিষ্টি ফল হয়েছে।

মাতলি—ইন্দ্র এ ব্যাপার জানেন না ?

মাতলি (হেসে) দেবতাদের না জানা কি আছে ? এদিকে আসুন আয়ুষ্মান। ভগবান মারীচ আপনাকে দর্শন দেবেন।

রাজা—প্রিয়া, ছেলেকে নাও। তোমাকে সামনে রেখে ভগবানকে দেখতে ইচ্ছা করছে।

শকুন্তলা—আর্যপুত্রের সাথে গুরুজনের কাছে যেতে লজ্জা করছে।

রাজা—শুভ কাজে এ করা যায়। এস, এস। (এই বলে সবাই হাঁটতে থাকে)

(তারপর অদিতির সাথে আসনে বসা মারীচের প্রবেশ)

মারীচ—(রাজাকে দেখে) দাক্ষায়ণী—

যুদ্ধের সামনে এ প্রথমে থাকে। পৃথিবীর রাজা,
নাম দুষ্মন্ত। ওর ধনুকেই সব কাজ হয়ে
যাওয়াতে সেরা বজ্র ইন্দ্রের শুধু আভরণ।

অদিতি—এর চেহারা দেখেই বোঝা যায়।

মাতলি—আয়ুষ্মান। ছেলেকে ভালবাসার মত দৃষ্টিতে এই যে দেবতাদের বাবা, মা আপনার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাহলে কাছে যান।

রাজা—মাতলি, এই কি সেই দক্ষমারীচ দম্পতি? যাকে মুনিরা বার রকম ভাবে বর্তমান তেজের কারণ বলে বলেছেন। যার সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার ব্যবধান মোটে একজনের? যজ্ঞের অংশীদারদের রাজা ত্রিভুবনের প্রভু যেখানে জন্ম নিয়েছেন? স্বয়ম্ভুর পরে যে পুরুষ (বিষ্ণু) তিনিও যেখানে জন্মাবার জায়গা করেছিলেন?

মাতলি—হ্যাঁ।

রাজা—(প্রণাম করে) যাকে ইন্দ্র নিয়োগ করেছেন সেই দুষ্যন্ত আপনাদের দুজনকেই প্রণাম করছে।

মারীচ—বৎস, দীর্ঘজীবী হও, পৃথিবী পালন কর।

অদিতি—তোমার রথ যেন কেউ আটকাতে না পারে বাছা।

(শকুন্তলা ছেলে শুদ্ধ পায়ে পড়ে)

মারীচ—বাছা—

ইন্দ্রের মত তোমার স্বামী, জয়ন্তের মত ছেলে,
অন্য আশীর্বাদ তোমার উপযুক্ত নয়। পৌলমীর
মত কল্যাণী হও।

অদিতি—স্বামী সোহাগিনী হও বাছা। দীর্ঘায়ু এই ছেলে দুই কুলকেই আনন্দ দিক। বোস। (প্রজাপতিকে ঘিরে সকলে বসে)

মারীচ—(এক একজনকে দেখিয়ে)—

কপালগুণে সাধ্বী শকুন্তলা, এই ভাল ছেলে আর
তুমি একসাথে হলে। শ্রদ্ধা, বিত্ত আর বিধি ঐ
তিনটে জিনিস একসাথে মিলল।

রাজা—ভগবান, প্রথমে ইচ্ছাপূর্ণ হওয়া পরে দেখা পাওয়া, এই অপূর্ব ব্যাপার আপনারই অনুগ্রহ। কারণ—

আগে ফুল হয় তারপর ফল, আগে মেঘ হয়
তারপর বৃষ্টি। কার্য-কারণের এই নিয়ম। আপনার
দয়ায় হল আগেই সম্পদ।

মাতলি—আয়ুষ্মান, দেবতারা এইভাবেই অনুগ্রহ করেন।

রাজা—ভগবান, আপনার আদেশ পালন করে এই মেয়ে; একে গন্ধর্ব

নিয়মে বিয়ে করেছিলাম, কিছুদিন বাদে আত্মীয়রা নিয়ে এলে মনে ছিল না বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আপনাদের মাননীয় কণ্বের কাছে আমি অপরাধী হয়েছি। পরে এই আংটি দেখে স্মৃতি ফিরে এলে, আগে বিয়ে করার কথা মনে পড়ল, আমার এটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে।—

যেন হাতী সামনে থাকতে এটা হাতী নয় ; যখন
চলে যাচ্ছে তখন সন্দেহ ; কিন্তু পায়ের ছাপ
দেখে বিশ্বাস হল, আমার মনের বিকারও সেই
রকম।

মারীচ—বাছা, নিজের অপরাধের ভয় করো না। মোহও তোমার উপরে এসে পড়েছিল। শোন—

রাজা—শুনছি।

মারীচ—যখন অপ্সরাতীর্থ থেকে নেমে সাক্ষাৎ দুঃখী শকুন্তলাকে নিয়ে মেনকা দাক্ষায়ণীর কাছে হাজির হল, তখনই ধ্যানে জানতে পেরেছি, দুর্বাসার শাপে এই বেচারা স্ত্রীকে তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ। অন্য কিছু নয়। সেই শাপও আংটি দেখাতে শেষ হয়ে গিয়েছে।

রাজা—(আনন্দের সাথে) এই কথায় আমি বেঁচে গেলাম।

শকুন্তলা—(নিজের মনে) কপালগুণে আর্যপুত্র কারণ ছাড়া ফেরাননি, কিন্তু আমাকে শাপ দিয়েছেন, তাও মনে পড়ছেনা, নাকি বিরহে মন শূন্য ছিল বলে শাপ আমি শুনিইনি। কারণ, সখীরা আমাকে খুব সাবধানে বলে দিয়েছিল "সেই রাজার যদি তোকে মনে না পড়ে তাহলে এই আংটিটা দেখাস।"

মারীচ—বাছা, তোমার আশা পূর্ণ হয়েছে। সেই জন্যে স্বামীর উপর তোমার রাগ করা উচিত নয়। দেখ—

শাপে ভুলে যাওয়াতে স্বামী খারাপ ব্যবহার
করেছিল। অন্ধকার কেটে যাওয়াতে এখন
প্রভুত্ব তোমারই। আয়নায় ময়লা লাগালে

তাতে ছায়া দেখা যায়না। কিন্তু পরিষ্কার
করলে ভাল দেখা যায়।

রাজা—ভগবান যা বলেন।

মারীচ—বাছা, শকুন্তলার এই ছেলেকে অভিনন্দন জানিয়েছো ত? এর জাতকর্ম সব আমি বিধিমত করেছি।

রাজা—ভগবান, আমার বংশের প্রতিষ্ঠা এখানেই।

(এই বলে শিশুর হাত ধরে)

মারীচ—মনে রেখ, এ তাই হবে আর রাজচক্রবর্তীও হবে।—
রথ এর কেউ আটকাতে পারবে না। তার
গতি না কমিয়েই সমুদ্র পার হয়েও অল্পদিনেই
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী জয় করবে। এখানে জোর
করে জন্তুদের জয় করেছে বলে এ সর্বদমন।
লোককে ভরণ করবে বলে এর নাম হবে ভরত।

রাজা—ভগবান যখন সংস্কার করেছেন, এ সবই আমরা আশা করি।

অদিতি—ভগবান, তার মেয়ের মনের আশা পূর্ণ হয়েছে, কণ্বের কাছে এ খবর পেঁাছে দেয়া উচিত। মেনকা মেয়েকে ভালবাসে, সে আমার কাছেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শকুন্তলা—(নিজের মনে) ভগবতী, আমার মনের কথাই বলেছেন।

মারীচ—তপস্যার প্রভাবে তিনি সবই জানেন।

রাজা—তাহলে মুনি আমার উপরে খুব রাগ করেননি।

মারীচ—তাহলেও আমাদের তাঁকে এই ভাল খবরটা দেয়া উচিত। কে, কে আছ এখানে?

(প্রবেশ করে)

শিষ্য—আমি এখানে ভগবান।

মারীচ—গালব, এখুনি উড়ে যাও। আমার কথায় মাননীয় কণ্বকে এই ভাল খবরটা দাও যে, শাপ শেষ হয়ে যাওয়াতে দুষ্মন্তের স্মৃতি ফিরে এসেছে। তিনি শকুন্তলাকে আর তার ছেলেকে গ্রহণ করেছেন।

শিষ্য—ভগবানের যা আদেশ।

(বেরিয়ে যায়)

মারীচ—বাছা, তুমিও বউ, ছেলে নিয়ে বন্ধু ইন্দ্রের রথে উঠে তোমার রাজধানীতে ফিরে যাও।

রাজা—(প্রণাম করে) ভগবানের যা আদেশ।

মারীচ—

ইন্দ্র তোমাদের প্রজাদের প্রচুর বর্ষণ দান করুন।
তুমিও প্রচুর যজ্ঞ করে স্বর্গের ভালবাসা লাভ
কর। এই রকম পরস্পরের কাজ শতযুগ ধরে
করে তুমি স্বর্গে, মর্তে গর্ব করার মত অনুগ্রহ
লাভ কর।

রাজা—ভগবান, যতদূর সম্ভব ভালই করতে চেষ্টা করব।

মারীচ—বাছা, তোমাকে আর কি প্রিয় উপহার দেব?

রাজা—এর চাইতেও ভাল আর কি আছে? তাহলে এই হোক।

—ভরত বাক্য—

রাজা প্রজাদের উপকার করুন। বেদজ্ঞদের
বাক্য মহান্ হোক, আর স্বয়ম্ভূ সর্বশক্তিমান
মহাদেব আমারও পুনর্জন্ম বন্ধ করুন।

(সবাই বেরিয়ে যায়)

॥ পরিশিষ্ট ॥

শ্লোক উদ্ধৃতি

প্রস্তাবনা

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্বভূতপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ ॥

—স্রগ্ধরা ছন্দ

অনুবাদ, ১৭ পৃষ্ঠায় ২—৮ পঙক্তি

সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ।
প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ ॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ১৮ পৃষ্ঠায় ৫—৭ পঙক্তি

ঈসীসিচুম্বিআইং ভমরেহিং সুউমারকেসরসিহাইং।
ওদংসঅন্তি দঅমাণা পমদাও সিরীসকুসুমাইং ॥

—গীতি ছন্দ

অনুবাদ, ১৮ পৃষ্ঠায় ১০—১২ পঙক্তি

প্রথম অঙ্ক

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ভূয়সা পূর্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্যাং প্রয়াতি॥

—স্রগ্ধরা ছন্দ

অনুবাদ, ১৯ পৃষ্ঠায় ৯—১৬ পঙক্তি

মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্বকায়া
নিষ্কম্পচামরশিখা নিভৃতোর্ধ্বকর্ণাঃ।
আত্মোদ্ধতৈরপি রজোভিরলঙ্ঘনীয়া
ধাবন্ত্যমী মৃগজবাক্ষময়েব রথ্যাঃ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ২০ পৃষ্ঠায় ১—৫ পক্তি

যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাম্
যদর্দ্ধে বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়োর্
ন মে দূরে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন পার্শ্বে রথজবাৎ॥

—শিখরিণী ছন্দ

অনুবাদ, ২০ পৃষ্ঠায় ৭—১১ পঙক্তি

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।

বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগাস্
তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিস্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ ॥

—শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ২২ পৃষ্ঠায়, ৩—৯ পঙক্তি

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্মলক্ষ্মীং তনোতি ।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ॥

—মালিনী ছন্দ ।

অনুবাদ, ২৪ পৃষ্ঠায় ৬—৯ পঙক্তি

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ২৪ পৃষ্ঠায় ১৯-২১ পঙক্তি

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশোবেপথুমতীং
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ ।
করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্বস্বমধরং
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী ॥

—শিখরিণী ছন্দ ।

অনুবাদ, ২৫ পৃষ্ঠায় ১৯—২৪ পঙক্তি

স্রস্তাংসাবতিমাত্রলোহিততলৌ বাহূ ঘটোৎক্ষেপণাৎ
অদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ প্রমাণাধিকঃ ।

বদ্ধং কর্ণশিরীষরোধি বদনে ঘর্মাম্ভসাং জালকং
বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্যাকুলা মূর্ধজাঃ ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ৩০ পৃষ্ঠায় ১০—১৫ পঙক্তি

বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ
কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসম্মুখীয়ং
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৩১ পৃষ্ঠায় ১—৪ পঙক্তি

তীব্রাঘাতপ্রতিহততরুস্কন্ধলগ্নৈকদন্তঃ
ক্রীড়াকৃষ্টব্রততিবলয়াসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ।
মূর্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্ন সারঙ্গযূথো
ধর্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ ॥

—মন্দাক্রান্তা ছন্দ

অনুবাদ, ৩১ পৃষ্ঠায় ৮-১৬ পঙক্তি

দ্বিতীয় অঙ্ক

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোঽপি নয়নে যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োগুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
মা গা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি সা সাসূয়মুক্তা সখী
সর্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো কামী স্বতাং পশ্যতি ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ৩৪ পৃষ্ঠায় ৯—১৪ পঙক্তি

ন নময়িতুমধিজ্যমস্মি শক্তো ধনুরিদমাহিতসায়কং মৃগেষু।
সহবসতিমুপেত্য যৈঃ প্রিয়ায়াঃ কৃত ইব মুগ্ধবিলোকিতোপদেশঃ॥

—পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ

অনুবাদ, ৩৫ পৃষ্ঠায় ৬—৮ পঙক্তি

গাহন্তাং মহিষা নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতং
ছায়াবদ্ধকদম্বকং মৃগকুলং রোমন্থমভ্যস্যতু।
বিশ্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাহততিভির্মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে
বিশ্রামং লভতামিদঞ্চ শিথিলজ্যাবন্ধমস্মদ্ধনুঃ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ৩৬ পৃষ্ঠায় ২৩—২৭ পঙক্তি

সুরযুবতিসম্ভবং কিল মুনেরপত্যং তদুজ্ঝিতাধিগতম্।
অর্কস্যোপরি শিথিলং চ্যুতমিব নবমল্লিকাকুসুমম্॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৩৭ পৃষ্ঠায় ২৮ এবং ৩৮ পৃষ্ঠায় ১—২ পঙক্তি।

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৩৮ পৃষ্ঠায় ৯—১৩ পঙক্তি

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ
অনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ

—শিখরিণী ছন্দ

অনুবাদ, ৩৮ পৃষ্ঠায় ১৬—২০ পঙক্তি

অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতং হসিতমন্যনিমিত্তকৃতোদয়ম্ ।
বিনয়বারিতবৃত্তিরতস্তয়া ন বিবৃতো মদনো ন চ সংবৃতঃ ॥

—দ্রুতবিলম্বিত ছন্দ

অনুবাদ, ৩৮ পৃষ্ঠায় ২৭—২৮ এবং ৩৯ পৃষ্ঠায় ১—২ পঙক্তি

দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে
তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা ।
আসীদ্বিবৃত্তবদনা চ বিমোচয়ন্তী
শাখাসু বল্কলমসক্তমপি দ্রুমাণাম্ ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ ৩৯ পৃষ্ঠায় ৬—৯ পঙক্তি

কৃত্যয়োর্ভিন্নদেশত্বাদ্ দ্বৈধীভবতি মে মনঃ ।
পুরঃ প্রতিহতং শৈলে স্রোতঃ স্রোতোবহো যথা ॥

—শ্লোক ছন্দ

অনুবাদ, ৪২ পৃষ্ঠায় ৭—৯ পঙক্তি

তৃতীয় অঙ্ক

তব কুসুমশরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দোর্
দ্বয়মিদমযথার্থং দৃশ্যতে মদ্বিধেষু ।
বিসৃজতি হিমগর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈস্
ত্বমপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারীকরোষি ॥

—মালিনী ছন্দ

৪৪ পৃষ্ঠায় ১—৪ পঙক্তি

শক্যমরবিন্দসুরভিঃ কণবাহী মালিনীতরঙ্গানাম্ ।
অঙ্গৈরনঙ্গতপ্তৈরবিরলমালিঙ্গিতুং পবনঃ ॥

—আর্যা ছন্দ ।

অনুবাদ, ৪৪ পৃষ্ঠায় ১৮—২০ পঙক্তি

স্তনন্যস্তোশীরং প্রশিথিলমৃণালৈকবলয়ং
প্রিয়ায়াঃ সাবাধং কিমপি কমনীয়ং বপুরিদম্।
সমস্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়োঃ
নতু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু॥

—শিখরিণী ছন্দ

অনুবাদ, ৪৫ পৃষ্ঠায় ১৩—১৬ পঙক্তি

ক্ষামক্ষামকপোলমাননমুরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনং
মধ্যঃ ক্লান্ততরঃ প্রকামবিনতাবংসৌ ছবিঃ পাণ্ডুরা।
শোচ্যা চ প্রিয়দর্শনা চ মদনক্লিষ্টেয়মালক্ষ্যতে
পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা মাধবী।

—শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ৪৬ পৃষ্ঠায় ৯—১৪ পঙক্তি

স্মর এব তাপহেতোর্নির্বাপয়িতা স এব মে জাতঃ।
দিবস ইবাভ্রশ্যামস্তপাত্যয়ে জীবলোকস্য॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৪৭ পৃষ্ঠায় ৪—৬ পঙক্তি

ইদমশিশিরৈরন্তস্তাপাদ্‌বিবর্ণমণীকৃতং
নিশি নিশি ভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রবর্তিভিরশ্রুভিঃ।
অনভিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কং মুহুর্মণিবন্ধনাৎ
কনকবলয়ং স্রস্তং স্রস্তং ময়া প্রতিসার্যতে॥

—হরিণী ছন্দ

অনুবাদ, ৪৮ পৃষ্ঠায় ১—৬ পঙক্তি

অয়ং স তে তিষ্ঠতি সঙ্গমোৎসুকো
বিশঙ্কসে ভীরু যতোঽবধীরণাম্।

লভেত বা প্রার্থয়িতা ন বা শ্রিয়ং
শ্রিয়া দুরাপঃ কথমীপ্সিতোভবেৎ ॥

—বংশস্থবিল ছন্দ

অনুবাদ, ৪৮ পৃষ্ঠায় ১৭—২১ পঙক্তি

উন্নমিতৈকভ্রূলতমাননমস্যাঃ পদানি রচয়ন্ত্যাঃ।
কণ্টকিতেন প্রথয়তি ময্যনুরাগং কপোলেন ॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৪৮ পৃষ্ঠায় ২৬—২৮ পঙক্তি

তুজ্‌ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ মঅণো দিবা বি রত্তিম্পি।
ণিগ্‌ঘিণ তবই বলীঅং তুহ বুত্তমনোরহাইং অঙ্গাইং ॥

উদ্‌গাথা ছন্দ

অনুবাদ, ৪৯ পৃষ্ঠায় ৯—১২ পঙক্তি

অপরিক্ষতকোমলস্য তাবৎ কুসুমস্যেব নবস্য ষট্‌পদেন।
অধরস্য পিপাসতা ময়া তে সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য।

—মালভারিণী ছন্দ

অনুবাদ, ৫২ পৃষ্ঠায় ৪—৬ পঙক্তি

মুহুরঙ্গুলিসংবৃতাধরোষ্ঠং প্রতিষেধাক্ষরবিক্লবাভিরামম্‌।
মুখমংসবিবর্তিপক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কথমপ্যুন্নমিতং ন চুম্বিতং তু ॥

—মালভারিণী ছন্দ

অনুবাদ, ৫৩ পৃষ্ঠায় ৩—৬ পঙক্তি

তস্যাঃ পুষ্পময়ী শরীরলুলিতা শয্যা শিলায়ামিয়ং
ক্লান্তো মন্মথলেখ এষ নলিনীপত্রে নখৈরর্পিতঃ।

হস্তাদ্ ভ্রষ্টমিদং বিসাভরণমিত্যাসজ্জমানেক্ষণে
নির্গন্তুং সহসা ন বেতসগৃহাদীশোঽস্মি শূন্যাদপি ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িতছন্দ

অনুবাদ, ৫৩ পৃষ্ঠায় ৯—১৪ পঙক্তি

চতুর্থ অঙ্ক

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকোনিয়ম্যত ইবৈষ দশান্তরেষু ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৫৬ পৃষ্ঠায় ২৪—২৭ পঙক্তি

অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী মে
দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা।
ইষ্টপ্রবাসজনিতান্যবলাজনস্য
দুঃখানি নূনমতিমাত্রসুদুঃসহানি ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৫৭ পৃষ্ঠায় ২—৫ পঙক্তি

ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডুতরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতং
নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপরাগসুভগো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্বভাগোত্থিতৈর্
দত্তান্যাভরণানি নঃ কিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ৬০ পৃষ্ঠায় ১৩—১৮ পঙক্তি

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠস্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্ ।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ৬১ পৃষ্ঠায় ২—৬ পঙক্তি

অমী বেদিং পরিতঃ ক্লৃপ্তধিষ্ণ্যাঃ
সমিদ্বন্তঃ প্রান্তসংস্তীর্ণদর্ভাঃ ।
অপঘ্নন্তো দুরিতং হব্যগন্ধৈঃ
বৈতানাস্ত্বাং বহ্নয়ঃ পাবয়ন্তু ॥

—প্রথম ও তৃতীয় চরণ বাতোর্মী ছন্দ

—দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ শালিনী ছন্দ

অনুবাদ, ৬১ পৃষ্ঠায় ২২—২৪ পঙক্তি

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্ ।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্ ।

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ৬২ পৃষ্ঠায় ৫—১০ পঙক্তি

রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভিঃ
ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্কমরীচিতাপঃ ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চপন্থা ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৬২ পৃষ্ঠায় ১৬—১৯ পঙক্তি

উগ্‌গলিঅদব্ভকবলা মিই পরিচ্চত্তণচ্চণা মোরী।
ওসরিঅপণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অসৃসূ বিঅ লদাও॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৬২ পৃষ্ঠায় ২৮ পঙক্তি এবং ৬৩ পৃষ্ঠায় ১—২ পঙক্তি

যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকো জহাতি
সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৬৪ পৃষ্ঠায় ২—৫ পঙক্তি

এসা বি পিএণ বিণা গমেই রঅণিং বিসাঅদীহঅরং।
গরুঅং বিরহত্বকৃখং আসাবন্ধো সহাবেদি॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৬৪ পৃষ্ঠায় ২৬—২৮ পঙক্তি

অভিজনবতো ভর্ত্তুঃ শ্লাঘ্যে স্থিতা গৃহিণীপদে
বিভবগুরুভিঃ কৃত্যৈস্তস্য প্রতিক্ষণমাকুলা।
তনয়মচিরাৎ প্রাচীবার্কং প্রসূয় চ পাবনং
মম বিরহজাং ন ত্বং বৎসে শুচং গণয়িষ্যসি॥

—হরিণী ছন্দ

অনুবাদ, ৬৬ পৃষ্ঠায় ৫—৯ পঙক্তি

অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব তামদ্য সম্প্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা॥

—ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ

অনুবাদ, ৬৭ পৃষ্ঠায় ২১—২৪ পঙক্তি

পঞ্চম অঙ্ক

অহিণবমহুললুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্তনিব্বুদো মহুঅর বিস্মুমরিদোসি ণং কহং॥

—অপরবক্ত্র ছন্দ

অনুবাদ, ৬৮ পৃষ্ঠায় ১০—১২ পঙক্তি

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরানি জননান্তরসৌহৃদানি॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৬৯ পৃষ্ঠায় ৩—৬ পঙক্তি

মহাভাগঃ কামং নরপতিরভিন্নস্থিতিরসৌ
ন কশ্চিদ্বর্ণানামপথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে।
তথাপীদং শশ্বৎপরিচিতবিবিক্তেন মনসা
জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব॥

—শিখরিণী ছন্দ

অনুবাদ, ৭১ পৃষ্ঠায় ২৭-২৮ এবং ৭২ পৃষ্ঠায় ১—৪ পঙক্তি

অভ্যক্তমিব স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব সুপ্তম্।
বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জনমিহ সুখসঙ্গিনমবৈমি॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৭২ পৃষ্ঠায় ৬—১২ পঙক্তি

কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্ ॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৭৩ পৃষ্ঠায় ২—৪ পঙক্তি

ণাবেক্‌খিদো গুরুঅণো ইমাএ ণ তুএ বি পুচ্ছিদো বন্ধু।
এক্ককস্স চ চরিএ ভণাত্থু কিং এক্ক এক্কস্মিং ॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৭৪ পৃষ্ঠায় ১২—১৫ পঙক্তি

ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেত্যব্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন খলু সপদি ভোক্তুং নাপি শক্নোমি মোক্তুম্

—মালিনী ছন্দ

অনুবাদ, ৭৫ পৃষ্ঠায় ৮—১২ পঙক্তি

ময্যেব বিস্মরণদারুণ চিত্তবৃত্তৌ
বৃত্তং রহঃ প্রণয়মপ্রতিপদ্যমানে।
ভেদাদ্‌ভ্রুবোঃ কুটিলয়োরতিলোহিতাক্ষ্যা
ভগ্নং শরাসনমিবাতিরুষা স্মরস্য ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৭৮ পৃষ্ঠায় ৬—১১ পঙক্তি

কামং প্রত্যাদিষ্টাং স্মরামি ন পরিগ্রহং মুনেস্তনয়াম্।
বলবত্তু দূয়মানং প্রত্যায়য়তীব মাং হৃদয়ম্ ॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৮১ পৃষ্ঠায় ১২—১৪ পঙক্তি

ষষ্ঠ অঙ্ক

সহজে কিল বিনিন্দিঁএ গহু দে কম্ম বিবজ্জণীঅএ।
পশুমালণকম্মদালুণে অণুকম্পামিদুএ বি শোত্তিএ॥

সুন্দরী ছন্দ, মতান্তরে বৈতালীয় ছন্দ

অনুবাদ, ৮২ পৃষ্ঠায় ১৮—২০ পঙক্তি

আতম্মহরিঅপণ্ডুর বসন্তমাসস্ জীঅসব্বস্স।
দিট্ঠোসি চূঅকোরোঅ উতুমঙ্গল তুমং পসাএমি॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৮৫ পৃষ্ঠায় ১২—১৪ পঙক্তি

তুংসি মএ চূদঙ্কুর দিণ্ণোকামস্স গহীদ ধনু অস্স।
পহিঅজণ জুবইলক্খো পঞ্চবভহিঅ সরো হোহি॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৮৫ পৃষ্ঠায় ২৭—২৮ এবং ৮৬ পৃষ্ঠায় ১—২ পঙক্তি

চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বংরজঃ
সন্নদ্ধং যদপি স্থিতং কুরবকং তৎ কোরকাবস্থয়া।
কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং
শঙ্কে সংহরতি স্মরোঽপি চকিতস্তূণার্ধকৃষ্টং শরম্॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ৮৬ পৃষ্ঠায় ১২—১৭ পঙক্তি

রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং সেব্যতে
শয্যাপ্রান্ত বিবর্তনৈর্বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব ক্ষপাঃ।

দাক্ষিণ্যেন দদাতি বাচমুচিতামন্তঃপুরেভ্যো যদা
গোত্রেষু স্খলিতস্তদা ভবতি চ ব্রীড়া বিলক্ষশ্চিরম্

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ৮৭ পৃষ্ঠায় ৮—১৩ পঙ

ইতঃ প্রত্যাদেশাৎ স্বজনমনুগন্তুং ব্যবসিতা
স্থিতা তিষ্ঠেত্যুচ্চৈর্বদতি গুরুশিষ্যে গুরুসমে।
পুনর্দৃষ্টিং বাষ্পপ্রকরকলুষামর্পিতবতী
ময়ি ক্রুরে যত্তৎ সবিষমিব শল্যং দহতি মাম্ ॥

—শিখরিণী ছন্দ

অনুবাদ, ৯০ পৃষ্ঠায় ১০—১৫ পঙক্তি

স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
ক্লিষ্টং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যম্।
অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতমেতে
মনোরথানামতটপ্রপাতাঃ ॥

—উপজাতি ছন্দ

অনুবাদ, ৯১ পৃষ্ঠায় ২—৫ পঙক্তি

একৈকমত্র দিবসে দিবসে মদীয়ং
নামাক্ষরং গণয় গচ্ছসি যাবদন্তম্।
তাবৎ প্রিয়ে মদবরোধগৃহপ্রবেশং
নেতা জনস্তবসমীপমুপৈষ্যতীতি ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৯১ পৃষ্ঠায় ২৩—২৬ পঙক্তি

সাক্ষাৎ প্রিয়ামুপগতামপহায় পূর্বং
চিত্রার্পিতামহমিমাং বহু মন্যমানঃ।

স্রোতোবহাং পথি নিকামজলামতীত্য
জাতঃ সখে প্রণয়বান্ মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৯৩ পৃষ্ঠায় ২৫—২৮ পঙক্তি

কার্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী
পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণহরিণাগৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।
শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্নিমাতুমিচ্ছাম্যধঃ
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডুয়মানাং মৃগীম্ ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ৯৪ পৃষ্ঠায় ৭—১১

কৃতং ন কর্ণাপিতবন্ধনং সখে
শিরীষমাগণ্ডবিলম্বিকেশরম্।
ন বা শরচ্চন্দ্রমরীচিকোমলং
মৃণালসূত্রং রচিতং স্তনান্তরে ॥

—বংশস্থবিল ছন্দ

অনুবাদ, ৯৪ পৃষ্ঠায় ২০—২২ পঙক্তি

অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ং
পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু।
বিম্বাধরং স্পৃশসি চেদ্‌ভ্রমর প্রিয়ায়া
ত্বাং কারয়ামি কমলোদরবন্ধনস্থম্ ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৯৫ পৃষ্ঠায় ১১—১৫ পঙক্তি

দর্শনসুখমনুভবতঃ সাক্ষাদিব তন্ময়েন হৃদয়েন।
স্মৃতিকারিণা ত্বয়া মে পুনরপি চিত্রীকৃতা কান্তা ॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৯৫ পৃষ্ঠায় ২৩—২৫ পঙক্তি

প্রজাগরাৎ খিলীভূতস্তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ।
বাষ্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুং চিত্রগতামপি॥

—শ্লোক ছন্দ

অনুবাদ, ৯৬ পৃষ্ঠায় ২—৩ পঙক্তি

সপ্তম অঙ্ক

বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ সুরসুন্দরীণাং বর্ণৈরমী কল্পলতাংশুকেষু।
বিচিন্ত্য গীতক্ষমমর্থজাতং দিবৌকসস্ত্বচ্চরিতং লিখন্তি॥

—উপজাতি ছন্দ

অনুবাদ, ১০৩ পৃষ্ঠায় ৯—১১ পঙক্তি

অয়মরবিবরেভ্যশ্চাতকৈর্নিষ্পতদ্ভির্
হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ।
গতমুপরি ঘনানং বারিগর্ভোদরাণাং
পিশুনয়তি রথস্তে শীকরক্লিন্ননেমিঃ॥

—মালিনী ছন্দ

অনুবাদ, ১০৩ পৃষ্ঠায় ২৫—২৮ পঙক্তি

শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী
পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।
সন্তানাত্তনুভাবনষ্টসলিলা ব্যক্তিং ভজন্ত্যাপগাঃ
কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে॥

—শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ১০৪ পৃষ্ঠায় ৬—১১ পঙক্তি

বল্মীকার্ধনিমগ্নমূর্তিরুরসা সন্দষ্টসর্পত্বচা
কণ্ঠে জীর্ণলতাপ্রতানবলয়েনাত্যর্থং সম্প্রীড়িতঃ।

অংসব্যাপি শকুন্তনীড়নিচিতং বিভ্রজ্জটামণ্ডলং
যত্র স্থাণুরিবাচলো মুনিরসাবভ্যর্কবিম্বং স্থিতঃ ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ১০৫ পৃষ্ঠায় ৪—৯ পঙক্তি

প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিতা সৎকল্পবৃক্ষে বনে
তোয়ে কাঞ্চনপদ্মরেণুকপিশে পুণ্যাভিষেকক্রিয়া।
ধ্যানং রত্নশিলাগৃহেষু বিবুধস্ত্রীসন্নিধৌ সংযমো
যদ্বাঞ্ছন্তি তপোভিরন্যমুনয়স্তস্মিংস্তপশ্যন্ত্যমী ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ১০৫ পৃষ্ঠায় ২১—২৬ পঙক্তি

প্রলোভ্য বস্তুপ্রণয়প্রসারিতো
বিভাতি জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ।
আলক্ষ্য পত্রান্তরমিদ্ধরাগয়া
নবোষসা ভিন্নমিবৈকপঙ্কজম্ ॥

—বংশস্থবিল ছন্দ

অনুবাদ, ১০৭ পৃষ্ঠায় ১৮—২২ পঙক্তি

আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈ
রব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃ প্রবৃত্তীন্।
অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো
ধন্যাস্তদঙ্গরজসা মলিনীভবন্তি ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ১০৮ পৃষ্ঠায় ২—৬ পক্তি

অনেন কস্যাপি কুলাঙ্কুরেণ স্পৃষ্টস্য গাত্রেষু সুখং মমৈবম্।
কাং নির্বৃতিং চেতসি তস্য কুর্যাদ্ যস্যায়মঙ্কাৎ কৃতিনঃ প্ররূঢ়ঃ ॥

—উপজাতি ছন্দ

অনুবাদ, ১০৮ পৃষ্ঠায় ২৩—২৫ পঙক্তি

বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখীধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি॥

—মালভারিণী ছন্দ

অনুবাদ, ১১১ পৃষ্ঠায় ৮—১১ পঙক্তি।

স্মৃতিভিন্নমোহতমসো দিষ্ট্যা প্রমুখে স্থিতাসি মে সুমুখি।
উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণী যোগম্।

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ১১১ পৃষ্ঠায় ২৪—২৬ পঙক্তি।

সুতনু হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীকমপৈতু তে
কিমপি মনসঃ সংমোহো মে তদা বলবানভূৎ।
প্রবলতমসামেবংপ্রায়াঃ শুভেষু হি বৃত্তয়ঃ
স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্যহিশঙ্কয়া।

—হরিণী ছন্দ

অনুবাদ, ১১২ পৃষ্ঠায় ৮—১২ পঙক্তি।

মোহান্ময়া সুতনু পূর্বমুপেক্ষিতস্তে
যো বাষ্পবিন্দুরধরং পরিবাধমানঃ।
তং তাবদাকুটিলপক্ষ্মবিলগ্নমদ্য
কান্তে প্রমৃজ্য বিগতানুশয়ো ভবামি।

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ১১২ পৃষ্ঠায় ২১—২৫ পঙক্তি।

রথেনানুদ্‌ঘাতস্তিমিতগতিনা তীর্ণজলধিঃ
পুরা সপ্তদ্বীপাং জয়তি বসুধামপ্রতিরথঃ।

ইহায়ং সত্ত্বানাং প্রসভদমনাৎ সর্বদমনঃ
পুনর্ধাস্যত্যাখ্যাং ভরত ইতি লোকস্য ভরণাৎ ॥

—শিখরিণী ছন্দ

অনুবাদ ১১৫ পৃষ্ঠায় ৯—১৩ পঙক্তি।

প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ
সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাম্।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ
পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ ॥

রুচিরা ছন্দ

অনুবাদ, ১১৮ পৃষ্ঠায় ১৬—১৮ পঙক্তি

টীকা

প্রথম অঙ্ক

প্রস্তাবনা—নটী বিদূষকোবাপি পারিপার্শ্বিক এব বা।
সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্বতে॥
চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ।
আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা॥

—(সাহিত্যদর্পণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

নটী, বিদূষক কিংবা পারিপার্শ্বিক এদের কারো সাথে যেখানে সূত্রধার সংলাপ করেন, নিজেদের ভিতরে উদ্ভূত বিচিত্রকথা, কাজ আর কথাংশের প্রস্তুতি দিয়ে নাটকীয় ঘটনার সুরু পর্যন্ত জানিয়ে দেন তাকে আমুখ কিংবা প্রস্তাবনা বলে।

প্রস্তাবনা, ১৭ পৃষ্ঠায় ১ পঙক্তি

নান্দী—আশীর্বচনসংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রযুজ্যতে।
দেবদ্বিজনৃপাদীনং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা॥

রাজা, দেবতা, ব্রহ্মণ এদের যেখানে আশীর্বাদের সাথে স্তুতি করা হয় তাকে নান্দী বলে।

…অবশ্যং কর্তব্যা নান্দী বিঘ্নোপশান্তয়ে।

বিঘ্নশান্তির জন্যে নান্দী অবশ্য কর্তব্য।

নান্দী, ১৭ পৃষ্ঠায় ৯ পঙক্তি

সূত্রধার—নাটকীয়কথাসূত্রং প্রথমং যেন সূচ্যতে।
রঙ্গভূমিং সমাক্রম্য সূত্রধারঃ স উচ্যতে॥

রঙ্গমঞ্চে ঢুকে যে প্রথম নাটকীয় কথার সূত্র সুরু করে তাকে সূত্রধার বলে।

সূত্রধার, ১৭ পৃষ্ঠায় ১০ পঙক্তি

সূত্র—নাটকীয় বিষয়বস্তু।

সূত্রধারঃ পঠেন্নান্দী।

সূত্রধার নান্দী পড়েন।—(ভরতের নাট্যশাস্ত্র পঞ্চম অধ্যায়।)

আর্য্যা—বাচ্যৌ নটীসূত্রধারাবার্য্যনাম্না পরস্পরম্।

—(সাহিত্যদর্পণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

নটী আর সূত্রধার পরস্পর পরস্পরকে আর্য্য আর আর্য্যা বলবে

আর্য্য, ১৭ পৃষ্ঠায় ১০ পঙক্তি

নটী—নটের স্ত্রী।

১৭ পৃষ্ঠায়, ১৩ পঙক্তি

আর্য্যপুত্র—নাট্যোক্তিতে স্ত্রীর স্বামীকে সম্বোধন।

১৭ পৃষ্ঠায়, ১৩ পঙক্তি

পাটল—পুন্নাগ ফুল কিংবা সেউতি ফুল মতান্তরে গোলাপ ফুল—

—(জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধান)

শেত-রক্তস্তু পাটল —অমর কোষ

শ্বেত আর রক্ত মিশ্রিত বর্ণের নাম পাটল।

১৮ পৃষ্ঠায়, ৬ পঙক্তি

আর্য্যমিশ্র—আর্য্যদের ভিতরে শ্রেষ্ঠ।

গৌরবার্থে সংস্কৃতে বহুবচন ব্যবহৃত হয়।

১৮ পৃষ্ঠায়, ১৬ পঙক্তি

আয়ুষ্মান্—দীর্ঘায়ুসূচক সম্বোধন।

আয়ুষ্মান্ রথিনং সূতো……।

—(সাহিত্যদর্পণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

নাট্যোক্তিতে সারথি রথীকে আয়ুষ্মান বলে।

১৯ পৃষ্ঠায়, ৪ পঙক্তি

'হরিণকে অনুসরণ করছেন'—শিব যখন তাঁর অনুচরদের নিয়ে দক্ষযজ্ঞ আক্রমণ করেন তখন যজ্ঞ হরিণ হয়ে পালিয়েছিল।

১৯ পৃষ্ঠায়, ৭ পঙক্তি

—হরিৎ আর হরিদের—সূর্য্যের ঘোড়ার নাম।

২০ পৃষ্ঠায়, ৬ পঙক্তি

নেপথ্যে—নেপথ্যে যে কথা শোনা যাচ্ছে।

নেপথ্যোক্তং শ্রুতং তত্র ত্বাকাশবচনং তথা।

—(সাহিত্যদর্পণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

নাটকে যা বাইরে থেকে বলা হচ্ছে এই ভাবে শোনা যায় তাকে নেপথ্য উক্তি বলে, আকাশবচনও বলে।

২০ পৃষ্ঠায়, ১৪ পঙক্তি

কুলপতি—আশ্রমের প্রধান মুনি, যিনি দশসহস্র শিষ্যকে অন্নবস্ত্র দান করিয়া স্বগৃহে শাস্ত্র অধ্যয়ন করান। —(জ্ঞানেন্দ্রমোহন)

২১ পৃষ্ঠায়, ১১ পঙক্তি

সোমতীর্থ—ভারতের পশ্চিমপ্রদেশে তীর্থ বিশেষ, প্রভাস ক্ষেত্র।

—(জ্ঞানেন্দ্রমোহন)

২১ পৃষ্ঠায়, ১৮ পঙক্তি

নীবার—তৃণধান্যানি নীবারাঃ —(অমরকোষ)

তৃণধানের নাম নীবার, বাংলায় উড়িধান।

২২ পৃষ্ঠায়, ৫ পঙক্তি

ইঙ্গুদী—একরকম ফল, যা থেকে ঋষিরা তেল বার করতেন।

২২ পৃষ্ঠায়, ৬ পঙক্তি

শমীগাছ—বাংলায় শাঁই গাছ।

...স্যাচ্ছমী সক্তফলাশিবা —(অমরকোষ)

২৩ পৃষ্ঠায়, ২৩ পঙক্তি

বল্কল—গাছের ছাল। ত্বক্ স্ত্রী বল্কং বল্কলমস্ত্রিয়াং

—(অমরকোষ)

২৪ পৃষ্ঠায়, ৩ পঙক্তি

নবমল্লিকা—সপ্তলা ফুল। সপ্তলা নবমল্লিকা —(অমর কোষ)

জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধান অনুসারে নেয়ালি ফুল।

২৫ পৃষ্ঠায় ১৫ পঙক্তি

তাতকাশ্যপ—নাট্যোক্তিতে অন্যেরা বৃদ্ধকে তাত বলবে।

কাশ্যপ—কশ্যপের শ্রেষ্ঠ সন্তান। বৃদ্ধস্তাতেতি চেতৈরঃ

—(সাহিত্যদর্পণ)

২৮ পৃষ্ঠায়, ৯ পঙক্তি

আর্য্য—

রাজন্নিত্যৃষিভির্বাচ্যঃ সোঽপত্যপ্রত্যয়েন চ।

স্বেচ্ছয়া নামভির্বিপ্রৈর্বিপ্র আর্য্যেতি চেতরৈঃ॥

—(সাহিত্যদর্পণ)

ঋষিরা রাজাকে 'রাজন্' বলতে পারেন অপত্য প্রত্যয় করেও বলতে পারেন; ব্রহ্মাণরা নিজের ইচ্ছা হলে ব্রাহ্মাণকে নাম ধরে ডাকবেন। অন্যেরা রাজা কি ব্রাহ্মণকে আর্য্য বলবেন।

২৬ পৃষ্ঠায়, ১৩ পঙক্তি

…আর্য্যেতি চাগ্রজঃ। —(সাহিত্যদর্পণ)

অগ্রজকে আর্য্য বলা হয়

…অমাত্য আর্য্যেতি চাধমৈঃ। —(সাহিত্যদর্পণ)

অমাত্যকে অধম আর্য্য বলবে।

জনান্তিক—ত্রিপতাককরেণান্যানপবার্য্যান্তরা কথাম্।

অন্যোঽন্যামন্ত্রণং যৎ স্যাজ্জনান্তে তজ্জনান্তিকম্॥

ত্রিপতাক কর দিয়ে অন্যদের আড়াল করে একজন আর একজনের সাথে যে কথা বলে তাকে জনান্তিক বলা হয়।

—(সাহিত্যদর্পণ)

২৭ পৃষ্ঠায়, ৫ পঙক্তি

আত্মগত—স্বগত।

অশ্রাব্যং খলু যদ্ বস্তু তদিহ স্বগতং মতম্।

নাট্যোক্তিতে যে কথা অন্যেরা শুনতে পাবে না তাকে স্বগত বলা হয়। —(সাহিত্যদর্পণ)

২৯ পৃষ্ঠায়, ২৪ পঙক্তি

ভগবান—

ভগবন্নিতি বক্তব্যাঃ সর্বৈর্দেবর্ষিলিঙ্গিনঃ।

—(সাহিত্যদর্পণ)

নাট্যোক্তিতে দেবতাদের আর ঋষিদের ভগবান বলা হয়।

২৮ পৃষ্ঠায়, ৩ পঙক্তি

নায়ক এখানে দুষ্মন্ত।

প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান।

দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্ নায়কো মতঃ॥

প্রখ্যাতবংশ, রাজর্ষি, ধীর, উদাত্ত, প্রতাপবান্, গুণবান্, দেবতা কিংবা দেবতা হলেও নিজেকে মানুষ মনে করেন নায়ক এইরকম হবেন।

(সাহিত্যদর্পণ)

২৮ পৃষ্ঠায়, ২৭ পঙক্তি

দ্বিতীয় অঙ্ক

যবনী—যবনী বলতে কালিদাস পরসিক মেয়েদের কথাই বলেছেন বলে মনে হয়। রঘুবংশে চতুর্থ সর্গে ৬০/৬১ শ্লোকে কালিদাস যবনী বলতে পারসিক মেয়েদের কথাই বলতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

৩৩ পৃষ্ঠায়, ১৯ পঙক্তি

সৃষ্টির দ্বিতীয় স্ত্রীরত্ন।

ব্রহ্মা তিল তিল করে সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণ সংগ্রহ করে তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাই তার নাম তিলোত্তমা। তিলোত্তমা সৃষ্টির প্রথম স্ত্রীরত্ন। কবি এখানে শকুন্তলাকে দ্বিতীয় স্ত্রীরত্ন বলছেন।

৩৮ পৃষ্ঠায়, ৯, ১০ পঙক্তি

তৃতীয় অঙ্ক

যজমানশিষ্য—যজ্ঞ করেন এমন শিষ্য।

৪৩ পৃষ্ঠায়, ৩ পঙক্তি

আকাশে—নেপথ্যোক্তি আর আকাশ বচন সমার্থক। টীকা প্রথম অঙ্কে দেখুন।

উশীর—একরকম ঘাস, বাংলায় বেনা ঘাস, তার মূল।

স্যাদ্বীরণ বীরতরং মূলেঽস্যোশীরমস্ত্রিয়াং…

—(অমরকোষ)

৪৫ পৃষ্ঠায়, ১৩ পঙক্তি

বৈতানিক—যজ্ঞসম্বন্ধীয়।

৪৩ পৃষ্ঠায়, ১৪ পঙক্তি

ছুটি বিশাখা—ছুটো নক্ষত্র। চাঁদের ছুই স্ত্রী বলে পরিচিত। নাম—বিশখা আর অনুরাধা।

৪৭ পৃষ্ঠায়, ১৯ পঙক্তি

চতুর্থ অঙ্ক

বৃত্তবর্তিষ্যমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ।
সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিষ্কম্ভ আদাবঙ্কস্য দর্শিতঃ॥

—(সাহিত্যদর্পণ)

অতীতের সূত্র নিয়ে ভবিষ্যতের আভাষ দিয়ে অঙ্কের প্রথমে যা দেখান হয় তাকে বিষ্কম্ভক বলে।

৫৬ পৃষ্ঠায় ১৮ পঙক্তি

প্রিয়ংবদা···সংস্কৃতে—

সংস্কৃত নাট্যোক্তিতে কে কি ভাষায় কথা বলবে সে সম্বন্ধে একটা রীতি ছিল। সেই রীতি অনুসারে প্রিয়ংবদা শৌরসেনীতেই কথা বলেছেন, সাহিত্যদর্পণে আছে—

···পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎকৃতাত্মনাম্॥
শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাম্।

অর্থাৎ যে সমস্ত পুরুষরা নীচু নন তাঁরা সংস্কৃত বলবেন আর সেই রকম মেয়েরা শৌরসেনী বলবেন।

কিন্তু এই রকম মেয়েদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সংস্কৃত বলারও রীতি ছিল। সাহিত্যদর্পণকার বলছেন—

যোষিৎসখীবালবেশ্যা-কিতবাপ্সরসাং তথা।
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতঞ্চান্তরান্তরা॥

অর্থাৎ—

স্ত্রীলোক, সখী, বালক, বেশ্যা, দ্যূতকর আর অপ্সরা এরা বৈচিত্র্যের জন্যে মাঝে মাঝে সংস্কৃত বলবেন। মূল বইএ এখানে প্রিয়ংবদা সংস্কৃতে কথা বলেছেন।

৫৮ পৃষ্ঠায়, ২২ পঙক্তি

ক্ষীরবৃক্ষ—ডুমুর গাছ কিংবা অশ্বত্থ গাছ।

—(জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধান)

৬৪ পৃষ্ঠায়, ১৯ পঙক্তি

পঞ্চম অঙ্ক

কঞ্চুকী—

অন্তঃপুরচরোবৃদ্ধো বিপ্রো গুণগণান্বিতঃ।

সর্বকার্য্যার্থকুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে ॥

সব কাজে কুশল যে গুণবান্ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, অন্তঃপুরে যাতায়াত করেন তাকে কঞ্চুকী বলে।

৬৯ পৃষ্ঠায়, ৮ম পঙক্তি

ছ'ভাগের একভাগ যাদের বৃত্তি—

—সর্বতো ধর্মষড়্ভাগো রাজ্ঞোভবতি রক্ষতঃ—ধর্ম অনুসারে রক্ষা করেন বলে রাজা ছ'ভাগের এক ভাগ পেয়ে থাকেন —মনু।

৬৯ পৃষ্ঠায় ২০ পঙক্তি

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রবেশক—

প্রবেশকোঽনুদাত্তোক্ত্যা নীচপাত্রপ্রযোজিতঃ।

অঙ্কদ্বয়ান্তর্বিজ্ঞেয়ঃ শেষং বিষ্কম্ভকে যথা ॥

—(সাহিত্য দর্পণ)

প্রবেশক বিষ্কম্ভকের মত। তবে নীচপাত্র প্রাকৃত ভাষায় দুটো অঙ্কের মাঝখানে প্রবেশক উপস্থিত করে।

৮২ পৃষ্ঠায়, ২য় পঙক্তি

পণ্ডিতমশাইরা—মূলে ভাবমিশ্রাঃ

…ভাবোবিদ্বান্… —(অমরকোষ)

নাট্যোক্তিতে পণ্ডিতের নাম ভাব।

৮৩ পৃষ্ঠায়, ১ম পঙক্তি

বোনাই—(মূলে আবুত্ত)

ভগিনীপতিরাবুত্তো… —(অমর কোষ)

নাট্যোক্তিতে ভগ্নিপতির নাম আবুত্ত

৮৩ পৃষ্ঠায়, ১৩ পঙক্তি

কাদম্বরী—মদ্যের নাম।

…গন্ধোত্তমা প্রসন্নেরা কাদম্বর্য্যঃ পরিস্রুতা

—(অমর কোষ)

৮৪ পৃষ্ঠায়, ২২ পঙক্তি

তিরস্করণী বিদ্যা—

যে বিদ্যা দ্বারা অদৃশ্য হওয়া যায়।

—(চলন্তিকা)

৮৫ পৃষ্ঠায়, ৭ম পঙক্তি

ভট্টিনী—

…দেবীকৃতাভিষেকায়ামিতরাসু চ ভট্টিনী

—(অমর কোষ)

নাট্যোক্তিতে রাজার যে রাণীর অভিষেক হয়েছে তিনি দেবী—অন্যেরা ভট্টিনী।

৯২ পৃষ্ঠায়, ২১ পঙক্তি

উদ্‌ভ্রান্তক ভঙ্গী—

পূর্বং দক্ষিণমুখাস্য পশ্চাৎ আকুঞ্চয়ন্ পদম্।

বামং শীঘ্রং বামাবর্ত্তকমুদ্‌ভ্রান্তকম্ বিদুঃ ॥

—(সঙ্গীত সুধানিধি)

প্রথমে ডানপা তুলে পরে কুঁচকে বাঁ পাকে তাড়াতাড়ি বাঁদিক দিয়ে ঘুরিয়ে নেয়াকে উদ্‌ভ্রান্তক বলে জানবে।

৯৯ পৃষ্ঠায়, ৩য় পঙক্তি

সপ্তম অঙ্ক

মন্দার—স্বর্গের গাছ।

পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ…। —(অমরকোষ)

পাঁচটি দেবতরুর নাম—

মন্দার, পারিজাত, সন্তানক, কল্পবৃক্ষ, হরিচন্দন।

হরিচন্দন—একরকম চন্দন—

তৈলপর্ণিকগোশীর্ষে হরিচন্দনমস্ত্রিয়াম্,

—(অমরকোষ)

১০২ পৃষ্ঠায়, ১৬ পঙক্তি

হরির দ্বিতীয় পা—

এখানে কবি বামনাবতারের কাহিনী সম্বন্ধে বলছেন। বিষ্ণু বামন হয়ে এসে বলিরাজার কাছে ত্রিপাদভূমি ভিক্ষে চেয়েছিলেন। দানবীর বলি সামান্য বামনকে ত্রিপাদ ভূমি দিতে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যান। তখন ভগবান বিষ্ণু একপা ফেললেন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আর দ্বিতীয় পা ফেললেন সমস্ত আকাশ জুড়ে। তৃতীয় পা ফেলার আর কোন স্থান রইল না। শেষে বামন বলির মাথায় তৃতীয় পা রেখে তাঁকে পাতালে পাঠিয়ে দেন।

ভদ্রমুখ—সৌম্য

সৌম্যভদ্রমুখেত্যেবমধমৈস্তু কুমারকঃ ॥ —(সাহিত্যদর্পণ)

নাট্যোক্তিতে অধমরা রাজকুমারকে ভদ্রমুখ কিংবা সৌম্য বলবেন।

১০৩ পৃষ্ঠায়, ১৬ পঙক্তি

পৌলমী—ইন্দ্রের স্ত্রীর নাম।

…পুলোমজা শচীন্দ্রাণী —(অমরকোষ)

১১৪ পৃষ্ঠায়, ১৪ পঙক্তি

ভরতবাক্য—প্রধান নটের সামাজিকদের নাটক পরিসমাপ্তি কালে আশীর্বাণী।

১১৮ পৃষ্ঠায়, ১৫ পঙক্তি

চিত্র-পরিচিতি

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

১। ভিটাতে পাওয়া গোল মৃৎফলক।

ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরীপ—১৯১১-১২ সালের কার্যবিবরণী। স্যার জন মার্শাল। 'ভিটাতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন' পৃষ্ঠা ৩৫।

"এই বাড়ীর স্তরভেদের সঙ্গে নাগার্জুনের বাড়ীর স্তরভেদের যথাযথ মিল রয়েছে, আর এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, দুটি প্রায় একই সময় তৈরী হয়েছে, ভেঙে পড়েছে আবার তৈরী হয়েছে। ২৪ নম্বর ছবিতে ছাপা সুন্দর গোল পোড়ামাটির ফলকটি ঘরের ভিৎ থেকে পাওয়া গিয়েছে। এই গোলাকার ফলকের দুদিকেই যে দৃশ্য রয়েছে সাঁচী অর্ধচিত্রের সঙ্গে তার মিল সব বিষয়েই, কিন্তু যে ছবি থেকে এই অর্ধচিত্রের ছাপ নেয়া হয়েছে তার শিল্পনৈপুণ্য পাথর কিংবা মর্মরের যে কোন শিল্পনৈপুণ্যের চাইতে অনেক বেশী। এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, ছাঁচটি হাতীর দাঁতেই তৈরী হওয়া সম্ভব। ভিটাতে তৈরী কয়েকটি ফলকের ছাঁচই এতে তৈরী। এ অনুমান সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক আমার এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সে সময় উজ্জয়িনীর হস্তীদন্ত শিল্পীরা যে ধরনের শিল্পদ্রব্য করছিলেন এটা ঠিক সেই ধরনেরই শিল্পকর্ম। আমরা জানি, তাঁরাই সাঁচীর চিত্রকর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই গোলফলকে উৎকীর্ণ দৃশ্যের সঙ্গে ডাঃ ভোগেল কালিদাসের একটি বিখ্যাত নাটক শকুন্তলার একটি দৃশ্যের তুলনা করেছেন। তাতে রাজা দুষ্যন্ত আর তার সারথিকে কণ্বের আশ্রমে আশ্রয় নেয়া হরিণকে হত্যা না করতে অনুরোধ করা হয়েছে।"

চিত্র-সম্পাদকের মত—বিভিন্ন মূর্তির বিন্যাস আর রচনাই, এই ফলকটিতে যে শকুন্তলার একটি দৃশ্য দেখানো হয়েছে তা প্রমাণ

করে। আশ্রমের সীমানার বেড়া দিয়ে ঘেরা উপরের অংশে দুটি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। রাজবেশে একটি পুরুষ হাতে কি একটা জিনিস নিয়ে আর একটি স্ত্রীলোক। দুজনে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলছে। রাজার আশ্বাস দেবার ভঙ্গি দেখে স্পষ্টই মনে হয়, এটা আশ্রমের এলাকার বাইরে দুষ্যন্ত আর শকুন্তলার বিদায়ের দৃশ্য। নিচে ডান দিকে একটি চার ঘোড়ার রথে রাজা আর সারথি; রথের যাবার পথ আটকে একজন তপস্বী অনুরোধ করছে। বেড়া দিয়ে ঘেরা কুঁড়ে ঘরের সামনে পুষ্পিত গাছের নিচে ফুল হাতে মেয়েটির আবেগভরা ভঙ্গী আর রাজার বিস্মৃতদৃষ্টি খুবই অর্থপূর্ণ। এটা দুষ্যন্ত আর শকুন্তলার প্রথম দর্শন হতে পারে। নিচে, সবচাইতে নিচের সীমানার কাছে পদ্মসরোবরে একজন তপস্বী স্নান করছে কিংবা জল নিচ্ছে। একজোড়া হরিণ আর পেখমতোলা একটা ময়ূর আশ্রমের স্বাভাবিক চরিত্র ফুটিয়ে তুলছে।

২। মহাস্থানে পাওয়া ভাঙা মৃৎফলক।

ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরীপ—১৯২৮-২৯ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী, অনুসন্ধান বাংলা পৃষ্ঠা—৯৬।

"মহাস্থানের বিভিন্ন এলাকা থেকে পাওয়া পুরাতাত্ত্বিক জিনিস-পত্রের সংখ্যা ৬৬৫। অনুসন্ধান এলাকার বিস্তৃতি বিচার করলে এই সংখ্যা খুবই কম। এই মরসুমের সবচাইতে ভাল প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিস একটা মৃৎপাত্রের টুকরো। তাতে অনুন্নত ভাবে উৎকীর্ণ একটা দৃশ্যে চার ঘোড়ায় টানা রথে চড়া একটি লোককে একপাল হরিণ আর একটি কিন্নরের দিকে তীর ছুঁড়তে দেখা যাচ্ছে। এই চিত্রার্ধ দেখে ভিটা থেকে পাওয়া বিখ্যাত পোড়ামাটির ফলকের কথা মনে পড়ে আর এটা নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় অব্দের প্রথম দিককার হবে।"

চিত্র-সম্পাদকের মত—উপরের বিবরণ পড়লে ভাঙা পোড়া মাটির ফলকটিতে রূপায়িত শিকারের দৃশ্যের সঙ্গে শকুন্তলার কোন সম্পর্ক আছে কি নেই তা অনিশ্চিত অনুমানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে ভারতীয় আশ্রমে একটি গ্রীক কিন্নরের

দেহের উপরের অর্ধেক মানুষের আর নিচের অর্ধেক ঘোড়ার উপস্থিতি সত্যিই দুর্বোধ্য। কিন্তু ফলকটির উপরের অংশ একটু ভাল করে দেখলে বোঝা যায় যে, মূর্তিটি মোটেই কিন্নর মূর্তি নয়। একটি জন্তুর বদলে আমরা স্পষ্ট দুটি জীব দেখতে পাই। প্রথমটি পলায়মান হরিণ আর দ্বিতীয়টি হরিণটির মাথার ঠিক উপরে একটি মানুষের মূর্তি। মানুষের মূর্তিটি দুটো হাত বাড়িয়ে বিপদগ্রস্ত হরিণটিকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে কিংবা শিকারী রাজাকে হরিণ শিকার করতে নিষেধ করছে। সেই জন্যে এই দৃশ্যকে শকুন্তলার একটি দৃশ্য বলে মনে করা সহজ আর স্বাভাবিক বলে মনে হয়। উত্তর বঙ্গের এই ফলকটি শুঙ্গযুগের শিল্পকর্মের একটি শ্রেষ্ঠনিদর্শন এতে শিল্পী চূড়ান্ত নৈপুণ্যের সাথে এঁকেছেন, একদল হরিণ প্রাণের ভয়ে দৌড়চ্ছে, আর চলার ছন্দে সাজানো ধাবমান চারটি তেজিয়ান ঘোড়ায় টানা রথের সামনে পা দিয়ে উত্তেজিত দুষ্মন্ত তীর ছুঁড়তে যাচ্ছে। আর আছে উপরের সীমার কাছে তাপসীর আবেগপূর্ণ ছবি।

হিন্দী পুঁথি

"১৭৮৯ সালের 'শকুন্তলার' একটি সচিত্র হিন্দী পুঁথি।" লেখক আদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায়; ললিতকলা সংখ্যা ১-২; এপ্রিল ১৯৫৫—মার্চ—১৯৫৬; পৃষ্ঠা ৪৬-৫৪।

এই পুঁথিতে ৪৯ পাতা আর একুশটি ৭$\frac{1}{2}$"×৪$\frac{1}{2}$" ছবি আছে। পুঁথিটি প্রথমে ছিল নাগপুরের রাজা প্রতাপ সিং ভোঁসলের কাছে। ছবির জন্যে এই পুঁথির আকর্ষণ অদ্ভুত, এটা নিওয়াজা নামে একজন কবির লেখা শকুন্তলার হিন্দী পাঠ। লণ্ডনে ভারত ও পাকিস্থানের শিল্পকলা প্রদর্শনীতে এটা প্রদর্শিত হয়েছিল, সেখানে একে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের রাজস্থানী শিল্প বলে বলা হয়েছিল; কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় এর তারিখ দেয়া আছে:—

"মাঘ মাসে, শুক্লপক্ষে, তিথি পুর্ণিমায়াম্, সম্বৎ ১৮৪৫ অর্থাৎ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ।

পুঁথির প্রত্যেক পৃষ্ঠার মাপ ৯¼″ × ৫¾″। তার ভিতরে ৭½″ × ৪½″ চতুষ্কোণ এলাকা পাড় দিয়ে ঘিরে লেখার জায়গা। ছোট ছবিগুলোর রচনা, শিল্পশৈলী, পোষাক, আসবাব, অলঙ্করণ, জীবজন্তু, পরিজন এ সবই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে রাজস্থানী আর দক্ষিণী শিল্পশৈলীর মিশ্রণে সৃষ্ট এ এক নতুন শিল্পশৈলী।

ইউরোপ আর জার্মানিতে কালিদাস

(জার্মান পণ্ডিত ওয়াল্‌টার রুবেনএর প্রবন্ধের জোয়ান বেকারের ইংরেজী অনুবাদের সচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ)

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে ইউরোপে পরিচিত হন। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দেশীয় রাজন্য আর ফরাসীদের সাথে যুদ্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে এলাকা দখল করে, এই সময় ইংরাজ ঔপনিবেশিক শাসকরা সেই এলাকায় একটি কেন্দ্রীয় শুল্ক, আইন আর শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এই এলাকা সারা ভারতের অর্ধেকেরও বেশী আর সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই ছিলেন ইংরেজ।

১৭৮৩ সালে শিক্ষিত ধনিকশ্রেণীর সংস্কৃতিবান এক ভদ্রলোক স্যার উইলিয়াম জোন্স বঙ্গদেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকের পদ গ্রহণ করেন। ১৭৮৯ সালে, অর্থাৎ যে বছর ফরাসী বিপ্লব হয় সেই বছর স্যার উইলিয়াম কালিদাসের নাটক শকুন্তলার একটি ইংরাজী গদ্য অনুবাদ প্রকাশ করেন। এইভাবে তিনি বিস্মিত ইউরোপকে দেখান যে, প্রাচীন ভারত নাটক আর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় জানত। তিনি কালিদাসকে ভারতীয় সেক্‌সপীয়ার নাম দিয়েছিলেন। তুলনাটা অবিশ্যি খুব ভাল হয়নি।

১৭৯১ সালে অর্থাৎ যে বছর বিপ্লবী গণতন্ত্রী জ্যাকোবিনরা বড় বড় জমিদার আর ধনিকদের বিরুদ্ধে ফ্রান্সে তাদের বিপ্লব বিস্তার করছিল সেই বছর জর্জ ফর্ষ্টার জোন্সের শকুন্তলার জার্মান গদ্য অনুবাদ প্রকাশ করেন।

একখানা অনুবাদ তিনি গ্যেটেকে পাঠিয়ে দেন। এই অনুবাদ পড়ে তিনি এত খুশি হয়ে ওঠেন যে তিনি শকুন্তলার প্রশংসায় বিখ্যাত কবিতাটি লিখেন। কবিতাটি অন্যত্র উদ্ধৃত হল।

কবিতাটি গ্যেটে ১৭৯১ সালে "জার্মান মাসিক পত্রিকায়" প্রকাশ করেন। পরের বছর হার্ডার ভাইমারে ছিলেন। সেই বছর এই কবিতাটি তাঁর "প্রাচ্যনাট্য সম্বন্ধে" প্রবন্ধের প্রথমে উদ্ধৃত করেন। ১৭৯৮ সালে তিনি আবার শকুন্তলা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন "সেদেশের (ভারতের) পূর্ণ বিকশিত সংস্কৃতির একমাত্র উদাহরণ 'শকুন্তলা'। সেই জন্যে লোকে অনেক্ষণ ধরে এর আনন্দ উপভোগ করে। নিকট ভবিষ্যতে আমরা আরও শকুন্তলা পাব নিশ্চয়ই, কারণ তারাই নানা-জাতির সাংস্কৃতিক বিকাশের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।"

মাত্র পাঁচ বছর পরে ১৮০৩ সালে হার্ডার ফর্ষ্টারের অনুবাদ আবার প্রকাশ করেন। এতে ছোট একটা উৎসর্গপত্রে তিনি কালিদাসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রকাশ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাইপ্‌জিগ্‌ মেলায় ফ্রিড্‌রিশ শ্লেগেল ফর্ষ্টারের প্রথম সংস্করণের সাথে পরিচিত হন। তিনি তাঁর ভাইয়ের কাছে চিঠিতে এই উল্লেখযোগ্য বইয়ের কথা লেখেন। পরে তিনি প্যারীতে সংস্কৃত পড়তে যান। তারপর তিনি জার্মানীতে ভারততত্ত্বের আলোচনা প্রবর্তন করেন।

পরে গ্যেটে লিখেছিলেন "শকুন্তলার এই অনুবাদকে আমরা জার্মানরা যে উৎসাহের সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছিলাম তা মনে করলে বলতে হয় এ অনুবাদ আমাদের যে আনন্দ দিয়েছিল তার কৃতিত্ব যে গদ্যে এ অনুবাদ হয়েছিল সেই গদ্যেরই।"

ফর্ষ্টারের বই জার্মান মধ্যবিত্তশ্রেণীকে প্রচুর প্রভাবিত

করেছিল। ১৮৫৫ সালে ফ্রিড্রিশ রুকার্ট আবার এই নাটকটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন—তবে এবার সংস্কৃত থেকে। এই অনুবাদ কিন্তু প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর।

হাইনরিখ হাইনের মৃত্যুর পর তার রচনাবলী প্রকাশিত হওয়ায় অনেকেই বুঝতে পারলেন যে, হাইন জার্মান নাটকের একটি মূল্যবান দিক লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর "চিন্তা আর ধারণা" নামে অধ্যায়ে তিনি লেখেন "ফাউস্ট-এর প্রথম দিকে গ্যেটে শকুন্তলার সাহায্য গ্রহণ করেছেন" এতে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ফাউষ্টের প্রথম অংশ পরিকল্পনায় গ্যেটে শকুন্তলার প্রস্তাবনার সাহায্য নিয়েছেন। ভারতীয় নাট্য দিন-রাত্রির কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে এই রকম ধর্ম্মানুষ্ঠানের সাথে জড়িত। শকুন্তলার প্রথমে একজন অভিনেতা এসে শিবের কাছে একটি প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। তারপর সূত্রধার এসে নটীকে ডেকে বলেন বিদগ্ধবহুল দর্শকদের সামনে কালিদাসের শকুন্তলা অভিনীত হবে। সুতরাং প্রত্যেকটি অভিনেতাই যেন যতটা সম্ভব চেষ্টা করেন।

তখন সূত্রধার বলেন "বিদগ্ধসমাজ খুশী না হওয়া পর্যন্ত প্রযোজনাকে ভাল বলতে পারছি না। আমি অনেক পরিশ্রম করেছি কিন্তু নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ হচ্ছে। সূত্রধার তারপর নটীকে আধুনিক গ্রীষ্মকাল নিয়ে একটা গান করতে বলেন। তারপর নাটক সুরু হয়।

গ্যেটের প্রস্তাবনা এই রকম। প্রযোজক নাটকের কবি আর বিদূষককে নিয়ে রঙ্গমঞ্চে আসেন। তিনি একটু ঘাবড়ে গিয়েছেন, কারণ দর্শকরা বড় বেশী পণ্ডিত। কবি প্রথমে জনতার কথা শুনতেই চান না, তিনি ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের কথা ভাবতে রাজী। বিদূষক ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের কথা ভাবতে একটুও রাজী নন, তিনি খালি সমসাময়িক লোকদের কথা ভাববেন। প্রযোজক অভিনয়টি ভাল করে করতে চান।

বিদূষক কবিকে উপদেশ দেন "জীবনের পূর্ণতার মাঝে ঝাঁপ দাও। জীবন ভোগ করে সবাই কিন্তু সে কথা উপলব্ধি করে অল্প লোকেই। জীবনের যেখানে হাত দেবে সেই তোমার মনকে টানবে।"

কবি সত্যের আকর্ষণ আর প্রতারণার আনন্দের কথা বলেন। এই ভাবে শিল্পের সমস্যা সম্বন্ধে তিন জনে বেশ রসিকের মত আলোচনা করেন।

কালিদাস কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় রীতি অনুসারে তাঁর ছোট্ট প্রস্তাবনায় দর্শকদের নাটক আর নাট্যকারের পরিচয় দিয়েছেন। কারণ তখন নাটকের নির্ঘণ্টপত্র কিছু ছিল না। এই সুযোগে তিনি সভাপূজোও করেছেন। তাঁর দর্শকরা গ্যেটের ভাইমারের মত রাতের পর রাত আনন্দের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন না। কালিদাসের দর্শকদের ভিতরে ছিলেন কিছু ভদ্রলোক, অভিজ্ঞ শ্রেণীর কিছু লোক, কয়েকজন ব্রাহ্মণ, কিছু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী আর হয়ত কিছু ধনী বণিক। তাঁরা হয়ত কোন উৎসবের দিন জড় হতেন ছোটখাট কোন নাট্যশালায় কি রাজবাড়ীর কোন বড় ঘরে। সেখানে তাঁদের মনোরঞ্জন করা হত। জনসাধারণের অধিকাংশই সংস্কৃত বুঝতে পারতেন না। সুতরাং এঁদের সমাজ ছিল আলাদা, সে সমাজের নাট্যশালার কাছে প্রত্যাশা আলাদা, ফলে তুজনের প্রস্তাবনা তুরকম। তবুও গ্যেটের শিল্পের এই রত্নের জন্যে আমরা এই ভারতীয় কবির কাছে ঋণী।

শ্রী উইলসনের অনুবাদের ভিতর দিয়ে কালিদাসের গীতিকবিতা মেঘদূতের সাথেও গ্যেটের পরিচয় ছিল। ১৮২১ সালে উইলসন সদ্য প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮১৩ সালে তিনি কলকাতায় তাঁর প্রথম বই মেঘদূতের মূল আর অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই কবিতায় নির্বাসিত যক্ষ দেশে তার স্ত্রীর কাছে সংবাদ পাঠাচ্ছে মেঘের মুখে। এর উপরে গ্যেটে তাঁর একটি ছোট্ট কবিতা লিখেছিলেন।

> "শকুন্তলা, নল, এদের মানুষ ভালবাসবেই।
> মানুষ এর চাইতে মধুর আর কি আশা করতে পারে ?
> আর মেঘদূত।
> কে না তাকে পাঠাবে প্রাণের বোনের কাছে ?"

তাঁর "প্রাচ্যপাশ্চাত্য কবিতা সংগ্রহ সম্পর্কে" লেখায় তিনি স্বীকার করেছেন "এই ধরনের লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয় সবসময়ই জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনা।" কিন্তু তিনি উইলসনের অনুবাদ একটু বেশা কোমল বলে সমালোচনা করেছেন। উনসেরেন কোসগার্টেনের মূল থেকে অনুবাদ করা কয়েকটি শ্লোকের তিনি প্রশংসা করেছেন। বলেছেন "তা থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম ধারণা হয়।" ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে উইলহেম ভন হুমবোল্ট, দক্ষিণ থেকে যখন প্রথম মেঘ আসে সেই প্রথম বর্ষার বর্ণনার জন্যে প্রাচীন ভারতের এই কবিতার প্রশংসা করেন।

বিয়েলফেল্ড্এ ১৮৫৯ সালে সি, সুয়েজ প্রথম পদ্য অনুবাদ প্রকাশ করার পরে আরও কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ছন্দেও কয়েকটি অনুবাদ হয়।

১৮২৭ সালে উইলসনের "বিক্রমোর্বশীর" ইংরাজী অনুবাদ আর "মালবিকাগ্নিমিত্রের" ইংরাজী সংক্ষিপ্তসার ইউরোপে প্রচারিত হয়। শিক্ষিত জার্মানরা মালবিকাগ্নিমিত্রের স্বাদ প্রথম পান এ ওয়েবারের চমৎকার অনুবাদের মাধ্যমে। বার্লিনের এই বিরাট ভারততত্ত্ববিদ্ একে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত উইলসনের সময় থেকে পণ্ডিতরা এই নাটকের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করতেন। লাইয়ন ফুখটওয়াঙ্গারের মত লোক "রাজা আর নর্তকী" নাম দিয়ে এই নাটককে ১৯১৭ সালে জার্মান রঙ্গমঞ্চের জন্যে প্রস্তুত করেন।

১৮১৪ সালে বোলেনসেন বিক্রমোর্বশীর জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৩৪ সালে রুকার্ট তাঁর সংক্ষিপ্তসারে কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ করেন। কালিদাসের রঘুবংশ মহাকাব্যের অজবিলাপ অংশের কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ ১৮৩৩ সালে করেছিলেন। এ, এফ ভনশাকের করা এই বইয়ের একটি স্বচ্ছন্দ পদ্যানুবাদ ১৮৯০ সালে প্রকাশিত ভনশাকের হয়। ও, ওয়ালটারের গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে।

কালিদাসের ষষ্ঠ বই কুমারসম্ভব একটি মহাকাব্য। গ্রিফিথ

১৮৭৯ সালে এই কাব্যের ইংরাজী অনুবাদ করেন। জার্মান গদ্য অনুবাদ করেন ও, ওয়ালটার ১৯১৩ সালে।

সুতরং কালিদাসের দুটি কাব্যের অনুদিত হয়ে জার্মানদের কাছে পৌঁছুতে লেগেছিল প্রায় একশতাব্দী। আমাদের দেশের জনসাধারণ জানতে চায়, কোথায় সুহৃদ্ আছে—আজও দেশান্তরে আছে। যেমন আমরা নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গর্ব করি আর সে ঐতিহ্যকে আপন করে নিতে চেষ্টা করি, ঠিক তেমনি আমরা অন্যদেশেরও অতীত আর বর্তমান গৌরবের অংশীদার হতে চাই। ভারতের এই প্রাচীন চিরায়ত কবির কাছে আমরা অদৃষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চাইব না। ভারতীয়দের কাছে তিনি কি ছিলেন তাই আমরা জানতে চাই। তাঁর সাহিত্য তাঁর নিজস্ব রূপেই আজও আমাদের অনেক কিছু দিতে পারে একথা আমরা উপলব্ধি করি। তাঁর নিজস্ব পশ্চাৎ পটেই আমরা তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করি। আর তাইতেই আমরা জানি গ্যেটে আর হার্ডার যা বলেছেন তিনি ছিলেন সত্যিই তাই। তিনি ছিলেন এক বিরাট কবি। তিনি মানুষকে ভালবাসতেন। তিনি জানতেন কি করে তাদের দুঃখ, আনন্দ আবেগ চিত্রিত করতে হয়। আর তাঁর ছিল সে সময়কার শাসকশ্রেণীর দুর্বলতা সম্পর্কে ক্ষুরধার সমালোচকের দৃষ্টি। যদিও আধুনিক অনুবাদ থেকে তা বোঝা যায়না তবুও তাঁর ভাষা ছিল শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার এক শক্তিশালী অস্ত্র। মহৎকবির মতই ছিল তাঁর কল্পনাশক্তি, সে শক্তি তাঁর পাঠক আর শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে পারে। আর ছিল তাঁর মানবিকতা, তাঁরই জন্যে আমরা চাই তাঁর মোহে পড়তে। তাঁর আবেগ আছে, তাঁর আনন্দ আছে, বাস্তব পৃথিবীর ছায়া পড়ে তাঁর কাব্যে।

কালিদাসের জগৎ ইউরোপীয়দের কাছে প্রথমে অপরিচিত। কিন্তু গবেষণা আমাদের সে জগৎ বুঝতে সাহায্য করবে। সেই অপরিচিতির গণ্ডি পার হলে আমরা পাই সাধারণ মানবিক আবেদন। ভারতীয়রা আর জার্মানরা, এক নব্য আদিম সামন্ততান্ত্রিক সমাজ আর সমাজতন্ত্রের মুখোমুখি সমাজ এক নয়। কিন্তু মানুষ মানুষই।

আমরা যদি নিজেদের জার্মান কিংবা ইউরোপীয় সংস্কৃতির ভিতরে গণ্ডিবদ্ধ রাখি তাহলে সে গণ্ডি আমাদের দরিদ্রই করবে।

জ্যাকোবিন ফর্স্টার ১৭৯১ সালে তাঁর ভূমিকায় লিখেছিলেন "প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সে বৈশিষ্ট্যের প্রভাব পড়ে তার মানসে, তার জাতীয় সংগঠনে। নানা রকমের ব্যক্তিত্বকে যদি আমরা তুলনামুলক বিচার করি, যদি আমরা সাধারণ আর দেশজকে আলাদা করে দেখি, তাহলে আমরা বুঝতে পারি সমস্ত মানবজাতিকে। এই এক সম্পূর্ণ নতুন জগৎ। আমাদের বোধ আর কল্পনায় মনুষ্য চরিত্রের এক অপূর্ব সুন্দর অভিব্যক্তি। ভারতীয় পুরাণ, ইতিহাস, ভারতীয় জীবনযাত্রা আর গ্রীক পুরাণ, ইতিহাস আর গ্রীক জীবন-যাত্রার ভিতরে পার্থক্য আছে আর সেই পার্থক্যের জন্যে সে দেশের শিল্পকর্ম, শিল্পশৈলী আমাদের অপরিচিত মনে হয় তা বোঝা উচিত। কিন্তু এও আমাদের বোঝা উচিত যে, শিল্পক্ষেত্রে পঞ্চমাঙ্ক না সপ্তমাঙ্ক তাই বড় কথা নয়। মানবহৃদয়ের সবচাইতে সূক্ষ্ম অনুভূতির চিত্র গঙ্গাতীরের গাঢ় বাদামী মানুষ আর রাইন, টিবের আর ইলিসাসের সাদা মানুষ একই সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে প্রকাশ করতে পারে।

রুশিয়াতে কালিদাস

ভি, কোলেবেৎস্কি

(বাংলা অনুবাদ করেছেন রুশ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান।)

রাশিয়ার পাঠক সাধারণ কালিদাসের রচনাবলীর সহিত প্রথম পরিচিত হন ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে। বিশিষ্ট রুশ লেখক ও ঐতিহাসিক এন, কারামজিন এই বৎসরে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকের নির্বাচিত কয়েকটি দৃশ্যের রুশ অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদের ভূমিকায় তিনি লেখেন:

"এই নাটকটির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় আমি এক অপূর্ব কাব্যরসের আস্বাদ পাইয়াছি। ইহার প্রতিটি ছত্রে রহিয়াছে সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ, বসন্ত-সন্ধ্যার প্রশান্তির ন্যায় কোমল এক মাধুর্যের স্পর্শ, প্রকৃতির সরল পবিত্রতা আর আশ্চর্য রচনাদক্ষতা। ইহাকে প্রাচীন ভারতের এক স্নিগ্ধসুন্দর চিত্র বলা যাইতে পারে—ঠিক যেমন হোমারের কাব্যে চিত্রিত হইয়াছে প্রাচীন গ্রীস—টুকরা টুকরা ছবির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তৎকালীন মানুষের চরিত্র, রীতিনীতি, আচার-বিচার। আমার মনে হয়, কালিদাস হোমারের সমপর্যায়ের মহাকবি।"

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই রাশিয়ায় কালিদাসের প্রায় সমস্ত রচনার পূর্ণাঙ্গ রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া, সংস্কৃতজ্ঞ রুশ পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই কালিদাসের সমকালীন ভারতের ইতিহাস, সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে এবং তাঁহার রচনাবলী সম্পর্কে গভীর মনোনিবেশ করিয়া গবেষণা-অনুশীলন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে মিনায়েফ, ওল্‌দেনবুর্গ, আদেলুং, শ্চেরবাৎস্কি, বারান্নিকফ প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

কালিদাসের জীবনী সম্পর্কে যেমন বিশেষ কিছু তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই, তেমনি তাঁহার রচনাবলীর মধ্যেও কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত রচনা ঢুকিয়া গিয়াছে। যেমন, ভারতীয় ও বৈদেশিক পণ্ডিতদের একটা খুব বড়ো অংশ মনে করেন, তিনটি দৃশ্যকাব্য (অভিজ্ঞান শকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্বশী) এবং তিনটি শ্রুতিকাব্য, (কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও রঘুবংশ)—এই ছয়টি পূর্ণাঙ্গ রচনাই মূলতঃ কালিদাসের। নলোদয় বা অন্যান্য দু'একটি রচনার মধ্যে কতটুকু কালিদাসের হাতের স্পর্শ আছে বা এগুলি আদৌ কালিদাসের কি না, সে বিষয়ে তাঁহাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শৃঙ্গারকাব্যগুলি কালিদাসের নামে প্রচলিত থাকিলেও, এগুলি যে কালিদাসের রচনা হইতে পারে না তাহা সর্ববাদীসম্মত।—সোবিয়েৎ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরাও এই মতেরই পরিপোষক।

কালিদাসের কাল লইয়াও অনুরূপ মতভেদ আছে। ভারতীয়

পণ্ডিতদের মধ্যে নানা জনে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে নানা সময়ে কালিদাসের কাল নির্ধারণ করিয়াছেন তবে কালিদাস খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন ছিলেন—এই মতের সমর্থকরাই অপেক্ষাকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ। সোবিয়েৎ পণ্ডিতরাও মোটামুটি এই মতই সমর্থন করেন।

কালিদাসের রচনাবলী যেমন চিরন্তন এক আনন্দরসের উৎস, তেমনি তাঁহাকে লইয়া গবেষণা-অনুশীলনেরও শেষ নাই। সোবিয়েৎ দেশে কালিদাসের কাব্য যেমন ব্যাপক ভাবে পঠিত হয়, তেমনি প্রবীণ ও তরুণ সংস্কৃতজ্ঞ সোবিয়েৎ ভারততত্ত্ববিদ্‌গণ কালিদাস সম্বন্ধে গবেষণা-অনুসন্ধানের কাজে সাহিত্যালোচনার কাজে ছেদ পড়িতে দেন নাই। সম্প্রতি এ কাজে ভারতীয় সহযোগী গবেষক-সমালোচকদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা পাইবার ফলে তাঁহাদের কাজ সহজতর হইয়াছে।

এই বৎসরে ১৯৫৮ সালে সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে কালিদাস সম্পর্কে ভি, আই, কালিয়ানফ ও ভি, জি, এরমান লিখিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে কালিদাস সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রত্যেকটি রচনার কাহিনী বলা হইয়াছে, অংশ বিশেষের অনুবাদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং তৎকালীন ভারতের ঐতিহাসিক সামাজিক পটভূমিকায় এই রচনাগুলির বিস্তৃত টীকা-ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করা হইয়াছে।

চীনদেশে শকুন্তলা

উ শুয়ে

('ভারত-চীন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'উ শুয়ে'র প্রবন্ধের স্বচ্ছন্দ অনুসরণ।)

১৯২৫ সালে চীনের বিখ্যাত মঞ্চ পরিচালক চিয়া-ও-চু-ইন ভারতের বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার কলিদাসের 'শকুন্তলার' চীনা

অনুবাদ প্রকাশ করেন। ভাষান্তরিত নাটকটির নামকরণ হয় 'হারাণো আংটি'। তারপর ইংরাজী, ফরাসী আর জার্মান ভাষা থেকে শকুন্তলার চীনা অনুবাদ খুব কম করেও আটটি বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই অনুবাদগুলির ভিতরে মিলের চাইতে গরমিলই ছিল বেশি। সেই জন্যে কোন অনুবাদই যথাযথ হয়ে ওঠেনি।

১৯৫৬ সালে সারা চীনে বিশ্ববরেণ্য মনীষীদের স্মরণে জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। পিকিঙ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ চিসিয়েন লিন এই উৎসব উপলক্ষে মূল সংস্কৃত থেকে মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলার চীনা অনুবাদ করেন।

আশ্চর্য ভঙ্গি আর অপূর্ব রচনাশৈলী এই নাটকটিকে চীনে এত জনপ্রিয় করে তোলার কারণ। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে 'শকুন্তলা' ভাব গভীরতার সম্পদে আর কল্পনার সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠতম, তাছাড়া এতে সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে মানব চরিত্রের গভীর উপলব্ধি। সুঙ্ ও য়্যুয়ান যুগের নানৃশি বা চীনের পূর্বাঞ্চলীয় নাটকের সঙ্গে ভারতীয় প্রথাগত নাটকের সাদৃশ্য প্রচুর।

১৯৫৮ সালে পিকিঙে শকুন্তলা নাটক চীনা ভাষায় অভিনীত হয়। এই অভিনয় চলে বার দিন ধরে। অভিনয় খুবই সফল আর জনপ্রিয় হয়। ১২ দিনের প্রবেশপত্র প্রথম দিন কয়েক ঘণ্টার ভিতরে বিক্রি হয়ে যায়।

ভারত ও চীনের জনসাধারণের ভিতরে প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। এই দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক আর সাংস্কৃতিক মিল অনেক, তাছাড়া ভারত ও চীনের মেয়েরা প্রায় একই ধরনের ঐতিহ্যের ছায়ায় পালিত। ভারতীয় মেয়েদের প্রথাগত শিষ্টাচার ঐতিহ্যাশ্রয়ী, শকুন্তলা সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিভূ। শকুন্তলা যেমন শান্ত, নম্রস্বভাব ও সুন্দরী, তেমনি তার ইচ্ছাশক্তি। কিন্তু চীনের কাছে এই চরিত্র একেবারে অপরিচিত নয়।

শকুন্তলা অভিনয়ের সাফল্যের কারণ হয়ত এগুলোও।